স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের পথে
প্রশিকা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(২০১৮-২০২৩)

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

বিপিএমআই ভবন

হোল্ডিং # ২১৩-২১৪, জনতা হাউজিং

শাহ আলী বাগ, মিরপুর, ঢাকা।

■ **সম্পাদনা পরিষদ**
সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী
সিরাজুল হক, পরিচালক
শিবু কান্তি দাশ, উপ-পরিচালক
তাহমিন আরা, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক

■ **আইটি সাপোর্ট**
মোঃ ইদ্রিস হোসেন
আইটি ম্যানেজার (ডকু.)
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ

■ **প্রকাশক**
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
প্রধান কার্যালয় প্রশিকা ভবন
আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

■ **অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়**
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং # ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মুঠোফোন : ০১৮৮৮০০০২৮৫ এবং ০০১৮৮৮০০০২৮৬
ওয়েবসাইট : www.proshikabd.com
ই-মেইল : proshika.muk.acfh d@gmail.com &
pmuk@proshikabd.com

সূচিপত্র

২. পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধতাসমূহ ৫
৩. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া ৭
৩.১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ৭
৩.২ সাংগঠনিক বিশ্লেষণ, সবলতা, সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ ৯
৩.৩ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রশিকার সাফল্যের তথ্য চিত্র ৯
৩.৪ পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি ১০
৩.৫ প্রশিকার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য ১১
৩.৬ কৌশলগত ইস্যুসমূহ ১১
৩.৭ কৌশলগত ইস্যু বাছাইয়ের মানদণ্ড ১১
৩.৮ কৌশলগত লক্ষ্য ১২
৩.৯ কর্মসূচি কাঠামো ১৩
৩.১০ প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্থায়ীত্বশীলতা ঃ উৎপাদনমূলক কার্যক্রম ও উদ্যোগসমূহ ১৪
৩.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল ১৪
৩.১২ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ১৬
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি ১৯
৪.১ আর্থিক সেবা কর্মসূচি ১৯
৪.২ প্রশিকা SEED ট্রাস্ট ২৩
৪.৩ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা ২৬
৫. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২৮
৫.১ মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ২৮
৫.২ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩০
৫.৩ নারী সমাজ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ৩১
৫.৪ মাদকাসক্তি প্রতিরোধ কর্মসূচি ৩৩
৫.৫ প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি ৩৪
৫.৬ সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি ৩৫
৫.৭ জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি ৩৭
৫.৮ ত্রাণ, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ৩৭
৫.৯ গণসংস্কৃতি কর্মসূচি ৩৮
৫.১০ আইনি সহায়তা কর্মসূচি ৪০
৫.১১ সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি ৪১
৫.১২ স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ কর্মসূচি ৪২
৫.১৩ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা ৪৩
৬. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক বিভাগসমূহ ৪৫
৬.১ মানবসম্পদ বিভাগ ৪৫
৬.২ অর্থ, হিসাব ও কর্মী কল্যাণ তহবিল এবং আর্থিক সেবা বিভাগ . ৪৬
৬.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার বিভাগ ৪৭
৬.৪ মনিটরিং বিভাগ ৫০
৬.৫ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ৫০
৬.৬ সাধারণ প্রশাসন বিভাগ ৫১
৬.৭ এস্টেট বিভাগ ৫২
৬.৮ মিডিয়া ও গণসংযোগ বিভাগ ৫৪
৬.৯ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা ৫৬
৭. প্রশিকার স্থাবর সম্পদ ব্যবস্থাপনা ৫৮
৭.১ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর ৫৮
৭.২ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ৭২
৭.৩ মধু উৎপাদন ও বিপণন ৬৫
৭.৪ জমি এবং স্থাপনা ব্যবস্থাপনা ৬৮
৭.৫ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ ৬৯
৭.৬ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি, শিরোমনি, খুলনা ৭১
৭.৭ কেন্দ্রীয় কার্যালয়, প্রশিকা ভবন ৭২
৭.৮ প্রশিকা মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, কৈট্টা ৭৩
৭.৯ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা ৭৬
৮. সামগ্রিক বাজেট (সংযুক্তি) ৭৭

প্রধান নির্বাহীর প্রারম্ভিক বক্তব্য

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র তৃতীয় বারের মতো এ পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩) প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা দেশের সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রশিকার শক্তি-সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ বিশ্লেষণ করে প্রণীত হয়েছে। এবারের পরিকল্পনায় নতুন কিছু মাত্রা যুক্ত করা হয়েছে যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। প্রশিকার ভিশন বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া ও জাতীয় উন্নয়নে কিছুটা অবদান রাখা আমাদের এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

পরিকল্পনাটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়েছে। প্রশিকার সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা দলিলটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এ পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রশিকার সক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা, সুযোগ, ঝুঁকি–এসব ফ্যাক্টরগুলো গুরুত্বের সাথে পুংখানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করা এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো কাটিয়ে উঠার উপায়ও নির্ণয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য পাঁচ বছরে মোট বাজেট ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৫ শত ৪৫ কোটি টাকা এবং ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে মোট ৪ হাজার ৫ শত ৯০ কোটি টাকা।

এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রশিকার সকল স্তরের কর্মী এবং ব্যবস্থাপকদের।

আমি আশা করি, প্রশিকার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সবার কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে প্রশিকার এ পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন হবে। আমাদের এ পরিকল্পনা সার্থক হবে সকলের আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে–এটি আমার একান্ত বিশ্বাস।

সবশেষে, যারা এ পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সিরাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

২. পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধতাসমূহ

এ কথা স্বীকার্য যে পরিকল্পনা প্রণয়নে যে কোনো একটি তাত্ত্বিক মডেল অনুসরণ করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নে আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও মডেল সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও তার আলোকে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করার ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। যেমন সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে অতি সাম্প্রতিককালের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ দীর্ঘদিন যাবত সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অর্থের অভাবে প্রায় বন্ধ ছিল। সেজন্য কোনো কোনো কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য সংযোজন করা যায়নি।

একই সাথে এ বিষয়ে পারমফরমেন্স-এর মানদণ্ড স্থির করতে অসুবিধা হয়েছে। কেননা অধিকাংশ সামাজিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে অর্থপ্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে।

এ পরিকল্পনায় কর্মসূচিসমূহের সাফল্যের ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়াও এ ধরনের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষ, মেধাবী ও অভিজ্ঞ কর্মীর অভাব রয়েছে। ফলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা একটি বাস্তবায়ন উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা তৈরির যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আশা করি আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলো সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া

১. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

২. প্রশিকা ঃ সাংগঠনিক বিশ্লেষণ, সবলতা, সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ

৩. জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রশিকার সাফল্যের তথ্যচিত্র

৪. পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি ৫. প্রশিকার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

৬. কৌশলগত ইস্যুসমূহ ৭. কৌশলগত ইস্যু বাছাইয়ে মানদণ্ড

৮. কৌশলগত লক্ষ্য

৯. কর্মসূচি কাঠামো

১০. প্রশিকার প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্থায়ীত্বশীলতা

১১. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল

১২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া

প্রশিকা শুরু থেকেই বিভিন্ন মেয়াদে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আসছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রথমদিকে তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হতো। পরবর্তীতে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এ ধারাবাহিকতায় এবারে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের পথে পদার্পণ।

নানা সংকট, বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে বতর্মান ব্যবস্থপনা কতর্পৃক্ষ ৫ বছর মেয়াদের (২০১৮-২০২৩) জন্য তৃতীয় পঞ্চবাষির্ক পরিকল্পনা পণ্রয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৭ সালের জলুাই মাসে এ পরিকল্পনা পণ্রয়নের লক্ষ্যে অংশগ্রহণভিত্তিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনসুরণ করে পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিকার ঊর্ধ্বতন কমর্কর্তা, মধ্যস্তরর ব্যবস্থপক ও সামনের সারির কমীর্গণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

মাঠ পর্যায়ে কর্মী, সংগঠিত দলীয় সদস্য, কমিউনিটি সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিকার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের ধারণা নেয়া হয়। তারা প্রশিকার পূর্বের উন্নয়ন কৌশলের অনেকগুলো উপাদান, কর্মসূচি ও কৌশল যুগোপযোগী নয় বলে মতামত দেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মাঝারি পর্যায়ের উৎপাদনমূলক প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন- পোলট্রি খামার, দুগ্ধ খামার, মাছ চাষ ইত্যাদির পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। সেখানে বর্তমান বাস্তবতায় শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ আর ততটা কার্যকর নয়। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশি পরিমাণে পুঁজি, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে তাদের স্বাস্থ্য, জীবিকা অর্জন ও বিশুদ্ধ জলপ্রাপ্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়টিও স্টেকহোল্ডার ও কমিউনিটি সদস্যদের আলোচনায় উঠে এসেছে। নারীর ন্যায্য অধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে এখনো অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। নারীর স্বাস্থ্য বিশেষতঃ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সমাজে নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি ও কুসংস্কার বিরাজমান আছে। যে কারণে নারীরা নানা ধরনের যৌন অসুস্থতায় ভুগে, যা পরিবারে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে। ফলে সুচিকিৎসার অভাবে দীর্ঘ সময় ধরে রোগে ভুগে মৃত্যুবরণও করে থাকে। এছাড়াও নারীর স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির ব্যাপারে আমাদের সমাজ যথেষ্ট সচেতন ও যত্নশীল নয়। এ ইস্যুটিও বিভিন্ন আলোচনা ও মতবিনিময় থেকে পাওয়া গেছে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি সুচারুরূপে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন বিষয়ে যুগোপযোগী দক্ষতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক হিসাবপত্র প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের বিকল্পসমূহ নির্ধারণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও জ্ঞানের অপ্রতুলতার বিষয়টিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রশিকায় দুটি উৎপাদনশীল খামার চালু রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজি ও উপযোগী প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ এ খামার দুটিকে অধিকতর উৎপাদনশীল করার উপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি এগুলোর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও কাঠামো আলাদাভাবে ঢেলে সাজানোর উপর মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রশিকার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনমূলক প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনায় উঠে আসে। অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিকা মধু উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও বিপণনের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেন।

সাংগঠনিক শক্তি সুসংহত করার ইস্যুতে অংশগ্রহণকারীগণ দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ইস্যুতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেন। একই সাথে উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৩.১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

সমাজে বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সমাজ উন্নয়নের কাজ করা হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যে যেসব ফ্যাক্টর উন্নয়ন ও অনুন্নয়নকে প্রভাবিত করে সেগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য কার্যকর কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এ বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (সংক্ষেপে প্রশিকা) বাংলাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কর্মকৌশল পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি স্থির করেছে।

সমাজে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সমস্যা ও চাহিদা তৈরি হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও চাহিদার নিরন্তর পরিবর্তন হচ্ছে। এগুলো সমাধানের জন্য সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি ও আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ নানা বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্রঋণ

সহায়তার যে কৌশল বিদ্যমান ছিল, সময়ের পরিবর্তনের ধারায় তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। এখন মাঝারি ধরনের এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের ধারা চালু হতে যাচ্ছে। মানুষের হাতে নানাভাবে অর্থ সঞ্চিত হচ্ছে। কৃষি এবং অকৃষি খাতে বড় ও মাঝারি আকারের নানা জাতের মৎস্য ও চিংড়ি খামার, মুরগীর খামার, দুগ্ধখামার, সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করে বিদ্যুৎ ও সেবা খাতের বিস্তারসহ নানা ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটেছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এসব খাতে বিনিয়োগ করছে। একই সাথে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ঋণের আওতায় এনে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের সঞ্চয় স্কিম চালু হয়েছে। আগের মতো ক্ষুদ্র পুঁজির ঋণের চাহিদা অনেকটা কমে গেছে।

বাংলাদেশে এখনো অনেকগুলো মানবিক ও সামাজিক সমস্যা বিরাজমান রয়েছে, যেগুলো সমাধানে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সমাজে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ, অকাল গর্ভধারণ ও স্বাস্থ্য জটিলতা, কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা, অবৈধ তালাক, নারীদের যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাবের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ প্রকট আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে মাদকের প্রসার, নারী ও শিশু পাচার একটি বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ তা থেকে মুক্ত নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ বনাঞ্চল উজাড় হয়ে গেছে। তাই বন পুনঃসৃজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে সুপেয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ডামাডোলের মধ্যে মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়টি গুরুত্ব হারাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সমুদ্রের জলস্তরের ৩ ফুট উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের ২০% এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যাওয়ার এবং ৩ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার প্রকট আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য ২০১৭-২০১৮ সালের বার্ষিক বাজেটে কার্বন ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ১৩ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ফলে কক্সবাজার জেলার হাজার হাজার একর পাহাড় ভূমি ও বনাঞ্চল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার চাহিদা অত্যন্ত বেশি। এজন্য দরকার সঠিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেটের প্রায় ১৪% (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১.৯৩%) শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়। যদিও ইউনিসেফের মতে এ পরিমাণ বরাদ্দ শিক্ষা খাতের জন্য অপর্যাপ্ত। তাই ইউনিসেফ বার্ষিক বাজেটের ২০% এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬% বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সুস্থ মানবসম্পদ বিকাশের সম্ভাবনার ঘাটতি রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সেক্টরের কর্মচারী, কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের পারফরমেন্স সন্তোষজনক নয়। এছাড়া শিক্ষার ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারে না। উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার ১৫.৫% যা কোনো মতেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের পরিস্থিতি ভয়াবহ। কিছু নির্যাতন ঘটে প্রকাশ্যে আর অধিকাংশ ঘটে গোপনে। বলা হয়, প্রত্যেকটি বিবাহিতা নারী জীবনে অন্তত একবার হলেও তার স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। ২০১৫ সালের এক জরিপের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২৭.৩% নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে মোট ৪৯.৬% নারী। একই সময়ে অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১১.৪% নারী। আর আবেগী সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ২৮.৭% এবং জোরপূর্বক আচরণ নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়েছে ৫৫.৫% নারী।

স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে ২০১৪ সালে Bangladesh Health Watch Report (BHW)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল নগরগুলোতে পানি, স্যানিটেশন ও পরিবেশ দূষণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ২০৩৯ সাল নাগাদ একটি নগর রাষ্ট্রে পরিণত হবে। শহরাঞ্চলে বস্তিবাসী ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। দরিদ্র নগরবাসীরা খাদ্য, পুষ্টি, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে মারাত্মক দূরাবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বস্তি এলাকার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি গ্রামীণ অবস্থার চেয়ে অধিকতর খারাপ। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, গ্রামীণ এলাকার ৫২.৪% মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার বিপরীতে নগরের মাত্র ৩৬.৩% বস্তিবাসীর খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে। বস্তির ৩০% থেকে ৪৫% মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত এবং ৬০% শিশু অবিরাম অপুষ্টিতে ভুগছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৬ মিলিয়ন শিশু জাতীয় দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। তাদের প্রতি ৭ জনের মধ্যে ৪ জন মৌলিক সেবা তথা পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, তথ্য ও আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি। এছাড়া ৬৬% (বিবাহিত ২০-২৪ বছর বয়সী) মহিলার বিবাহ হয়েছে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে। উল্লেখ্য, দেশে ১৩% বাচ্চা শিশু শ্রমে নিয়োজিত এবং এরা লেখাপড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। জন্ম নিবন্ধন ব্যবস্থার শিথিলতার কারণে শিশু পাচার, শিশু শ্রম ও বাল্যবিবাহ থেকে এদেরকে সুরক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে নবজাতক শিশুর মাতৃমৃত্যুর হার এখনো বেশি। এর প্রধান কারণ বেশির ভাগ সন্তান প্রসব উপযুক্ত চিকিৎসা সেবাবিহীন গৃহস্থ বাড়িতে হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য সেবা খাতে উপযুক্ত মানব সম্পদ ও প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের ঘাটতি প্রকট। শিশু মৃত্যুর জন্য অপুষ্টি একটি প্রধান ফ্যাক্টর। প্রায় ১৮% শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং ৫ বছরের কম বয়সের ৩৬% শিশুর ওজন কাম্য মাত্রার নীচে। চরম অপুষ্টির হার বর্তমানে ৪%। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ শিশু চরম অপুষ্টিতে আক্রান্ত।

আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধি মানুষের কল্যাণের বিষয়ে কমই আলোচনা করা হয়। কিন্তু, অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, উপযুক্ত সুযোগ পেলে এরাও স্বাভাবিক মানুষের মতো সমাজে অবদান রাখতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর প্রতি হাজার জনের মধ্যে ৮ জনের বেশি শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধি। এ সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবন্ধি মানুষেরা আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশে নানা ক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য থাকা সত্ত্বেও এখনো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে উন্নয়নের তেমন ছোঁয়া লাগেনি। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একা সরকারের পক্ষে সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব নয়। তাই জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কাজে শরীক হয়ে থাকে। একই যুক্তিতে দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে দীর্ঘদিন থেকে প্রশিকাও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রেখে চলেছে। বর্ণিত সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপ দেখে এ কথা স্পষ্ট যে, আমাদের দেশে যে নিত্য নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ গড়ে উঠছে সেগুলো সমাধানে সরকারের পাশাপাশি কাজ করা প্রশিকারও দায়িত্ব রয়েছে। প্রাসঙ্গিক যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বলা যায় যে, প্রশিকা দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে।

৩.২ প্রশিকা ঃ সাংগঠনিক বিশ্লেষণ, সবলতা, সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ

প্রশিকার সম্পদ, সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা আমাদের জানা আছে। প্রশিকা তার সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে সাথে নিয়ে সমাজ উন্নয়নের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক, বস্তুগত, আর্থিক, মানবিক ও কারিগরি সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিম্নের বর্ণনা থেকে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রশিকার আর্থিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় হচ্ছে প্রধান উৎস। মানবিক সম্পদের মধ্যে যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলো হলে–দলীয় সদস্যদের প্রশিকার প্রতি অটুট আস্থা, প্রায় ১২ শত আন্তরিক, দক্ষ ও সচেতন কর্মী এবং ব্যবস্থাপক, সময়োপযোগী কর্মসূচি ও কর্মী প্রশাসন নীতিমালা। বস্তুগত সম্পদের মধ্যে আছে অবকাঠামো তথা ৬৫টি উন্নয়ন এলাকার নিজস্ব অফিস ভবন ও ভবন সংলগ্ন জমি এবং ৩টি বিশাল আকারের উৎপাদনমুখী সমন্বিত কৃষি খামার উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রয়েছে প্রশিকা কেন্দ্রীয় ভবন ও মানিকগঞ্জ জেলার কৈট্টায় অবস্থিত বিশাল মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র।

প্রশিকা দেশের দক্ষ, সম্মানীয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত গভার্নিং বডি ও জেনারেল বডি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তারা প্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে প্রশিকার কাজে শক্তি ও উৎসাহ যোগাচ্ছেন। এনজিও ব্যুরো, এমআরএ ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে নিয়মমাফিক কাজের অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত প্রদান করা হয়। তারা প্রশিকার উন্নয়নের অগ্রসরমান ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সাহস এবং পরামর্শ দিচ্ছেন।

২০০১ সালের পর থেকে প্রশিকার আর্থিক সম্পদের স্বল্পতার কারণে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো প্রায় বন্ধ ছিল। ফলে অসংখ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক অন্য সংস্থায় যোগ দেয়। ফলে প্রশিকার অর্থ ব্যয়ে গড়ে তোলা দক্ষ মানব সম্পদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া থেকে প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয়।

এ মুহূর্তে প্রশিকায় তরুণ প্রজন্মের কর্মী ও ব্যবস্থাপকের ঘাটতি রয়েছে। এখন যেসব কর্মী ও ব্যবস্থাপক আছেন তাদের আধুনিক ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের জ্ঞান কাম্য মাত্রার নীচে। এছাড়া অভিজ্ঞ কর্মীরা ধীরে ধীরে অবসরে যাচ্ছেন। তাদের শূন্য পদগুলি পূরণ করা জরুরি। এর ব্যত্যয় ঘটলে নিকট ভবিষ্যতে দক্ষ কর্মী বাহিনীর ঘাটতি প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৩ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রশিকার সাফল্যের তথ্য চিত্র

- প্রশিকার অর্জন অনেক ঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রায় প্রতিটি উন্নয়ন এলাকার সংগঠিত উপকারভোগীরা অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব প্রদান, স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন কাঠামো ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবেশাধিকার লাভ করে।
- নারী ও পুরুষের ক্ষমতায়ন: এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করা, পরিবারে নারী ও পুরুষের মধ্যে সংহতি স্থাপনে সহায়তা প্রদান, তাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা গড়ে তোলা হয়েছে। পারিবারিক যেকোনো কাজে নারীর সিদ্ধান্ত প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ এ কার্যক্রমের মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন শিশুকে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও স্কুলে ভর্তি হতে সহায়তা প্রদান, বয়স্কদের সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্নকরণ, সদস্যদেরকে মানবিক ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে জীবনমুখী ও কর্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয়েছে।
- আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রকল্পে আর্থিক সুবিধা প্রদান, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার নিমিত্তে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা হয়েছে।

- শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ঃ সমিতির দরিদ্র সদস্যের সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ও মেধাবীদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান, উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ, বিনামূল্যে ওষুধ, চিকিৎসা প্রদান, বন্যা পরবর্তী সময়ে ফসল ফলানোর জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ, ঘর তৈরি করে দেওয়া- এ ধরনের অসংখ্য মানবিক ও সামাজিক কাজে প্রশিকা প্রশংসনীয় কাজ করেছে। যার ফলে দেশের অসংখ্য দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছে।
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ঃ এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকা দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। দক্ষ ও সচেতন নাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য মিলিয়নের বেশি নারী এবং পুরুষকে মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসব দক্ষ লোক নানা ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে আয় উপার্জনে সক্ষম হয়েছে। তারা আর্থিক সংকট থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়েছে এবং সমাজে মর্যাদাবান জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- জনসংগঠন বিনির্মাণ ঃ প্রশিকায় এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪ শত ৪৮টি প্রাথমিক সমিতি গঠিত হয়েছে। মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় যথাক্রমে ২ কোটি ৫ লক্ষ ৪০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫১ হাজার ২ শত ১৮টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। এতে মোট ১২ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে।
- গণসাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ এ কার্যক্রমের অধীনে ৯ শত ৪৩টি গণসাংস্কৃতিক দল গঠিত হয়েছে- যার ৩৭ শতাংশ হচ্ছে নারী সদস্য।
- সর্বজনীন শিক্ষা ঃ এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবত ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার বয়স্ক নারী ও পুরুষ ৫৩ হাজার ৮ শত ৩৯টি শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সাক্ষরতা ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেছে। মোট ২৩ হাজার ৫০২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৭ লক্ষ ২০ হাজার ৮৭৬ জন ঝরে পড়া শিশুকে পঞ্চম শ্রেণীর সমতুল্য পাঠদান করা হয়েছে।
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন ঃ এ কর্মসূচির আওতায় সামাজিক বনায়ন ও প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ৯ কোটি ৫০ লক্ষ গাছের চারা উৎপাদন ও রোপণ করা হয়েছে। মোট ৫ হাজার ১৯২টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ কোটির বেশি টাকা সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৮ লক্ষ ৪ হাজার ৪৯৫ জন কৃষক ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৭৪ একর জমিতে জৈবকৃষির চর্চা করছে। তাদেরকে প্রশিকা থেকে ২৪ হাজার ৩৫২টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অসংখ্য রাস্তার পাশে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় বৃক্ষরোপণপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণে ভুমিকা পালন, বিপুল সংখ্যক সংগঠিত দলীয় সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করা সম্ভব হয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ ঃ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত ৫০ হাজার ২৯০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সমিতির সদস্যদেরকে ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ঃ এ কর্মসূচি বিপুল অবদান রেখেছে। মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীদের সরকারি লাইসেন্স পেতে প্রশিকা সহায়তা করেছে। বর্তমানে দরিদ্র মৎস্যজীবীরা ১৮৩টি মুক্ত জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এ ছাড়া এ কর্মসূচির সহায়তায় সমিতির মৎস্যজীবী সদস্যরা ৬৮০টি মজা পুকুর পুনঃখনন করে মাছ চাষ করেছে।

৩.৪ পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রশিকার সকল স্তরের কর্মী, ব্যবস্থাপক, উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর মতামত ও চাহিদা নিরূপণ করা জরুরি ছিল। সে অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডার তথা অংশগ্রহণকারীর চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। সবার চাহিদা সমরূপ না হলেও সকলেই অধিকাংশ বিষয়ে সহমত পোষণ এবং নানাদিক থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক স্তরের অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো সমন্বিত করে যেসব ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক অংশগ্রহণকারী সহমত পোষণ করেছেন সেগুলোকে এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

নিম্নে অনুসৃত পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হলো

ক. "সমগ্র ব্যবস্থা" আলোচনা : এ পদ্ধতিতে একক কোনো ইস্যু সম্পর্কে আলোচনার পরিবর্তে প্রশিকার উন্নয়ন দর্শনের আলোকে পরিবেশের অন্যতম উপাদান (ফ্যাক্টর) ও প্রশিকার অভ্যন্তরীণ সকল কর্মসূচির কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিটি সাধারণতঃ ঊর্ধ্বতনস্তরের ব্যবস্থাপকদের আলোচনা প্রক্রিয়ায় অনুসৃত হয়।

খ. উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের নিয়ে আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এলাকার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়েছে।

গ. উপকারভোগী জনগোষ্ঠী তথা গ্রুপ সদস্য স্তরে "ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন" পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের চাহিদা, তাদের আকাঙ্খা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলো এ পরিকল্পনায় যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঘ. বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সাফল্য-ব্যর্থতার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনার একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঙ. এছাড়া প্রশিকার সামগ্রিক পরিস্থিতি তথা হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে কর্মসূচি ও কৌশলগত অভিমুখ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, সার্বিক তথ্য বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে যেসব দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে হয়েছে তার ভিত্তিতে কৌশলগত লক্ষ্য, কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ণয় করা হয়েছে। যার প্রতিফলন সামগ্রিক কর্মসূচির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

৩.৫ প্রশিকার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

- প্রশিকা এমন একটি সমাজ চায় যেটি হবে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল, সামাজিকভাবে ন্যায্য, রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক এবং পরিবেশগতভাবে নির্মল।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি নিবিড়, সম্প্রসারিত, অংশগ্রহণমূলক এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।
- প্রশিকা মিশন অর্জনের জন্য যেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায় সেগুলো হলো-
  - কাঠামোগত দারিদ্র্য বিমোচন;
  - পরিবেশ সংরক্ষণ। পুনঃসৃজন;
  - রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা; এবং
  - গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার অর্জন এবং প্রয়োগের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

৩.৬ কৌশলগত ইস্যুসমূহ

প্রশিকার উন্নয়ন কার্যক্রমে সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা বিচার করলে দেখা যায়, সীমাবদ্ধতার চেয়ে অর্জনের মাত্রা অনেকগুণ বেশি। এর পিছনে কর্মীদের ঐকান্তিক প্রয়াস, দলীয় সদস্যদের উন্নয়ন মানসিকতা, ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকার পিছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে প্রশিকার উন্নয়ন দর্শন ও আদর্শ, যেটি এর ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। পরিবেশগত ও সাংগঠনিক প্রেক্ষাপটের তথ্যের ভিত্তিতে প্রশিকা এবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

ক) উন্নয়ন এলাকা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে;

খ) মাঝারি আকারের আর্থিক প্রকল্পের চাহিদা পূরণে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে;

গ) দরিদ্র মানুষের সঞ্চয়ের ভিত্তি অধিকতর মজবুত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে;

ঘ) আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ অপর্যাপ্ত;

ঙ) দরিদ্র নারী, কিশোর-কিশোরী এবং প্রতিবন্ধি মানুষের সামাজিক, মানবিক, স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ জীবনের সমস্যার প্রকটতা;

চ) মাদকের প্রতি যুবসমাজের আসক্তি বৃদ্ধি ও বিস্তার;

ছ) নারীসমাজের ক্ষমতায়নের বৃহত্তর উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা এবং

জ) প্রশিকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির আবশ্যকতা।

৩.৭ কৌশলগত ইস্যু বাছাইয়ের মানদণ্ড

- দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের অধিকতর সুযোগ বিদ্যমান;
- দরিদ্র মানুষের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রশিকার কর্ম অভিজ্ঞতা যথেষ্ট;
- দলীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করা ও বিস্তারে প্রশিকার সক্ষমতা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান নানা ক্ষেত্রে চাহিদা পূরণে প্রশিকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা;

- দরিদ্র মানুষের কাছে কর্মসূচি নিয়ে যাওয়ার সহজ সম্ভাবনা ও সক্ষমতা;
- উন্নয়ন কাজের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে প্রশিকার ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের ইতিবাচক মনোভাব এবং
- জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে প্রশিকার ভিশন, মিশন ও লক্ষ্যের সামঞ্জস্যতা।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রশিকার সাংগঠনিক অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত ইস্যুগুলো সমাধানের জন্য কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবানুগ ও অর্জনযোগ্য মাত্রায় নির্ণয় করা হয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে অর্থ, সময়, সম্পদ, ঝুঁকি, অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ও সংগঠনের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সম্ভাবনাসমূহের ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে।

চিহ্নিত ইস্যুগুলো সমাধানের জন্য দরকার কার্যকর কৌশল। এ কৌশলগুলো উপরোক্ত সূচকের ভিত্তিতে ব্যাপক ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস বিশ্লেষণপূর্বক নির্ধারণ করা হয়েছে। অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত চিত্রে বাছাইকৃত কৌশলগুলো দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, কৌশলগুলো পরস্পর সংযুক্ত এবং একটি অপরটির প্রভাবক ও পরিপূরক। একটি লক্ষ্য অনুপযোগী প্রমাণিত হলে অন্যগুলোও বাস্তবায়নযোগ্য হবে না। আর একটি কার্যকর হলে বাকিগুলোও কার্যকর হবে– এ যুক্তির ভিত্তিতে লক্ষ্যগুলো বাছাই করা হয়েছে।

৩.৮ কৌশলগত লক্ষ্য

চিত্র নং - ১

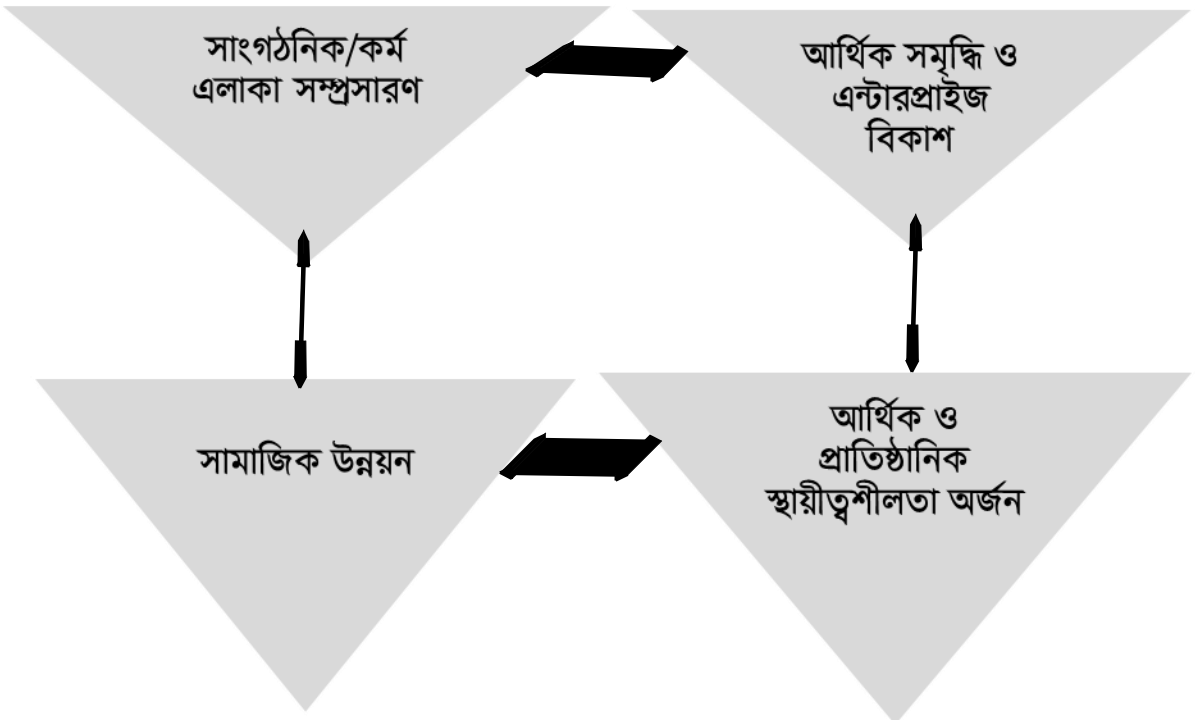

প্রশিকা উপর্যুক্ত কৌশলগত লক্ষ্যকে ভিত্তি করে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য উপরে বর্ণিত মানদণ্ডগুলোর র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে। অনেকগুলো বিকল্প কৌশল থেকে উপরের চিত্রে প্রদর্শিত চারটি লক্ষ্য চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনি, নারী উন্নয়নের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যে চিত্র প্রতিভাত হয়েছে তাকে প্রভাবিত করার জন্য এ লক্ষ্যগুলো বাস্তবানুগ গণ্য করা হয়েছে এবং লক্ষ্যগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণপূর্বক কর্মসূচিসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.৯ কর্মসূচি কাঠামো

সূত্র মতে, কৌশল নিজে থেকে কখনো কার্যকর হয় না। কৌশল কর্মসূচির মাধ্যমে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা দরকার। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধারণা থেকে মিশন বাস্তবায়ন উপযুক্ত কর্মসূচিসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিম্নের চিত্রে কর্মসূচিগুলো উল্লেখ করা হলো:

চিত্র নং - ২

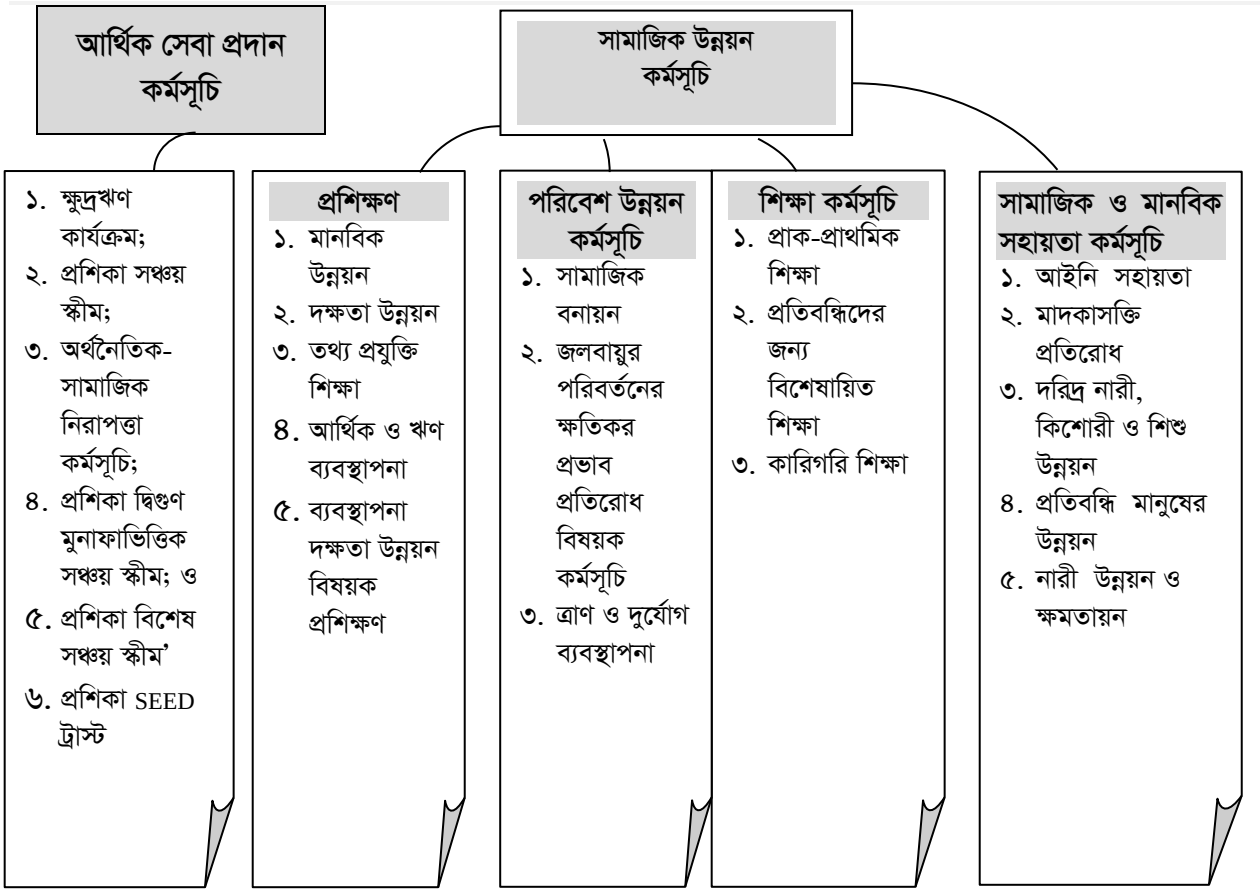

চিত্র নং-৩

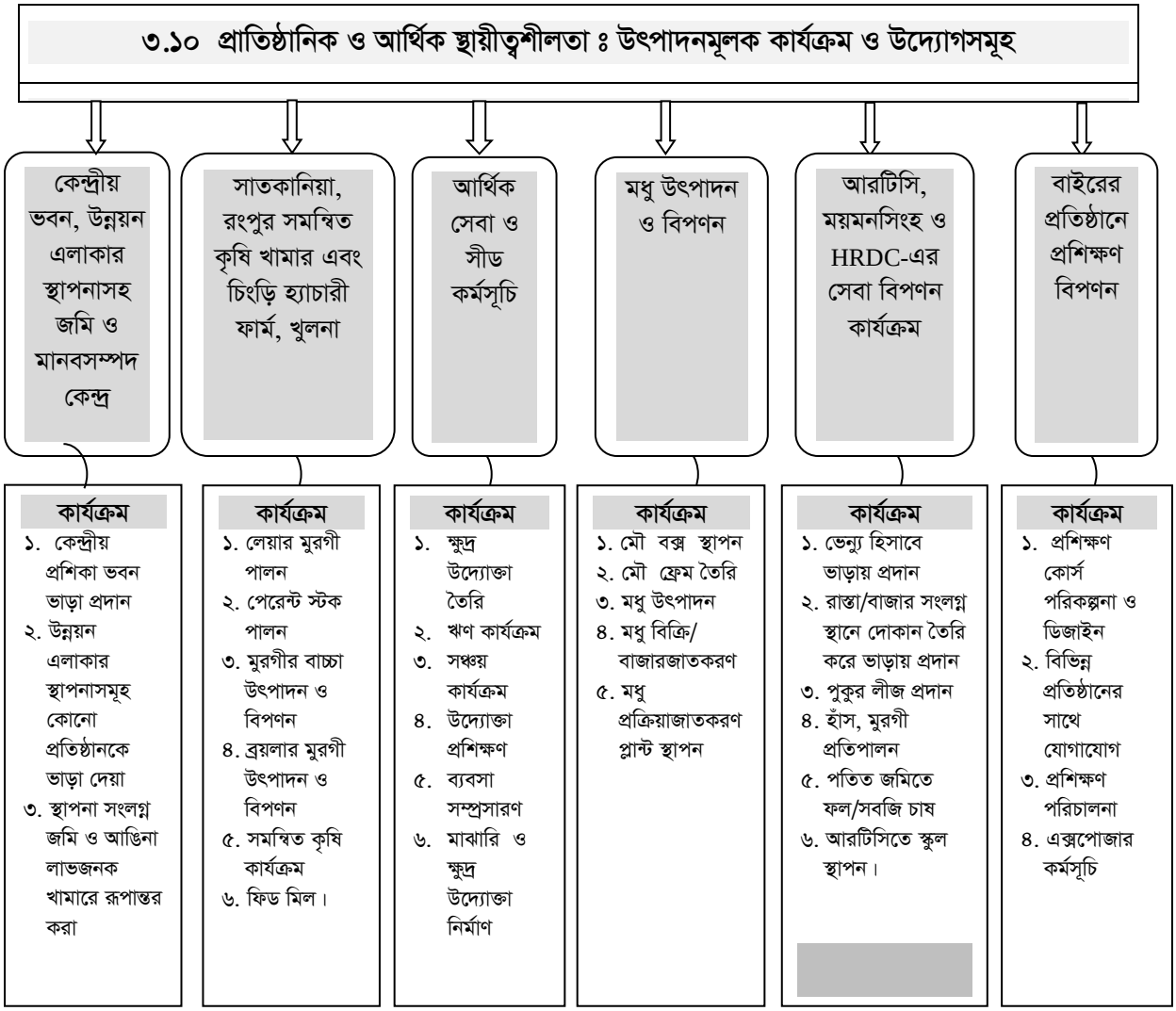

৩.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল

কর্মসূচি বাস্তবায়ন সামগ্রিক পরিকল্পনার অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পনা করা হয় বাস্তবায়নের জন্য। বাস্তবায়ন পর্যায়ে মানবসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের সমন্বয়ে কাজ করা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদ, দক্ষতা ও সময় বিনিয়োগ করে কর্মসূচির ইনপটুকে আউটপুটে রূপান্তর করে ফলাফল তথা প্রভাব সৃষ্টি করা। সম্পদের কাম্যমাত্রায় ব্যবহার ও অপচয় রোধ করার জন্য কর্মপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ একান্তজরুরি।

প্রশিকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমুহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুফল তৈরি করা হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

- কর্মসূচির উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করা;
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারা সচল ও কার্যকর রাখা;
- সমস্যা সমাধানে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; এবং
- কাম্যমাত্রায় আউটপুট অর্জন ও উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো।

কর্মসূচিসমূহের পারফরমেন্স যাতে আউটপুট অর্জনে সক্ষম হয় তার জন্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করা।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন অবশ্যই একটি সচেতন ও সক্রিয় প্রক্রিয়া নির্ভর কাজ। এ প্রক্রিয়ার জন্য সময়, পরিমাণ ও গুণগত মান অর্জনের জন্য মাসিক ভিত্তিক গান্ট চার্ট-এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা।

নিম্নে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো। এগুলো অভিনব কোনো বিষয় নয়। সকল ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে কাজ করা হয়।

১. সময় ব্যবস্থাপনা ঃ কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে সময় ব্যবস্থাপনা। কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনা করা না গেলে, সময়ের কাজ সময়ে বাস্তবায়ন করা যেমন সম্ভব হয় না তেমনি কাম্য ফলাফলও অর্জন সম্ভব হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফলাফল তৈরি না হলে উপকারভোগী জনগোষ্ঠী কাম্য ফলাফল লাভে অসমর্থ হবে। প্রশিকার বিনিয়োজিত অর্থ ও শ্রম ব্যর্থ হবে। তাই যারা মাঠ পর্যায়ে কাজের দায়িত্বে থাকবেন তাদেরকে অবশ্যই কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগী হতে হবে।

২. কার্যকর ব্যয় ব্যবস্থাপনা ঃ কর্মসূচি বাস্তবায়ন মানে অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের কার্যকর ব্যবহার। সুতরাং, কাম্য মাত্রায় সুফল অর্জনের জন্য ব্যয় যাতে না বাড়ে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের অন্যতম দায়িত্ব। অর্থ বিনিয়োগের বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। সকল স্তরের উপকারভোগীর সুবিধা ও প্রশিকার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। অল্প বিনিয়োগ করে দক্ষতার সাথে অর্থ ব্যবহার করে বেশি সুফল লাভ করা দক্ষ ব্যবস্থাপনার সাফল্যের একটি প্রধান সূচক। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা দরকার। আউটপুটের চেয়ে ইনপুটের খরচ বেশি হলে প্রতিষ্ঠান লোকসানের ঝুঁকিতে পড়তে বাধ্য। এ বিষয়টি মাথায় রেখে কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন।

৩. কার্যকর যোগাযোগ ঃ যোগাযোগ যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সঠিক প্রক্রিয়ায় কাজ করার অন্যতম একটি বিষয়। এ দিকটি অবশ্যই মেনে চলা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীলদের কর্তব্য। কার্যকর যোগাযোগের অভাবে দল/সমিতি ও ব্যক্তি সদস্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে পারে। কর্মী ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যায়, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান নির্ণয় করা সহজ হয়। শুধু অফিস কেন্দ্রিক আদেশ-নির্দেশ দিয়ে কার্যকর ফল লাভ করা যায় না। সরাসরি যোগাযোগের ফলে কর্মী ও দলীয় সদস্যদের মধ্যে কাজের আগ্রহ ও নিষ্ঠা বজায় থাকে।

৪. উন্নত ফলাফল/প্রভাব সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নত করা প্রশিকার সকল কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং, কর্মসূচির মাধ্যমে কাম্য ও উন্নত ফলাফল তৈরি করা না গেলে তাদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হবে না। এজন্য কর্মসূচি ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

৫. দলীয় সদস্যদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া ঃ দলীয় সদস্যরা নিছক গ্রাহকের স্তরে অবস্থান করে না। তারা বিনিয়োগকৃত অর্থের পিছনে নিজেদের শ্রম বিনিয়োগ করার পাশাপাশি অর্থের মূল্যও পরিশোধ করে। তারা উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ সক্রিয় পক্ষ। কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণের মাত্রা ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা একান্ত দরকার। তাদের অবস্থার পরিবর্তন কী মাত্রায় হচ্ছে তা বোঝা ব্যবস্থাপকের কাজের অংশ। ভবিষ্যতে তাদের কিসের প্রতি চাহিদা বেশি এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। যেগুলো পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ইনপুট হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬. মনিটরিং ও মূল্যায়ন ঃ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্যতম উপায় হচ্ছে নিয়মিত অডিট, মনিটরিং ও মূল্যায়ন। কোন পর্যায়ের ব্যবস্থাপক/ বিভাগ কোন বিষয়/দিকগুলো মনিটরিং করবে তার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অডিট, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করা হবে। এরজন্য একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো থাকবে।

নিম্নের দিকগুলো বিবেচনায় রেখে প্রশিকার কর্মসূচি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হবে:

- নিয়মিত ফিডব্যাক দেয়া-নেয়া
  - কর্মসূচিসমূহ তাদের লক্ষ্য কী মাত্রায় অর্জন করছে তা বোঝা।
- জটিল সমস্যা চিহ্নিতকরণ
  - প্রাথমিক পর্যায়ে কঠিন সমস্যা চিহ্নিত করা ও তার সমাধান নির্ণয় করা।
  - লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর কাছে কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা মনিটর করা।
- ফলপ্রদতা মনিটর করা
  - এর মাধ্যমে কর্মসূচির বিভিন্ন কমপোনেন্ট বাস্তবায়ন ও সুপারিশকৃত সমাধান কার্যকর হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা।

- কর্মসূচির সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ কোন্ এবং কি মাত্রায় অর্জিত হচ্ছে তা যাচাই করে দেখা
- ভবিষ্যত কর্মসূচি পরিকল্পনার গাইডলাইন পাওয়া
- কর্মসূচির পূর্ববর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রা বোঝা
  - কর্মসূচি ও নীতিমালার কার্যকারিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মসূচির ফলাফল ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবল ও দুর্বল দিক কী কী ছিল সেগুলো বোঝা।
- কর্মসূচির ডিজাইন উন্নত/পরিবর্তন করা
  - লগ ফ্রেইম টুল ব্যবহার করে প্রণালীবদ্ধ ভাবে মনিটরিংয়ের সূচক নির্ণয় করা।
  - স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি/চাহিদা অর্ন্তভুক্ত করা
  - কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ ও মতামত জানা।
- মধ্যবর্তী সময়ে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া
- বাস্তবায়নের তথ্য প্রবাহ নিয়মিত রাখা, যাতে ব্যবস্থাপকগণ অগ্রগতি সঠিক ধারায় ধরে রাখতে ও সমন্বয় করতে পারে।

৭. মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরি ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ঃ মনিটরিং প্রতিবেদনের ফাইন্ডিংস এর ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কর্মসূচিভিত্তিক মনিটরিং ফরমেট তৈরি করা হবে। এতে পরিমাণগত ও গুণগত সূচক থাকবে। মনিটরিং প্রতিবেদন থেকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কার্যক্রমের অবস্থা ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবে।

৮. কর্মসূচি মূল্যায়ন ঃ কর্মসূচি মূল্যায়ন নানা সময় ও নানা পর্যায়ে করা হবে। মূল্যায়ন থেকে কর্মসূচির কার্যকারিতা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তনের বিষয় জানা যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সূচক বা মানদণ্ড পরিবর্তন করা হবে।

৯. মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনার একটি হাতিয়ার। প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আগামী দিনের করণীয় নির্ণয় করতে পারবে। সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান দিতে পারা যাবে। এছাড়া মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্মসূচির ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি বুঝতে সুবিধা হবে। সম্পদের অপচয় রোধে মূল্যায়ন প্রতিবেদন অত্যন্ত কার্যকর উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

১০. নীতিমালা সংশোধন, প্রণয়ন ও প্রয়োগ ঃ নীতিমালা অনুসারে প্রশিকার সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সময়ে সময়ে স্তরভিত্তিক বিদ্যমান নীতিমালাগুলোর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হবে। কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা করার মাধ্যমে সময় উপযোগী করে কাজ পরিচালনা করা হবে।

১১. নিরীক্ষা ঃ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল কর্মসূচির সাংগঠনিক/ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও আর্থিক দিকগুলোর নিয়মিত নিরীক্ষা করা হবে। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ জন্য একটি সার্বিক ও কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা হবে।

৩.১২ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে নানা ধরণের ঝুঁকি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। সেসব ঝুঁকি চিহ্নিত করার মাধ্যমে দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি থাকে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতার মধ্যে সংগঠনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্যতম দিক। উল্লেখ্য, প্রশিকার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করার জন্য একটি পর্যবেক্ষক টিম কাজ করবে।

ঝুঁকির উৎস দুটি। এক. অভ্যন্তরীণ, দুই. বাহ্যিক।

প্রশিকার সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিসমূহ

- কাজের ধরনের সাথে কর্মীর দক্ষতা ও মানসিকতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা;
- আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কৌশল ও দক্ষতা সম্পর্কে কর্মীদের অভিজ্ঞতার ঘাটতি;
- কর্মীদের আত্মপ্রেষণার ঘাটতি এবং কার্যকর সাংগঠনিক সংস্কৃতি/আচরণের ব্যাপারে অসচেতনতা;
- কর্মীদের চাহিদার আলোকে চাপ বৃদ্ধি;

- দলীয় সদস্যদের চাহিদা মাফিক কর্মসূচি চালু করতে বিশেষত কাঙ্খিত পরিমাণে অর্থের যোগান দানে বিলম্ব হওয়া;
- কর্মীদের বয়স বৃদ্ধি। কারণ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজের প্রতি উৎসাহ ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে। পারিবারিক সুখ-শান্তি বিধানের চিন্তা ও শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হলে মানুষের কাজের প্রেষণা ও প্রেরণা কমে যায়;
- সদস্যদের সঞ্চয় তুলে নেওয়ার প্রবণতা এবং সদস্যদের স্থান ত্যাগ ও পেশা বদলানো; ঙ সদস্যদের চাহিদা ও প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের মধ্যে পার্থক্য; এবং ঙ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহ বাড়ার সম্ভাবনা।

সম্ভাব্য বাইরের পরিবেশের ঝুঁকি

- মামলা-হামলার আশঙ্কা
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি/টাকার মান কমে যাওয়া;
- কর্মএলাকায় ঋতুভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটা;
- একই কর্মএলাকায় কর্মরত বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজের প্রতিযোগিতা ; এবং
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাজের সনদ প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটা।

এসব ঝুঁকি সামলানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এজন্য একটি শক্তিশালী ও কার্যকর টিম গঠন করা হবে। উক্ত টিম উপরোক্ত কর্মসূচির সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি

১. আর্থিকসেবা কর্মসূচি

২. প্রশিকা SEED ট্রাস্ট

৩. কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিকা জন্মলগ্ন থেকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, উদ্যোক্তা ঋণসহ অন্যান্য যাবতীয় ঋণ কার্যক্রম ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ কর্মসূচি দরিদ্রদের আর্থিক সংগতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

৪.১ আর্থিক সেবা কর্মসূচি

আর্থিক সেবা দান কর্মসূচি প্রশিকার বহুমাত্রিক উন্নয়ন কৌশলের একটি অংশ। দরিদ্র মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হলে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার কোনো বিকল্প নেই। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরকার আর্থিক নিরাপত্তা। এজন্য প্রশিকা সংগঠিত দলীয়/সমিতি সদস্যদের আর্থিক সমৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে। এ কর্মসূচি তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের উৎস বৃদ্ধির মাধ্যমে বহুমুখী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত ও আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন জনসম্প্রদায় গড়ে তোলা ও প্রশিকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি দিক। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি-মানের উৎপাদনমূলক এন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলা ও এর মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

আর্থিকসেবা কর্মসূচির অন্তর্গত বিষয়সমূহ

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম, অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, প্রশিকা দ্বিগুণ মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় স্কীম এবং প্রশিকা বিশেষ সঞ্চয় স্কীম আর্থিক সেবা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপাদান।

আথির্ক সেবা কমর্সূচি প্রশিকার বতর্মানে চলমান সবর্বহৃৎ কমর্কাণ্ড। এ কমর্সূচির ব্যাপ্তি ও সফলতা বিগত চার বছর যাবত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বতর্মানে এ কমর্সূচির একটি কাঠামো বিদ্যমান আছে। তবে এই কমর্সূচিকে আথির্কভাবে সাশ্রয়ী ও লাভজনক করার জন্য পঞ্চবাষির্ক পরিকল্পনায় ব্যবস্থপনা কাঠামোকে সুনিদির্ষ্টভাবে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হবে। কেননা আগামী পাঁচ বছরে এ কমর্সূচিটি প্রায় তিন-চারগুণ বৃদ্ধি পাবে। এ বৃদ্ধির সাথে দক্ষ ব্যবস্থপনা কাযর্কর করার জন্যে প্রয়োজন মেধাসম্পন্ন কমী র্ও ব্যবস্থপক। সে সাথে ব্যবস্থপক ও কমীর্দের অনপ্যাত বতর্মানে বিদ্যমান আছে ২:৩। এই অনপ্যাত আগামীতে ১:৩-এ নিয়ে আসা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে কমী র্ও ব্যবস্থপকের সংখ্যা পঞ্চবাষির্ক পরিকল্পনায় সুনিদির্ষ্ট হওয়া দরকার। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঋণ কাযর্ক্রমের পরিচালনা ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নিম্নে বাস্তবায়ন কাঠামো নিরূপণ করা হয়েছে।

চিত্র নং-৪

আর্থিক সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাঠামো

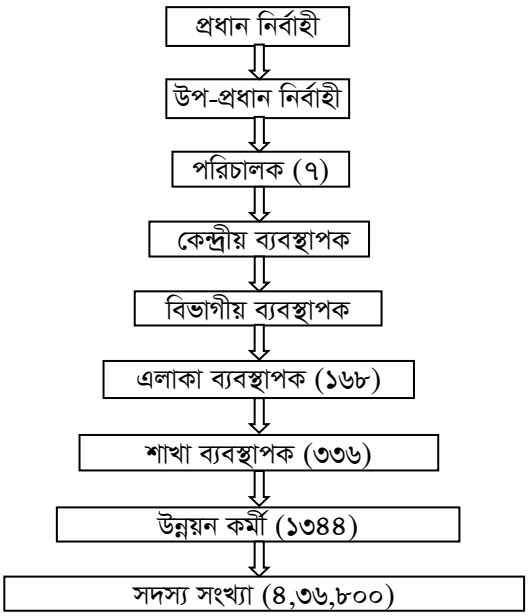

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন সংখ্যাগত তথ্য

ক্র.	বিবরণ	বিদ্যমান (জুন '১৮)	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা				
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	গ্রাম/মহল্লা সংখ্যা	৯,১২৮	১০,৩৩৩	১১,৫৩৮	১২,৭৪৩	১৩,৯৪৮	১৫,১৫৩
২.	ইউনিয়ন সংখ্যা	৮০৩	৯২৬	১,০৪৯	১,১৭২	১,২৯৫	১,৪১৮
৩.	উপজেলা সংখ্যা	১০৮	১১৫	১২২	১২৯	১৩৬	১৪৩
৪.	জেলা সংখ্যা	৩৪	৩৫	৩৬	৩৮	৩৯	৪০
৫.	উন্নয়ন এলাকা সংখ্যা	৭৩	৯৫	১০৫	১৩০	১৫০	১৬৮
৬.	শাখা সংখ্যা	১৫০	১৭৫	২০৮	২৮৩	৩৩৪	৩৩৬
৭.	সমিতির সংখ্যা	১৪,৯৫০	১৫,৯৫০	১৬,৯৫০	১৭,৯৫০	১৮,৯৫০	২০,০০০
৮.	সদস্য সংখ্যা	১,৭৫৩৬৫	১,৯৩,২০০	২,৬৯,৩৬৫	৩,৬৬,৮৬৫	৪,৩২,৩৬৫	৪,৩৬,৮০০
৯.	উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা	৫৬২	৬০০	৮৩২	১,১৩২	১,৩৩৪	১,৩৩৪
১০.	অন্যান্য কর্মী সংখ্যা	৪০৬	৪০৬	৪১৫	৪৩০	৪৫০	৪৭৫
১১.	উন্নয়ন কর্মীভিত্তিক সদস্য সংখ্যা	৩১২	৩২২	৩২৪	৩২৪	৩২৪	৩২৭
১২.	ঋণ স্থিতির পরিমাণ (কোটি)	১৮০.৬১	২৫৮.০৭	৩৬৮.৪৩	৫৩৬.৩৯	৬৬৫.৫৯	৮২৭.৩৩

আর্থিক সেবা কর্মসূচির তহবিলের উৎস

ক) প্রশিকার ঋণ কার্যক্রমের তহবিলের অন্যতম উৎস হলো সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়। বিগত বছরসমূহে প্রশিকার ব্যবস্থাপনার সমস্যার কারণে আহরিত সঞ্চয়ের বিনিয়োগ সঠিকভাবে হয় নাই। সংগৃহীত সঞ্চয় যথাযথ ব্যবহার করে ঋণ কার্যক্রমের পরিধি বিস্তার এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। সে সাথে সদস্যদের আমানতের সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অন্যতম লক্ষ্য। বছরভিত্তিক সঞ্চয় আহরণ এবং ফেরত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নের সারণীতে দেয়া হলো-

সঞ্চয় আদায় ও ফেরত (কোটি টাকায়)

বিবরণ	মোট	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সঞ্চয় আদায়	৫৪৯.৬৬	৯৭.৮২	১০৪.৮১	১০৯.২৭	১১৪.৬৪	১২৩.১২
সঞ্চয় ফেরত	৪০৮.৭৬	৬০.৩৮	৬৯.৪৪	৮০.০৭	৯২.৩৫	১০৬.৫২
পার্থক্য	১৪০.৯০	৩৭.৪৪	৩৫.৩৭	২৯.২০	২২.২৯	১৬.৬০

খ) পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার কারণে ঋণস্থিতি থেকে সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। বিগত তিন বছর যাবৎ এ পার্থক্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ঋণ স্থিতি সমতার পর্যায়ে নিয়ে আসা। নিম্নের সারণীতে পরিকল্পনাটি দেয়া হলো।

ঋণস্থিতি ও সঞ্চয় স্থিতির তুলনামূলক চিত্র

বিবরণ	বর্তমান অবস্থা (জুন ৩০, ২০১৮)	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
ঋণ স্থিতি	১৮০.৬১	২৫৮.০৭	৩৬৮.৪৩	৫৩৬.৩৯	৬৬৫.৫৯	৮২৭.৩৩
সঞ্চয় স্থিতি	১৮৫.৬১	২৪২.৬৩	৩১৩.৪১	৩৮৩.৯১	৪৬৯.৪১	৫২৯.৪১
%	১০৩%	৯৪%	৮৫%	৭২%	৭১%	৬৪%

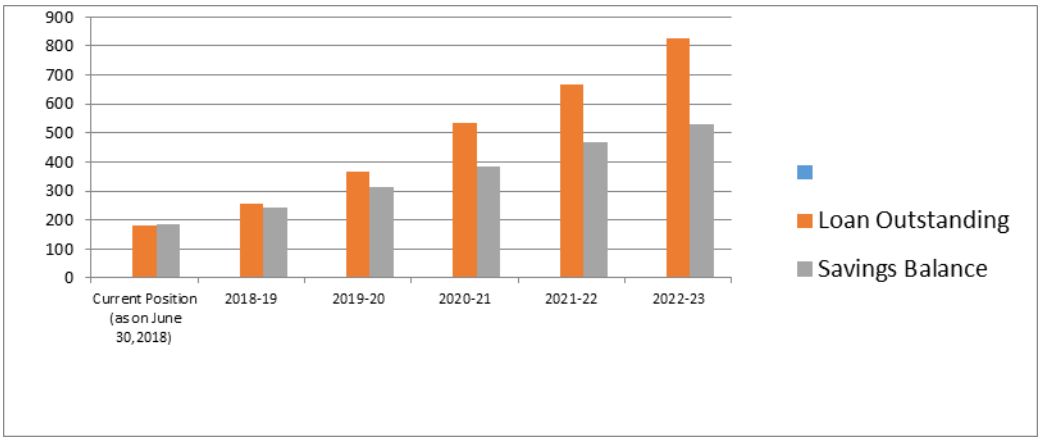

গ) যদিও বর্তমানে শুধুমাত্র সংগঠিত সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে জমাকৃত সঞ্চয়ের অর্থই মূল বিনিয়োগের উৎস হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, তথাপি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সে লক্ষ্যে প্রশিকার স্থাবর সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ অথবা অনুদান সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট তহবিলের উৎস গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হলো-

তহবিলের উৎস (কোটি টাকায়)

বিবরণ	মোট
সঞ্চয় আদায়	৫৪৯.৬৬
ঋণ আদায়	৪,৩১৫.০২
অন্যান্য উৎস	৭৪.১১
পরিচালনাগত আয়	৬০৬.২৫
মোট	**৫,৫৪৫.০৪**

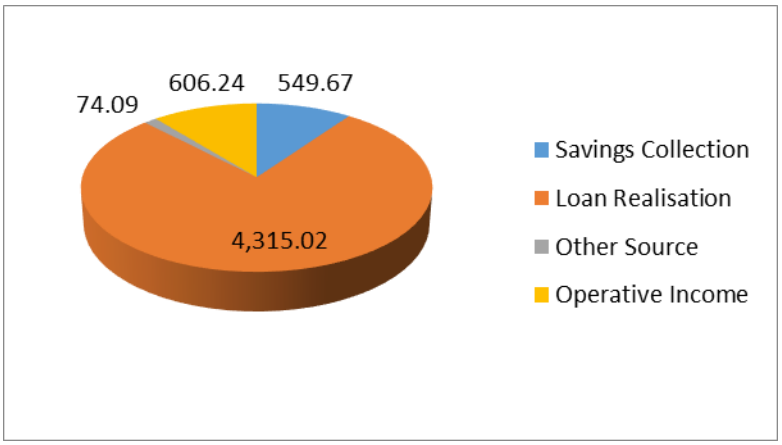

ঘ) প্রশিকার কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হলো ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। এ কর্মসুচিটির আয় দ্বারা সংস্থার সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়। প্রশিকার পরিবর্তিত অবস্থার কারণে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে সার্ভিস চার্জ। সার্ভিস চার্জ আদায় বৃদ্ধির জন্য ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ঋণস্থিতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণীতে বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হলো-

ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা (কোটি টাকায়)

বিবরণ	মোট	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
ঋণ বিতরণ	৪,৫৯০.১৪	৪৪০.১৬	৬২৮.২০	৮৯৫.২৫	১,১৭৭.০৬	১,৪৪৯.৪৭

ঙ) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে প্রশিকাকে একটি আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। সে উদ্দেশ্যে আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

বিবরণ	বর্তমান অবস্থা	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
মোট আয় (কোটি টাকা)	৪৪.৪৫	৫৪.৬৪	৮৪.৩৯	১১৮.৯৫	১৫৫.৬১	১৯২.৬৬
মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	৪৯.৩৪	৫৫.৬২	৭০.৪৫	৯০.৯০	১১৫.০০	১৪৫.০৫
আত্মনির্ভরশীলতা (%)	৯০%	৯৮%	১২০%	১৩১%	১৩৫%	১৩৩%

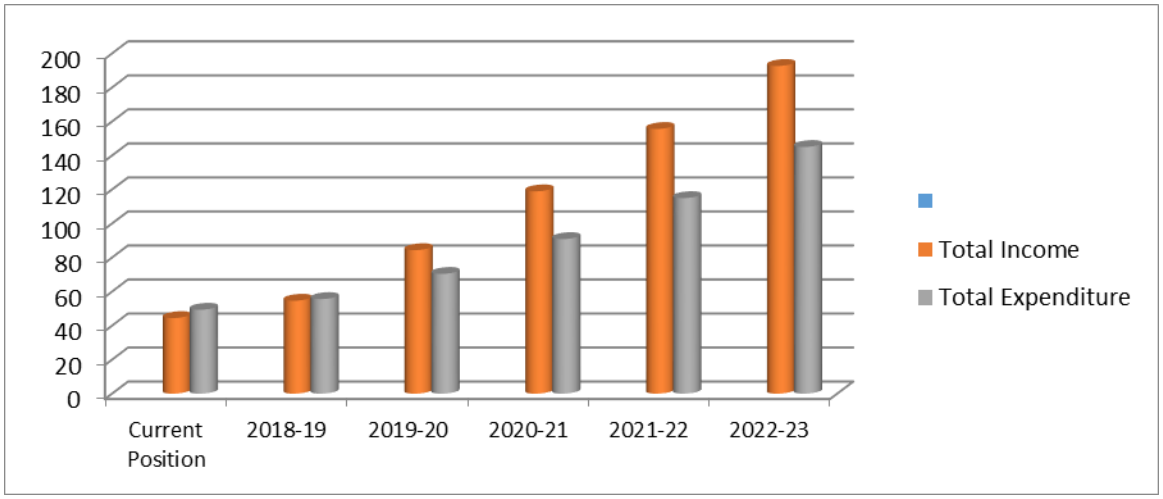

উন্নয়ন কর্মী ও ব্যবস্থাপকের বছরভিত্তিক সংখ্যাগত তথ্য

ক্র.	কর্মীর ধরন	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
১.	উন্নয়ন কর্মী	৬০০	৮৩২	১১৩২	১৩৩৪	১৩৩৪
২.	শাখা ব্যবস্থাপক	১৪৮	২০৮	২৮৩	৩৩৪	৩৩৬
৩.	এলাকা ব্যবস্থাপক	৯৫	১০৫	১৩০	১৫০	১৬৮
৪.	বিভাগীয় ব্যবস্থাপক	৩১	৪১	৪৫	৫০	৬০
৫.	কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক	৩৬	৩০	৩০	২৮	২৮
৬.	পরিচালক	৩	৪	৬	৭	৭
মোট		**৯১৩**	**১২২০**	**১৬২৬**	**১৯০৩**	**১৯৩৩**

আর্থিক সেবা কর্মসূচিতে অর্থলগ্নীর খরচ যত কম হবে এ কর্মসূচির আর্থিক স্থায়ীত্বশীলতা ততই বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যে এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের ঋণ পোর্টফোলিওর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে বিন্যাস্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের চলতি ঋণ পোর্টফোলিওর বিবরণ

ক্র.	বিভিন্ন কর্মীদের স্তর	গড় ঋণের স্থিতি				
		২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
১.	উন্নয়ন কর্মী (কোটি টাকায়)	০.৪৩	০.৪৪	০.৪৭	০.৫০	০.৬২
২.	শাখা ব্যবস্থাপক (কোটি টাকায়)	১.৭৪	১.৭৭	১.৯০	১.৯৯	২.৪৬
৩.	এলাকা ব্যবস্থাপক (কোটি টাকায়)	২.৭২	৩.৫১	৪.১৩	৪.৪৪	৪.৯২
৪.	বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (কোটি টাকায়)	৮.৩২	৮.৯৯	১১.৯২	১৩.৩১	১৩.৭৯
৫.	কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক (কোটি টাকায়)	৭.১৭	১২.২৮	১৭.৮৮	২৩.৭৭	২৯.৫৫
৬.	পরিচালক (কোটি টাকায়)	৮৬.০২	৯২.১১	৮৯.৪০	৯৫.০৮	১১৮.১৯
মোট		**১০৬.৪**	**১১৯.১**	**১২৫.৭**	**১৩৯.০৯**	**১৬৯.৫৩**

৪.২ প্রশিকা SEED ট্রাস্ট

প্রশিকার সূচনালগ্ন থেকেই দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে বহুমুখী ও সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করে আসছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শ্রেণির উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এদের সহযোগিতা করার জন্য ব্যাংক ছাড়া তেমন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়াও জটিল প্রক্রিয়া বিদ্যমান। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তাসহ ব্যবস্থাপনা, কারিগরি ও বিপণনগত সহযোগিতা এবং প্রয়োজনানুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির চিন্তা ভাবনা করা হয়। এ ধারবাহিকতায় ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে পরীক্ষামূলক (Pilot) কর্মসূচি হিসেবে প্রশিকা SEED কর্মসূচি শুধুমাত্র ঢাকায় শুরু করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, উদ্যোক্তা তৈরির বা সম্প্রসারণের জন্য সহজ শর্তে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করা, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ, বিপণন সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দক্ষ ক্ষুদ্রশিল্প উদ্যোক্তার বিকাশ ঘটানো। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য SEED কর্মসূচিকে ১৯৯৯ সনের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রশিকার নিয়মিত কর্মসূচি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনাতে সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সনে প্রশিকা SEED কর্মসূচিকে প্রশিকা SEED ট্রাস্টে রূপান্তিত করা হয় এবং নারায়নগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও যশোরে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়।

উদ্দেশ্য

- উদ্যোক্তাদের ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য সহজ শর্তে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করা;
- ঋণ গ্রহীতাদের ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বিপণন সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং
- দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তার বিকাশ ঘটানো।

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রশিকা SEED ট্রাস্ট-এর কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় আর্থিক সহায়তার জন্য ৪টি বিশেষ সঞ্চয় স্কীমের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে Portfolio বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত ও লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলগত দিকসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- ৪টি বিশেষ সঞ্চয় স্কীমের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে ১৫ কোটি ৬৭ হাজার ৫ শত ৭৫ টাকা সংগ্রহ করা হবে। যার ফলে সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা ৯৪১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ বছর পরে ৪৫১১ জন হবে।
- ৪৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণী উদ্যোক্তার সংখ্যা ৪৯০ জন থেকে আগামী ৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২০ জন হবে।
- আয়ের হার শতকরা ২৪-এ উন্নীত করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। যার মাধ্যমে আয় ও ব্যয়ের পরিকল্পনা ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১২ কোটি ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ১০ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা।

- বর্তমান ৬টি অফিস থেকে সম্প্রসারণ করে ৯টিতে উন্নীত করা হবে। যেহেতু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৯ জন এরিয়া ম্যানেজারের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে সেহেতু উক্ত এরিয়া ম্যানেজারদের কাজ করার জন্য পুরাতন অফিসের পাশাপাশি নতুন ৩টি অফিসের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে।
- প্রোগ্রাম অফিসারের সংখ্যা ১০ জন থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ জনে উন্নীত করা হবে। যাদের মাধ্যমে কর্মসূচিকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গড়ে প্রত্যেক কর্মী ৯০ জন উদ্যোক্তার সাথে ৮২ লক্ষ টাকা চড়ৎঃভড়ষরড় নিয়ে কাজ করবে।

বাস্তবায়ন কাঠামো

প্রশিকা SEED ট্রাস্ট-এর ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি বর্তমানে প্রধান কর্মসূচি। এ কর্মসূচির ব্যাপ্তি ও সফলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এ কর্মসূচির একটি কাঠামো আছে। তবে এ কর্মসূচিকে আর্থিকভাবে আরো সাশ্রয়ী ও লাভজনক করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে সুনির্দিষ্টভাবে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন। কেননা আগামী পাঁচ বছরে এ কর্মসূচির কার্যক্রম প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এজন্য প্রয়োজন হবে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক। বর্তমানে ব্যবস্থাপক ও কর্মীর অনুপাত ১ ঃ ১। এই অনুপাত আগামী ৫ বছর পরে ১ ঃ ৩ হবে। কর্মসূচির সাফল্য নির্ভর কর এলাকা সম্প্রসারণ, কর্মীর সংখ্যা, চলমান মোট উদ্যোক্তা বৃদ্ধির উপর। কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাঠামোটি নিম্নরূপ-

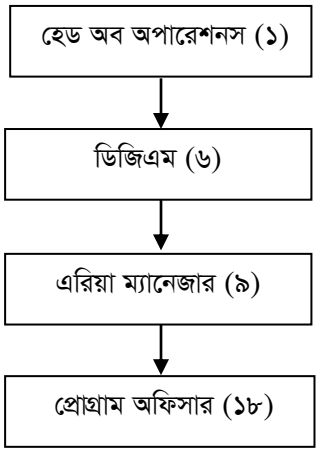

এলাকা সম্প্রসারণ, কর্মী ও কর্মসূচির বিভিন্ন দিকের সংখ্যাগত পরিকল্পনা ছক

ক্র. নং	বিবরণ	বিদ্যমান (জুন '১৮)	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা				
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	জেলার সংখ্যা	৫	৫	৫	৫	৫	৫
২.	এরিয়া অফিস	৬	৬	৬	৮	৯	৯
৩.	উদ্যোক্তার সংখ্যা	৪৯০	৫০৩	৬৯৪	৯৫০	১২৩২	১৬২০
৪.	সঞ্চয় জমাদানকারীর সংখ্যা	৯৪১	১,২৫১	১,৯১৫	২,৫৯৯	৩,৪০৩	৪,৫১১
৫.	প্রোগ্রাম অফিসার	১০	১০	১০	১২	১৫	১৮
৫.	অন্যান্য কর্মী	১৯	১৯	১৯	২১	২৪	২৫
৬.	চলতি ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	২.৭৯	৪.১৬	৬.৫৮	৮.৯২	১১.৭৩	১৪.৭৭
৭.	বকেয়া ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১.৫৬	১.১৪	০.৬৪	০.৫১	০.৪৪	০.৩৭
৮.	মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	৪.৩৫	৫.৩০	৭.২৩	৯.৪৩	১২.১৬	১৫.১৪

তহবিলের উৎস

এ কর্মসূচি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। যদিও শুধুমাত্র সদস্যদের কাছ থেকে জমাকৃত সঞ্চয়ের অর্থ বিনিয়োগের মূল উৎস হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সঞ্চয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা

ক্র. নং	বিবরণ	বিদ্যমান (জুন '১৮)	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা				
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	SEED ট্রাস্ট সঞ্চয় স্কীম (কোটি টাকায়)	১.৭৯	২.৬৯	৩.৫৩	৪.৪৯	৫.৪৫	৬.৪৫
২.	অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম (ESSP) (কোটি টাকায়)	০.০৬৫	০.৩৭	১.০৯	১.৯৩	২.৮৯	৩.৮৭
৩.	বিশেষ সঞ্চয় স্কীম (কোটি টাকায়)	০.০৬৫	০.৮৭	১.৭১	২.৭৯	৩.৯৯	৫.৩৭
	মোট (কোটি)	**১.৯২**	**৩.৯৩**	**৬.৩৩**	**৯.২১**	**১২.৩৩**	**১৫.৬৯**

নিম্নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

ক্র. নং	পদ	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
১.	প্রোগ্রাম অফিসার	১০	১০	১২	১৫	১৮
২.	এরিয়া ম্যানেজার	৫	৫	৭	৮	৯
৩.	ডেপুটি চিফ একাউন্টস অফিসার	১	১	১	১	১
৪.	ডিজিএম	৬	৬	৬	৬	৬

কার্যক্রমে পরিচালনা ব্যয় যত কম হবে ততই কর্মসূচির আর্থিক স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের ঋণ পোর্টফোলিওর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে বিন্যাস্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন পদের কর্মীদের গড় ঋণের পরিমাণ

ক্র. নং	পদ	গড় ঋণের স্থিতি (কোটি টাকায়)				
		২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
১.	প্রোগ্রাম অফিসার	০.৪২	০.৬৬	০.৭৪	০.৭৮	০.৮২
২.	এরিয়া ম্যানেজার	০.৮৩	১.৩২	১.২৭	১.৪৭	১.৮৫
৩.	ডিজিএম	০.৬৯	১.১০	১.৪৯	১.৯৫	২.৪৬
	মোট	**১.৫২**	**৩.০৮**	**৩.৫**	**৪.২**	**৫.১৩**

৪.৩ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা

আর্থিক সেবা কর্মসূচি

ক্রম	কর্মীর ধরন	বিদ্যমান (জুন ২০১৭)	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)					মোট
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১	উন্নয়ন কর্মী	৬৩৭	৫৮১	২৫১	৩০০	২০২	০	১৩৩৪
২	অন্যান্য কর্মী	২৭৭	২৫৯	০	০	০	০	২৫৯
৩	শাখা ব্যবস্থাপক	১৩৫	১১৬	৯২	৭৫	৫১	২	৩৩৬
৪	এলাকা ব্যবস্থাপক	১০৭	৮৯	১৬	১৩	৫০	০	১৬৮
৫	বিভাগীয় ব্যবস্থাপক	২৭	৪	১০	৪	৫	১০	৬০
৬	কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক	৩৭	৩২	০	০	০	৪	২৮
৭	পরিচালক	৩	৩	১	২	১	০	৭

*** ৪ জন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকের অন্য কোনো দায়িত্বে পদায়ন করা হবে।**

সীড ট্রাস্ট কর্মসূচি

ক্রম	কর্মীর ধরন	বিদ্যমান (জুন ২০১৭)	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)					মোট
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১	প্রোগ্রাম অফিসার	১০	১০	২	২	৩	১	১৮
২	এরিয়া ম্যানেজার	৫	৫	২	০	০	২	৯
৩	ডিপুটি চিফ একাউন্টস অফিসার	১	১	০	০	০	০	১
৪	ডিজিএম	৬	৬	০	০	০	০	৬

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

১. মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

২. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

৩. নারী সমাজ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

৪. মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

৫. প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন

৬. সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন

৭. জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা

৮. ত্রাণ, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৯. গণসংস্কৃতি

১০. আইনি সহায়তা

১১. সর্বজনীন শিক্ষা

১২. স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ

১৩. কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন

৫. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিকার উন্নয়ন মডেলের অন্যতম দিক হচ্ছে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন–এ দুই বিষয়ে কাজ করা। এ দু'বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো কর্মসূচি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। সমন্বিত উন্নয়ন ব্যতিত সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। মানুষ আর্থিকভাবে অগ্রগতি অর্জন করলেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারী পুরুষের সমতা, সাংবিধানিক ও মানবাধিকারসহ সামাজিক ও মানবিক গুণাবলী সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে এমন ধারণা সঠিক নয়। জীবন সম্পর্কে সচেতনতা, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি, সাংগঠনিক নেতৃত্ব এবং নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি অসংখ্য সামাজিক ইস্যুকে এ্যাড্রেস করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রশিকা বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং এ বারের পরিকল্পনাতেও এর উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক নতুন কর্মসূচি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। তবে তা করা হয়েছে প্রশিকার সাংগঠনিক পরিবেশ-পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

৫.১ মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

দরিদ্র মানুষ সমাজে ক্ষমতাহীন ও মর্যাদাহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করে। জীবন ও জীবিকার জন্য তাদের সম্পদশালীদের উপর নির্ভর করতে হয়। একইভাবে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নির্ভরশীল। এটি একটি নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া। এর ফলে দেশের দরিদ্র নারী-পুরুষ মানবেতর জীবন যাপন করে।

মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ হচ্ছে সচেতনতা তৈরি ও প্রচেতনীকরণের সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া। মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে পরোক্ষভাবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন হ্রাস, নারীর মবিলিটি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পদে দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পায়।

উদ্দেশ্য

- উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ও প্রসঙ্গের আলোচনা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা;
- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানে দরিদ্রদের অভিগম্যতা সৃষ্টি করা;
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যার স্বরূপ ব্যাখ্যার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- নিজেদের সমস্যা সমাধানের কার্যকর উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন এবং সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং
- প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে জীবনমূখী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ করে তোলা।

অর্জন

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২ কোটি ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার প্রশিক্ষণার্থীর (একজন সদস্য একাধিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে) জন্য ১২ লক্ষ ৪৫ হাজার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে। এক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থী গড়ে ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রথমতঃ আবাসিক প্রশিক্ষণ। আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয়ভাবে ও উন্নয়ন এলাকাভিত্তিক তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীদের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয়ভাবে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। দলীয় সদস্যের জন্য আয়োজিত আবাসিক প্রশিক্ষণ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ থেকে ৩ দিন এবং উভয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হবে গড়ে ২৫-৩০ জন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮ - ২০২৩)

প্রশিকা প্রতিষ্ঠার পর এটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। প্রথমটির মেয়াদ ছিল ১৯৯৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে শেষ পর্যন্ত পুরো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ ১৪ বছর পর প্রশিকা দ্বিতীয় বার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করছে।

এটি প্রশিকার সক্ষমতার প্রকাশ। মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণও সে উদ্যোগ বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রশিকার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার ও অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মী ও দলীয় সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রমিক	কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	৩	২৫
২.	মৌলিক হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৫	২৫
৩.	প্রশিকা ওরিয়েন্টেশন, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	৪	২৫
৪.	ফলাফলভিত্তিক মনিটরিং	৩	২৫
৫.	আচরণ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা	৪	২৫
৬.	ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন	৩	২৫
৭.	নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়ন	৩	২৫
৮.	টিম বিল্ডিং অ্যাপ্রোচ	২/৩	২৫
৯.	কার্যকর যোগাযোগ	২/৩	২৫
১০.	স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণ কৌশল	৩	২৫
১১.	নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	৩	২৫
১২.	সময় ব্যবস্থাপনা	২	২৫
১৩.	স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট	২	২৫
১৪.	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইনি সহায়তা	৩	২৫
১৫.	মৌলিক কম্পিউটার লিটারেসি এবং সফ্টওয়ার ম্যানেজমেন্ট	৫	২৫

দলীয় সদস্যদের জন্য ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণের ধরন (অনানুষ্ঠানিক)

ক্র.	কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	দল গঠন	২	১৫/২০
২.	নেতৃত্ব উন্নয়ন	২	১৫/২০
৩.	আইনি সহায়তা লাভে সহায়তা প্রদান	২	১৫/২০
৪.	মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	২	১৫/২০
৫.	কিশোর-কিশোরীদের যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	২	১৫/২০
৬.	দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল	২	১৫/২০
৭.	কার্যকরী যোগাযোগ	২	১৫/২০
৮.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২	১৫/২০
৯.	নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি	২	১৫/২০
১১.	নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি	২	১৫/২০
১২.	যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা	২	১৫/২০
১৩.	বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	২	১৫/২০

নোট ঃ প্রতিটি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২দিন। মেয়াদ প্রতিদিন ২/৩ ঘন্টা।

অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের জন্য কোর্স ডিজাইন ও প্রশিক্ষণ

বিগত বছরগুলোত প্রশিকার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের চাহিদা কম থাকায় এ বিভাগের আয় বাড়ানোর জন্য ২০০৪ থেকে মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিভাগ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ সেবা বিপণনের কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ সেবা বিপণন কার্যক্রমটিও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি কৌশল। বাইরের উন্নয়ন সংস্থার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স তৈরি ও আয়োজন করা হবে। এজন্য একটি সার্বিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পাশাপাশি কার্যকর বিপণন কৌশল গ্রহণ করা হবে।

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লক্ষ্যমাত্রা

ক্র.	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা					মোট
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১.	মানবিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯	৩০	৪৫	৫৫	৬৫	২১৪
২.	তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯	১৫	০৫	০৫	০০	৪৪
৩.	নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি/ভাড়া নেয়া (অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে)	০	০১	০	০১	০১	০৩
৪.	পুরনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুবিধা বাড়ানো (অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে)	০	০১	০	০	০	০১
৬.	প্রশিক্ষণ উপকরণ (হ্যান্ডআউট ও ম্যানুয়েল) তৈরি	১৬	১৮	১৫	১২	২০	৮১
৭.	যুগোপযোগী নতুন কোর্স ডিজাইন	০০	০৪	০৩	০৪	০৫	১৬

এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ উপকরণ (মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি) প্রয়োজন হবে।

৫.২ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিকা জন্মলগ্ন থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। আর স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের অপরিহার্য হচ্ছে জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। দক্ষতা বিষয়ক জ্ঞান ছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা অসম্ভব। যার প্রেক্ষিতে প্রশিকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে আসছে।
দরিদ্র শ্রেণির নিজেদের নেতৃত্বের বিকাশ, বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সামর্থ বিকাশে দক্ষতা উন্নয়ন আবশ্যক।

উদ্দেশ্য

- দরিদ্র শ্রেণীর নিজেদের মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হবে;
- স্থানীয় অব্যবহৃত সম্পদ সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা নিজেদের উন্নয়নে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে; এবং
- প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দ্বারা চাহিদামত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আত্মনীর্ভরশীলতা অর্জনে সক্ষম হবে।

অর্জন

দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের আয় বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তাদের পুঁজি ব্যবহারে দক্ষতারও প্রয়োজন হয়। যার প্রেক্ষিতে প্রশিকা পরিবেশসম্মত অর্গানিক কৃষি, হাঁস-মুরগী পালন, গবাদীপশু পালন, মৎস চাষ, মৌমাছি চাষ, সেচ মেশিন চালানো, মেকানিক্স ট্রেনিং, পাওয়ার টিলার, নার্সারি, বনায়ন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন উৎপাদন, ধাত্রীমাতা প্রশিক্ষণ, প্যারাভেট ভ্যাকসিনেটর ইত্যাদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে।

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫১ হাজার ২শত ১৮টি ''দক্ষতা–বিষয়ক'' প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে এবং এগুলোতে মোট ১২ লক্ষ ২০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)

ক্রঃ নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা					মোট
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১.	কম্পিউটার	০	২	২	২	২	৮
২.	টেইলারিং ও এমব্রয়ডারি	০	২	২	২	২	৮
৩.	ক্যারিকুলাম ডিজাইনিং	০	০	২	২	২	৬

বাজেট

ক্রঃ নং	বিবরণ	অর্থ-বৎসর	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মোট টাকা	মন্তব্য
১	ক্যারিকুলাম তৈরি	২০১৯-২০২০	০	০	০	
২	৪ জন ইন্সট্রাকটর/প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ করানো বাবদ	২০১৯-২০২০	৪ জন	২৫,০০০	১,০০,০০০	অন্য প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং করানো হবে
৩	১ জন মৌ-চাষ কর্মীর প্রশিক্ষণ বাবদ	২০১৯-২০২০	১ জন	১০০০০	১০,০০০	
৪	উপকরণ বাবদ খরচ	২০১৯-২০২০	০	০	২৫,০০০	
৫	অন্যান্য	২০১৯-২০২০	০	০	১০,০০০	
মোট					**১,৫৫,০০০**	

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

ক) **কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ :** প্রশিকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল নির্দিষ্ট মডিউল অনুযায়ী হবে। যা কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করা হবে।

খ) **দলীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ :** দলীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ দুটি প্রক্রিয়ায় আয়োজিত হবে।

(১) তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রভিত্তিক (২) গ্রামভিত্তিক। উভয় প্রশিক্ষণই নির্দিষ্ট মডিউল অনুযায়ী হবে। যা আয়োজিত হবে তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং রিসোর্স সেন্টার বা দলীয় সদস্যদের বাড়িতে।

গ) **বাস্তবায়ন তদারকি :** প্রশিক্ষণ শেষে মাঠ পর্যায়ে এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদারকি ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা থাকবে।

ঘ) **মূল্যায়ন :** প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

বর্তমানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট কর্মী বিদ্যমান নাই। তবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে দক্ষতা বিষয়ক ১৩ জন কর্মী কর্মরত আছে। যেমন- হাউজিংয়ে ২ জন, কৃষি ও কৃষি ইঞ্জিনিয়ার ৮ জন, সেরিকালচার ১ জন, মৎস চাষ কর্মসূচিতে ২ জন কর্মরত আছেন। এ সকল কর্মীদের সমন্বয়ে একটি "প্রশিক্ষক টিম'' গঠন করে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যাবে।

এছাড়াও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ বিপণন করে আয়মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার লক্ষ্যে কিছু "কারিগরী দক্ষতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। যা অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইলেকট্রিক্যাল-ইলেকট্রনিক্স, ফ্রিজ, মোবাইল সার্ভিসিং, টেইলারিং- এমব্রয়ডারি-এসব প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য "বিষয়ভিত্তিক ইন্সট্রাক্টর" প্রশিক্ষক নিয়োগ বা সংগ্রহ করতে হবে।

৫.৩ নারী সমাজ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

"নারী পরিবার, সমাজ, জাতি তথা সর্বস্তরের অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ"। নারীর অংশগ্রহণ ব্যতীত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়। জেন্ডার সমতার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ধারা গতিশীল রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি এনজিও-র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রশিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশিকা শুরু থেকেই নারী ও পুরুষের সমউন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। নারীর কর্মশক্তিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে অগ্রগতি সাধন করা প্রশিকার উন্নয়ন আদর্শ।

উদ্দেশ্য

১. গতানুগতিক গৃহস্থালী অর্থনীতিভিত্তিক প্রকল্পের পরিবর্তে বড়/মাঝারি মূলধনের উৎপাদনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে নারীদের দক্ষ করে তোলা;

২. দেশে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা;

৩. মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা ও সেসব অধিকার অর্জন এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধ সহায়ক সচেতনতা গড়ে তোলা;

৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ও নারী উন্নয়নমূলক সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা; এবং

৫. বিভিন্ন নারী নির্যাতনমূলক ঘটনার সুরাহার জন্য রেফারেল সিস্টেম ব্যবহার করা।

অর্জিত সাফল্য

প্রশিকা নারী উন্নয়নের ব্যাপারে একটি সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ এবং উন্নয়নের সমান সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশিকা সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রশিকা নারীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি বৃহত্তর সংগঠনের নেতৃত্ব স্তরে নারীদের অবস্থান, নেতৃত্বের সক্ষমতা গড়ে তোলা, নারীর উন্নত অবস্থা ও মজবুত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা বিকাশের জন্য জন্য *'নারী সমাজ ও উন্নয়ন'* বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং **'ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিসেক্টরাল উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'** এ শিরোনামে দেশজুড়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। প্রশিকার ব্যবস্থাপনা স্তরে নারী ব্যবস্থাপক বিকাশের লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তাদেরকে উচ্চতর ব্যবস্থাপক পদে পদায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

কার্যক্রম

ক) উন্নয়ন এলাকার কর্মীদের জন্য এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

খ) কেন্দ্রীয় ও উন্নয়ন এলাকার কর্মীদের জন্য নারী সমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর উপর প্রতিমাসে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা;

গ) উন্নয়ন এলাকায় নারী ও কিশোর-কিশোরীদের উপর নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা;

ঘ) জেলা-উপজেলার সরকারি আইনি সহায়তা বিষয়ক কমিটির মাধ্যমে নির্যাতিতদের আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

ঙ) নারী স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা যেমন- যৌন স্বাস্থ্য এবং বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে আলোচনা করা ;

চ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা আয়োজন করা ;

ছ) জাতীয়ভাবে প্রণীত নারী সম্পর্কিত যাবতীয় আইন সম্পর্কে আলোচনা সভা কর্মশালার আয়োজন করা ;

জ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা; এবং

ঝ) সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করা।

ব্যবস্থাপনা কৌশল

১. এ কর্মসূচি কেন্দ্রীয় অফিস (ঢাকা) থেকে একজন সমন্বয়কারী ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করবে;

২. প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রশিকার যেসব উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করা হবে সেখানকার কর্মরত একজন নারী কর্মীকে এ কর্মসূচির দায়িত্ব দেওয়া হবে; এবং

৩. মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন এলাকার ব্যবস্থাপকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগসহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করা।

পরিকল্পনা

ক্র.	কর্মসূচির নাম	অর্থ বছর				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	কর্মীদের প্রশিক্ষণ :	----	৩০	৬০	৭৫	১০০
	ক) নারী সমাজ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন	----	৩০	৬০	৭৫	১০০
	খ) নারী অধিকার ও নারী সংশ্লিষ্ট আইন সচেতন করা	----	৩০	৬০	৭৫	১০০
	গ) নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা	----	৩০	৬০	৭৫	১০০
২.	নারী উন্নয়ন বিষয়ক (নারী অধিকার, নারী সংশ্লিষ্ট আইন, নারী-উন্নয়নের সফল দিকসমূহ, নারী স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকাল, নারী নির্যাতন ইত্যাদি) মাসিক সভা	----	৫০	৭০	১০০	১০০
৩.	সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং করা	৩টি	৬টি	৮টি	১০টি	১০টি

৫.৪ মাদকাসক্তি প্রতিরোধ কর্মসূচি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারা পৃথিবীতে মাদকের প্রতি আসক্তি বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে বিপজ্জনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে জীবন বিধ্বংসী এ উপাদানটি সর্বত্র থাবা বিস্তার করেছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উৎস মতে, বর্তমানে শতকরা ১০ জন অনাবাসিক রোগী (আউট পেশেন্ট) মাদকাসক্তিজনিত জটিলতা নিয়ে দেশের হাসপাতালে আসছে। তারা সবাই হিরোইন, মারিজুয়ানা ও ফেনসিডিল সেবনকারী। মাদক সেবনের প্রবণতা যুবক ও কিশোর (১৫-৩০ বছর) ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশি। সমাজের প্রায় সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ মাদক সেবন করছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন করা;
- সমাজকে মাদক সেবন মুক্ত করে সুস্থ ও সচেতন যুবসমাজ গড়ে তোলা; এবং
- মাদকাসক্তদের পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক ক্ষতি রোধ পূর্বক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

- এলাকা চিহ্নিতকরণ ও এলাকার মাদকাসক্তদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা;
- আগে কোন এলাকায় কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার একটি চেকলিস্ট তৈরি ও সে অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তিতে কাজ করা;
- প্রশিকার এলাকা ব্যবস্থাপনার সার্বিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করা;
- মাদকাসক্তদের মাতাপিতা, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে প্রশিকার এ কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা;
- বিশেষ বিশেষ এলাকায় নাগরিক সমাবেশের আয়োজন করা;
- প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করা;
- মাদকাসক্তদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা;
- এলাকায় গণসচেতনতামূলক গণসাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং
- সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজনের জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ করা এবং মাদক প্রতিরোধ দিবস পালন করা।

পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)

কার্যক্রম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	মোট
উঠোন বৈঠক	২৩	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	১৫৯
গ্রাম/মহল্লা ও স্কুল-কলেজে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশ ও আলোচনা সভা	১২	১৬	১৬	১৬	১৬	৭৬
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা ও সভা	০১	০২	০২	০২	০২	০৯
ভিডিও প্রদর্শন ও আলোচনা	০১	০২	০২	০৫	০৭	১৭
গণসংস্কৃতি কার্যক্রম	০১	০২	০২	০৩	০৩	১১
কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাদকবিরোধী সেমিনার	০	০১	০১	০১	০১	০৪

দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য এ কর্মসূচি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এ কর্মসূচির বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রশিকার এ কর্মসূচি সম্পর্কে দেশে প্রচার লাভ করেছে। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ও কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস চালানো হবে।

৫.৫ প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৭৬৫ কোটি মানুষ রয়েছে যার মধ্যে ১৫% জনগণই প্রতিবন্ধি (তথ্যসূত্র: ডব্লিওএইচও)। বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ১০% মানুষ প্রতিবন্ধি। বেশিরভাগ প্রতিবন্ধি মানুষের প্রায় স্বাভাবিক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করার মত সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতিবাচক মনোভাব, অবজ্ঞা, যথাযথ উদ্যোগের অভাব এবং প্রবেশগম্যতার সীমাবদ্ধতার কারণে তারা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে কার্যকরী অবদান রাখতে পারছে না। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক পরিবেশ পেলে প্রতিবন্ধি মানুষও নিজেদের সক্ষমতার প্রকাশ ঘটতে এবং সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

উদ্দেশ্য

১. সমাজ ও পরিবারে প্রতিবন্ধিদের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি;
২. প্রতিবন্ধিদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা;
৩. প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; এবং
৪. প্রতিবন্ধিদের চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করা।

অর্জন

ক্র.	বিবরণ	অর্জন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রায় সকল কর্মীর ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিরূপণ	১০০ জন	
২.	মাঠ পর্যায়ে : ধামরাই সদর ও ধামরাই বেলিশ্বর, সাটুরিয়া উন্নয়ন এলাকার কর্মীদের ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিরূপণ	৪৫ জন	
৩.	ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চিহ্নিতদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ক্লিনিক / হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।	২২ জন	
৪.	স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত (ডায়াবেটিস, রক্তচাপ ও অন্যান্য) কাউসিলিং	৩০ জন	
৫.	যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব প্রতিবন্ধি দিবস ২০১৮ (কেন্দ্রীয় অফিস ও চট্টগ্রাম)	০২টি	
৬.	রেফারাল নেটওয়ার্কিং	১টি	সিডিডি, সাভার
৭.	চিকিৎসার জন্য প্রতিবন্ধিদের রেফার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	০২ জন	সিডিডি, সাভার

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ক্র.	বিবরণ	বিদ্যমান	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা					
			১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ	মোট
১.	প্রতিবন্ধি বিষয়ে এলাকাভিত্তিক সচেতনতামূলক সেমিনার	--	২টি	২টি	২টি	২টি	২টি	১০টি
২.	ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার স্ক্রিনিং কর্মসূচি (কম্যুনিটি লেভেলে/দলীয় সদস্যদের জন্য)	--	২টি	২টি	২টি	২টি	২টি	১০টি
৩.	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক দিবস পালন (মাঠ পর্যায়ে)	--	২টি	১০টি	২০টি	৩০টি	৪০টি	১০২টি
৪.	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক দিবসপালন (কেন্দ্রীয়ভাবে)	--	--	১টি	১টি	১টি	১টি	৪টি
৫.	স্কুলে প্রতিবন্ধি শিশুদের ভর্তি করা / শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিদের সহায়তা	--	--	৪জন	৮ জন	১২জন	২৬জন	৫০জন
৬.	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং	--	২টি	২টি	২টি	২টি	২টি	১০টি
৭.	চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিদের সহায়তা (ঠোঁটকাটা, তালু কাটা clubfoot ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী)	--	--	৪জন	৬জন	৬জন	৮জন	২৪জন
৮.	প্রতিবন্ধিদের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রদান (হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, সাদাছড়ি, হেয়ারিং এইড অন্যান্য)	--	--	৫টি	৬টি	৭টি	৭টি	২৫টি
৯.	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতামূলক উপকরণ সংগ্রহ ও প্রদান (পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, বই ইত্যাদি)	--	১টি	৫টি	৫টি	১০টি	১০টি	৩১টি
১০.	জরিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধি শনাক্তকরণ (উন্নয়ন এলাকায়)	--	--	--	৫টি	১০টি	১০টি	২৫টি
১১.	মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	--	--	--	--	৫জন	১০জন	১৫জন

বাজেট

ক্র.	বছর	বিবরণ	টাকা
১.	২০১৮-১৯	উপকরণ ক্রয়, দিবস পালন, প্রশাসনিক খরচ ও অন্যান্য	২০,০০০/-
২.	২০১৯-২০	উপকরণ ক্রয়, দিবস পালন, প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, সহায়ক উপকরণ ক্রয়, প্রশাসনিক খরচ ও অন্যান্য	৫০,০০০/-
৩.	২০২০-২১	দিবস পালন, উপকরণ ক্রয়, প্রতিবন্ধিদের চিকিৎসা ও সহায়ক উপকরণ, প্রশাসনিক খরচ ও অন্যান্য	১,০০,০০০/-
৪.	২০২১-২২	দিবস পালন, উপকরণ ক্রয়, যাতায়াত ভাতা, প্রতিবন্ধিদের চিকিৎসা ও সহায়ক উপকরণ ক্রয়, প্রশাসনিক খরচ ও অন্যান্য	১,০০,০০০/-
৫.	২০২২-২৩	উপকরণ ক্রয়, দিবস পালন, প্রতিবন্ধিদের চিকিৎসা ও সহায়ক উপকরণ প্রদান, প্রশাসনিক খরচ ও অন্যান্য	১,০০,০০০/-
মোট : তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র			**৩,৭০,০০০/-**

৫.৬ সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বনায়নের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর জ্বালানী কাঠ ও চাষযোগ্য জমির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন চলছে। এর ফলে বাংলাদেশে বনজ সম্পদের ঘাটতি দিনদিন বেড়েই চলছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আরো বেশি বৃক্ষরোপন অর্থাৎ বনায়নের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রশিকা তার জন্মলগ্ন থেকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

উদ্দেশ্য

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, জ্বালানী, আসবাবপত্র, পশুখাদ্যের ও মূলধনের চাহিদা পূরণ;
- মরুময়তা রোধ, বনাঞ্চল রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং
- সম্পদে অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

এ কর্মসূচির অর্জন

সারিবদ্ধ বনায়ন, ব্লক বনায়ন ও বসতবাড়ীতে বাগান সৃজনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে এ পর্যন্ত প্রায় ৯০ মিলিয়ন বনজ ও ফলজ চারা রোপন করা হয়েছে। এই সমস্ত গাছ বিক্রয়ের উপযুক্ত হওয়ায় ইতিমধ্যে তা বিক্রি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে এবং জীবন মান উন্নয়নে ব্যবহার করতে পেরেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকার গাছ বিক্রি হয়েছে। সেখান থেকে উপকারভোগীরা ৫,৩৫,২০০ (পাঁচ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক (২০১৮-২০২৩) পরিকল্পনা

ক্র	কাজের বিবরণ		অর্থবছর					মোট
			১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	
১.	গাছ বিক্রি ও অংশ বন্টন	গাছের সংখ্যা	৭৫০০	৭৫০০	৭৩৮২	০	০	২২,৩৮২
		প্রশিকার অংশ (কোটি টাকায়)	১.০৫	১.০৫	০	০	০	২.১০
২.	রাস্তার ধার ও ব্লক বনায়ন	রাস্তা (দৈর্ঘ্য-কিমি)	০	১০	১০	১০	২০	৫০
		চারার সংখ্যা	০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	২০,০০০	৫০,০০০
৩.	প্রতিষ্ঠান বনায়ন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০	৫	১০	১৫	২০	৫০
		চারা রোপন	০	১,০০০	২,০০০	৩,০০০	৪,০০০	১০,০০০
৪.	বসতবাড়ি বাগান	বসতবাড়ি (সংখ্যা)	০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	১৫০০
		চারা রোপন (সংখ্যা)	০	১০,০০০	১৫,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	৭৫,০০০
৫.	সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	আনুষ্ঠানিক (সংখ্যা)	০	১	১	১	১	৪
		অনানুষ্ঠানিক (সংখ্যা)	০	৫	৫	৫	১০	২৪

বাস্তবায়ন কৌশল

১. সরকারের এসডিজি পরিকল্পনার অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা;
২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা;
৩. রাস্তা / ব্লক বনায়নের জন্য ভূমির মালিক / ব্যক্তি / সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও লিজ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া;
৪. রাস্তা / ব্লক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বনায়নের কাজে সম্পৃক্ত করা;
৫. বনায়নের সাথে যুক্ত উপকারভোগীদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৬. বনবিভাগের স্থানীয় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও সহায়তা গ্রহণ; এবং
৭. প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

বনায়ন কর্মসূচির ব্যয়

ক্র.	বনায়নের ধরন	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩	মোট
১.	স্ট্রীপ বনায়ন	০	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৬,০০,০০০	৮,০০,০০০	২২,০০,০০০
২.	প্রাতিষ্ঠানিক বনায়ন	০	৪০,০০০	৮০,০০০	১,২০,০০০	১,৬০,০০০	৪,০০,০০০
মোট		০	৪,৪০,০০০	৪,৮০,০০০	৭,২০,০০০	৯,৬০,০০০	২৬,০০,০০০

নোট ঃ প্রতি চারা (রেইট্রি, মেহগনি, ইউলিপি, আকাশমনি) রোপনের জন্য গড় মূল্য ৪০ টাকা।

অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যয়

ক্র.	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩	মোট
১.	সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন (অনানুষ্ঠানিক)	২৪	০	১১,২৫০	১১,২৫০	১১,২৫০	১১,২৫০	৪৫,০০০
২.	আনুষ্ঠানিক	৪	০	৭৫০০	৭৫০০	৭৫০০	৭৫০০	৩০০০০০

৫.৭ জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি

বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা (জিবিএম) নদীর নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত। বাংলাদেশে মোট ৫৭টি আন্ত-সীমান্ত নদী প্রবাহিত হয়, যার মধ্যে ৫৪টি প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে এবং ৩টি মায়ানমার থেকে এসেছে। জলবায়ু ঝুঁকি সূচকের ২০১৭ সংস্করণে, ১৯৯৬-২০১৫ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে ৬ষ্ঠ তম দুর্যোগপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ভয়াবহ ঝুঁকিতে রয়েছে। দেশের ৩০-৭০% এলাকায় সাধারণত প্রতিবছর বন্যা হয়। তিনটি বৃহৎ নদী দ্বারা বিপুল পরিমাণ পলিমাটি বাংলাদেশে আসে। ফলে পানি নিষ্কাশনের পরিমাণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে বন্যা মারাত্মক আকার ধারন করে। বাংলাদেশের উচ্চ জনসংখ্যার ও জনসংখ্যার ঘনত্বের দ্বারা এ ঝুঁকিগুলোর মাত্রা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। সমুদ্রের পানির স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, তাপমাত্রার উষ্ণতা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি, বর্ধিত বর্ষাকাল, শুষ্ক মৌসুমে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত এবং সাইক্লোনের তীব্রতা দেশের জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

দেশের পরিবেশের উন্নতির লক্ষ্যে প্রশিকা বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করেছে–যা পরিবেশ উন্নতির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে বা সহনীয় পর্যায়ে আনতে সহায়তা করেছে। কর্মসূচিগুলো হলো–সামাজিক বনায়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশসম্মত কৃষি, দক্ষতা ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আর্সেনিকপ্রবণ ও উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী সাইক্লোন/বন্যার্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি, ঝুঁকির্পূণ এলাকায় স্বাস্থ্য শিক্ষা, সরকারের সাথে সম্মিলিতভাবে উপকূলীয় বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়ীত্বশীল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস করা;
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- টেকসই কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; এবং
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)

ক্রম.	বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন	--	১০ কিমি	২০ কিমি	২০ কিমি	২০ কিমি
২.	বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	--	১০ কিমি	২০ কিমি	২০ কিমি	২০ কিমি
৩.	স্থায়ীত্বশীল কৃষি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	--	১	২	৩	৫
৪.	পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	--	১	৩	৫	৭

৫.৮ ত্রাণ, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

বাংলাদেশ সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি অঞ্চল। এই দেশ পৃথিবীর বৃহত্তর ডেল্টা অঞ্চল যা ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা নদীর অববাহিকতায় অবস্থিত। অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী দুর্যোগপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে। বিশেষ করে নদী-ভাঙ্গন

এলাকায় এবং উপকূলীয় এলাকার মানুষ নিত্য নতুন জেগে উঠা চরে বসতি স্থাপন করে। ফলে সবসময়ই তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে। এছাড়া সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মাধ্যমে প্রতিবছর বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দেশ্য

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ বিনষ্টের ঝুঁকি হ্রাস করা;
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনগণকে সার্বিক সহায়তা করা; এবং
- পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও দক্ষ করে তোলা।

অর্জন

বিগত দিনে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে সৃষ্ট টর্ণেডোর পর এ অঞ্চলে প্রশিকা ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও পরবর্তীতে উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে তাৎক্ষণিক ত্রাণ প্রদান ও পরবর্তীতে তাদের পুনর্বাসনের জন্য কৃষি, আবাসন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় প্রায় ৬টি বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করা হয়। এছাড়া উপকূলীয় ও আর্সেনিকপ্রবণ এলাকায় নিরাপদ ও সুপেয় পানির সংকট প্রবল হওয়ায় প্রশিকা পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট, গভীর নলকূপ এবং সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করে। টর্নেডো ও সাইক্লোনের হাত থেকে রক্ষার জন্য উপকূলীয় বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ক্র.	বিবরণ	অর্থ বছর				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	বহুমুখী ব্যবহারের জন্য সাইক্লোন সেন্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	--	--	২	২	২
২.	দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি ত্রাণ তহবিল গঠন	--	১০ লাখ	২০ লাখ	২০ লাখ	২০ লাখ
৩.	নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প/প্লান্ট স্থাপন	--	--	২	৫	৭

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। কিন্তু সম্পদ খুবই সীমাবদ্ধ। তাই দুর্যোগ প্রশমন কর্মসূচি গ্রহণ করা ছাড়া দেশে উন্নয়ন সম্ভব নয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা অপরিহার্য। বেসরকারি সংস্থা হিসাবে প্রশিকাও বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বলাবাহুল্য, এই কর্মসূচি সরকারি ও বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

৫.৯ গণসংস্কৃতি কর্মসূচি

প্রশিকা গণসাংস্কৃতিক কার্যক্রম দরিদ্র মানুষদের সচেতন করার একটি প্রধান মাধ্যম। দরিদ্র মানুষ যাতে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়, বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গণসংস্কৃতির চর্চা করা হয়। দরিদ্র মানুষের সকল ধরনের বৈষম্য নিরসন, তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে একটি ন্যায্য সমাজ গড়ার লক্ষ্যে গণসাংস্কৃতিক কার্যক্রমের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

উদ্দেশ্য

- তৃণমূল স্তরে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দরিদ্র নারী-পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করা;
- সামাজিক অবিচার ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলা;
- প্রশিকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা;
- গণ-নাটক ও গণগানের মাধ্যমে দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করা; এবং
- ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে সমাজের অপরাপর সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ।

অর্জন

- গণসাংস্কৃতিক দল গঠন : ৯৫১ টি
- গণসাংস্কৃতিক দলের সদস্য সংখ্যা : ১৪২৬৫ জন (নারী- ৪৭৫৫+পুরুষ- ৯৫১০)
- উপস্থাপিত অনুষ্ঠান সংখ্যা : ১১৪০০০ টি
- বিভিন্ন দিবস উদযাপন : ২৬৫০০ টি
- উন্নয়ন এলাকা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ : ১৩৫০ টি
- উন্নয়ন এলাকা ভিত্তিক কর্মশালা : ৩৬৫০ টি
- কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ : ৫৩৫ টি
- ফিচার বিতরণ : ৯৬০ টি
- মেলায় অংশগ্রহণ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপন : ৩৭ টি
- বাদ্যযন্ত্র বিতরণ : ১০৭২ সেট
- অডিও প্রোডাকশন : ১০ টি
- ভিডিও প্রোডাকশন : ০৪ টি
- টেলিফিল্ম তৈরি : ০২ টি
- লোকগান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত গবেষণা : ১৮ টি
- জেলাভিত্তিক কালচারাল নেটওয়ার্ক গঠন : ২৮ টি
- বই, পোস্টার, স্টিকার তৈরি : ১৮ টি
- বুলেটিন প্রকাশ : দ্বি-মাসিক

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮ -২০২৩)

ক্র. নং	বিবরণ	২০১৮-২০২৩ ইং					মোট সংখ্যা
		১৮-১৯	১৯-২০	২০-২১	২১-২২	২২-২৩	
১.	গণসাংস্কৃতিক দল পুনর্গঠন	০	৪	৬	৮	১০	২৮
২.	উন্নয়ন এলাকাভিত্তিক কর্মশালা (৩ দিন)	০	৪	৬	৮	১০	২৮
৩.	বস্তি/গ্রামভিত্তিক অনুষ্ঠান (মাদক প্রতিরোধ, নারী উন্নয়ন)	০	১৬	২৪	৩২	৪০	১১২
৪.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন (উ/এ ভিত্তিক)		৫০	৫৫	৬০	৭৫	২৪০
৫.	কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠান উপস্থাপনা (বাংলা নববর্ষ, মাদক প্রতিরোধ বিষয়ক, বিজয় দিবস এবং নারী দিবস)	০	২	২	৩	৩	১০

বাস্তবায়ন কৌশল

১. AM ও BMদের সহযোগিতা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে গণসাংস্কৃতিক দল পুনর্গঠনের কাজ করা;

২. প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনা করা;

৩. গ্রাম/বস্তিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলোর প্রস্তুতিতে AM ও BM-দের ব্যবস্থাপনাতেই অনুষ্ঠান আয়োজন করা;

৪. বিভিন্ন দিবস পালনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা; এবং

৫. আর্থিকভাবে স্বচ্ছল উন্নয়ন এলাকাগুলোতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেয়া।

বাজেট

ক্র. নং	বিবরণ	২০১৮-২০২৩					মোট সংখ্যা
		১৮-১৯	১৯-২০	২০-২১	২১-২২	২২-২৩	
১.	উন্নয়ন এলাকা ভিত্তিক কর্মশালা (৩ দিন) (টাকা)	০	৬০,০০০	৯০,০০০	১,২০,০০০	১,৫০,০০০	৪,২০,০০০
২.	বস্তি/গ্রামভিত্তিক উপস্থাপনা (মাদক, নারী সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক) (টাকা)	০	৬৪,০০০	৯৬,০০০	১,২৮,০০০	১,৬০,০০০	৪,৪৮,০০০
৩.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন (উন্নয়ন এলাকাভিত্তিক) (টাকা)	০	২,০০,০০০	২,২০,০০০	২,৪০,০০০	৩,০০,০০০	৯,৬০,০০০
৪.	কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠান উপস্থাপনা (১ বৈশাখ, মাদক প্রতিরোধ বিষয়ক, বিজয় দিবস, নারী দিবস) (টাকা)	০	১,৪০,০০০	১,৪০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৬,৮০,০০০
মোট		০	৪,৬৪,০০০	৫,৪৬,০০০	৬,৮৮,০০০	৮,১০,০০০	২৫,০৮,০০০

*** বাইরের অনুদান প্রাপ্তির উপর এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্ভর করবে।**

৫.১০ আইনি সহায়তা কর্মসূচি

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ। এখানে তথ্য প্রযুক্তি, শিল্পায়ন ও কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হচ্ছে। সে সাথে দ্রুত আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিবর্তনের ফলে অসমতা ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে নির্যাতিত হচ্ছে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আইনের রোষানলে পড়ার ভয়ে তারা আদালতের দারস্থ হতেও ভয় পায়। এ প্রেক্ষিতে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রশিকা আইন বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

উদ্দেশ্য

- দরিদ্র জনগণকে সকল প্রকার আইনি সহায়তা প্রদান করা;
- বিবাহবিচ্ছেদ (তালাক), বাল্যবিবাহ রোধ, ভরণপোষণ, ব্যভিচার, ধর্ষণ, ইভটিজিংসহ নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার রোধে আইনি সহায়তা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- শিশুশ্রম রোধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অভিভাবকদের সাথে শিশুশ্রমের কুফল নিয়ে আলোচনা করা। তাছাড়া যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিশুদের নিয়োগ দেয়া হয় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশনের নীতিমালা অনুসরণের ব্যবস্থা করা।

অর্জন

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের আইন সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত, দক্ষ ও সুসংগঠিত একটি আইনজীবী প্যানেল রয়েছে। যারা সারাদেশে সকল আদালতে আইনি সহায়তা দিতে সক্ষম। বিগত দিনে আইনি সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকার তৃণমূল পর্যায়ে অনেক নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশুকে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আইনি সহায়তা টিমের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ (তালাক), নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ, যৌতুক নিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন কৌশল

- দরিদ্র জনগণকে আইন বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এ কর্মসূচিটি কর্মএলাকায় বিভাগীয় ব্যবস্থাপকদের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা এবং
- সমমনা সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৩)

কর্মসূচির নাম	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা				
	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ
বাল্যবিবাহ রোধ	০	৬	১০	১৫	১৬
যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ	০	৬	১০	১৫	১৬
শিশু অধিকার বাস্তবায়ন	০	৬	১০	১৫	১৬
নারী ও শিশু পাচার রোধ	০	৬	১০	১৫	১৬
গ্রাম আদালত সহায়তা	০	৬	১০	১৫	১৬
আইন সহায়তা প্রদান	০	৬	১০	১৫	১৬
বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি	০	৬	১০	১৫	১৬

প্রশিকার আইন বিভাগের কার্যক্রমসমূহ যেমনি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশিকার সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। এ সকল কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা নয় বরং দুঃসাহসিক কাজও বটে।

৫.১১ সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি

শোষণ-বঞ্চনা, অধিকারহীনতা, নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং পরিবেশ দূষণসহ দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক রূপ রয়েছে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সচেতন ও বিশ্লেষণমুখী করেই প্রকৃত দারিদ্র্য বিমোচন তথা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব। দরিদ্র মানুষকে সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এনে উন্নয়ন বিষয়ে সচেতন ও বিশ্লেষণমুখী করে গড়ে তোলা যায়। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের দূরাবস্থা ও তার কারণ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজ থেকে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রশিকা সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষর জ্ঞান দিয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দান করা হয়েছে। শিক্ষা অধিকার বঞ্চিত শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া দারিদ্র্য ও অসচেতনতার কারণে প্রচলিত বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ৮ থেকে ১১ বছর বয়সি শিশুদের প্রশিকার নিজস্ব পাঠক্রম অনুসরণ করে এবং বিশেষ পাঠদান পদ্ধতির আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিকা বিগত তিন দশক যাবৎ সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, যার মূল উপাদান হলো ৪টি। যেমন-

- ৬+ বয়সি শিশুদের বিদ্যালয়গামী করা;
- ৮ থেকে ১১ বয়সি ঝরে পড়া শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষালয় (প্রশিকা শিক্ষালয়) প্রতিষ্ঠা করা; এবং
- দরিদ্র নারী-পুরুষকে সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে ব্যবহারিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য পাঠকেন্দ্র পরিচালনা করা।

অর্জন

- শিশু বিদ্যালয়গামীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ লক্ষের অধিক ৬+ বয়সি দরিদ্র পরিবারের শিশুকে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে;
- ২৩ হাজার ৫শত ২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষালয় (প্রশিকা শিক্ষালয়) থেকে ৬ লক্ষের অধিক ঝরে পড়া শিশু ৫ম শ্রেণীর সমতুল্য শিক্ষা পেয়েছে এবং
- সারাদেশে ৫৩ হাজার ৬শত ১৬টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে ১০ লক্ষের অধিক দরিদ্র নারী-পুরুষ সাক্ষরতা অর্জন ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা। প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। এ স্তরে শিশুর বয়স হতে হবে ৫ বছর। শিক্ষার মেয়াদকাল ০১ বছর। এখানে শিশুরা খেলাধুলা, ছড়া, নাচ ও গান চর্চার মাধ্যমে বর্ণমালা, ছোট ছোট সহজ শব্দ, সংখ্যা ইত্যাদি শিখবে।

প্রশিকা অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং সামর্থ্যবান উন্নয়ন এলাকায় এই কর্মসূচি চালু করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।

বাস্তবায়ন কৌশল

দরিদ্র, অবহেলিত, শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত অথবা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ৮ থেকে ১১ বছরের ৩০ জন শিক্ষার্থী পাওয়া সাপেক্ষে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অথবা সক্ষম উন্নয়ন এলাকায় প্রস্তাবিত প্রশিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন স্থান নির্বাচন, ঘর ভাড়া নেয়া, শিক্ষক নির্বাচন, শিক্ষার্থী নির্বাচন, উপকরণ প্রস্তুতকরণ এ জরুরি কাজগুলো সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় কর্মীগণ স্থানীয় কর্মীদের সহায়তায় যৌথভাবে সম্পন্ন করবেন। এ শিক্ষালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হবে। এজন্য যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসে যোগাযোগের পরিকল্পনা নেয়া হবে।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষালয় (প্রশিকা শিক্ষালয় : অনুদান পাওয়া সাপেক্ষে)

কর্মসূচি ও কাজের সুচক	বিদ্যমান (জুন ২০১৮)	বর্ষসমূহ					মোট
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২০	২০২১-২২	২০২২-২৩	
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	০	০	৫	১০	১৫	২৫	৫৫
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	০	০	১	২	৩	৪	১০
বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রতিবন্ধি)	০	০	১	২	৩	৪	১০
কারিগরী ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা	০	০	০	০	০	১	1

৫.১২ স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ কর্মসূচি

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সূচনাকাল থেকেই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনা করে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যশিক্ষার পাশাপাশি নিরাপদ পানির সংস্থান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এ কর্মসূচির দুটি কম্পোনেন্ট- ক) স্বাস্থ্যশিক্ষা খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ।

স্বাস্থ্যশিক্ষা

রোগ প্রতিরোধ করে সুস্থ ও অর্থবহ জীবন যাপন করা যায়, এ ধারণা থেকেই স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক চিন্তার উদ্ভব ঘটে। প্রশিকা দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার কাজ করে আসছে। একই সাথে নারীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবহার বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

উদ্দেশ্য

- রোগ থেকে কিভাবে মুক্ত থাকা যায় ও অর্থবহ জীবন-যাপন করা যায় তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া;
- দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থান করা;
- বর্তমানে মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত আর্সেনিকের ভয়াবহতা মোকাবেলা ও এর থেকে রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করা;
- বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় পানি লবণাক্ত সেখানে পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপন করে সুপেয় পানিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনা (২০১৮ - ২০২৩)

ক্র.	বিষয়	এ পর্যন্ত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা					সর্বমোট
			১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	
১.	স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রশিক্ষণ		০	২	২	৪	৪	১২
২.	হেলথ চেকআপ	৬০০	০	৫০	৯০	১০০	১০০	৩৪০
৩.	ভেক্সিনেশন কর্মসূচি সহায়তা (ক্যাম্প)		০	২	৪	৪	৬	১৬
৪.	স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ	০	০	০	২	২	২	৬
৫.	ধাত্রী প্রশিক্ষণ		০	২	২	২	২	৮
৬.	দুর্যোগকালীন বিশেষ চিকিৎসা ক্যাম্প	০	০	০	২	২	২	৬

নিরাপদ পানি সরবরাহ

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য সমস্যার মূল কারণ হিসেবে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অপ্রতুলতাকে বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পানীয় জলের ঘাটতির অন্যতম কারণ পানি দূষণ, নদী-পুকুর-জলাশয় ভরাট, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি। খরার সময় পানীয় জলের অভাবে দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে নানা রোগব্যধিতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রশিকা যেসব এলাকায় পানীয় জলের সংকট আছে সেসব এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য এ কার্যক্রমটি গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে।

উদ্দেশ্য

- অঞ্চলভিত্তিক পানির সমস্যা চিহ্নিত করে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- পরিবেশ দূষণ রোধ করা ও পরিবেশগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা; এবং
- উপকারভোগীদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

বাস্তবায়ন কৌশল

১. প্রশিকা হাউজহোল্ড ফিল্টার হিসাবে "কানাডা বাংলাদেশ ফিল্টার" দলীয় সদস্য এবং চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের মাঝে বিতরণ করেছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় কানাডা বাংলাদেশ ফিল্টার অথবা যুগোপযোগী উন্নত প্রযুক্তির ফিল্টার সরবরাহ করা হবে। এই ফিল্টারের নাম হবে "প্রশিকা ফিল্টার";

২. যে সকল এলাকার পানি লবণাক্ত সেখানে নদী অথবা পুকুরের পানি পরিশোধিত করে সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে এলাকা সার্ভে করে সমিতিকে প্রকল্প দেয়া হবে। সমিতির ব্যবস্থাপনায় পানীয়জল বাজার, অফিস, হোটেল, ব্যক্তি পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে এবং

৩. যে সকল এলাকার পানিতে আর্সেনিক বিদ্যমান সেসব এলাকায় সমিতি বাছাই করে "আর্সেনিক রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট" প্রকল্প প্রদান এবং সমিতির ব্যবস্থাপনায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট

ক্র	বিষয়	এ পর্যন্ত বিতরণ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা									
			১ম বছর		২য় বছর		৩য় বছর		৪র্থ বছর		৫ম বছর	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১.	হাউসহোল্ড ফিল্টার	১২,০০০	০	০	০	০	১,০০০	১,০০,০০,০০০	১০০০	১,০০,০০,০০০	১০০০	১,০০,০০,০০০
২.	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৩	০	০	২	৩০,০০,০০০	৪	৬০,০০,০০০	৫	৭৫,০০,০০০	৫	৭৫,০০,০০০
৩.	আর্সেনিক রিম্যুভাল প্লান্ট	২	০	০	১০	৬০,০০,০০০	১০	৬০,০০,০০০	১০	৬০,০০,০০০	১০	৬০,০০,০০০

৫.১৩ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা

ক্রমিক	বিভাগ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩	-	২	-	-
২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	-
৩	নারী সমাজ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন	১	-	-	-	-
৪	মাদকাসক্তি প্রতিরোধ	৩	-	-	-	-
৫	প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন	২	-	-	-	-
৬	সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন	২	-	-	১	-
৭	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা	০	-	১	১	-
৮	ত্রাণ, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১	-	-	১	-
৯	গণসংস্কৃতি	২	-	-	-	-
১০	আইনি সহায়তা	৩	-	-	-	-
১১	সর্বজনীন শিক্ষা	২	-	-	-	-
১২	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	০	-	১	-	-
মোট		১৯	-	৪	৩	০

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক বিভাগসমূহ

১. মানবসম্পদ বিভাগ
২. অর্থ, হিসাব, কর্মী কল্যাণ তহবিল এবং আর্থিক সেবা বিভাগ
৩. তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ
৪. মনিটরিং বিভাগ
৫. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
৬. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ
৭. এস্টেট বিভাগ
৮. মিডিয়া ও গণসংযোগ বিভাগ
৯. কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন

৬. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক বিভাগসমূহ

প্রশিকার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্যবিমোচন এবং দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা। আর্থিক, সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিকার সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্যও বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো বিভাগ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও এ বিভাগসমূহের নিজস্ব কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ নেই। তবে এ বিভাগসমূহের সহায়তা ব্যতীত প্রশিকার সার্বিক অগ্রগতি, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। নিম্নে কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভাগসমূহের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলো ধরা হলো-

৬.১ মানবসম্পদ বিভাগ

প্রশিকা উদ্ভাবিত উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন, বিশেষ করে দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে বিগত প্রায় চার দশক ধরে অবদান রাখছে। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপক ও কর্মীবৃন্দ সংস্থাটিকে একটি আদর্শিক রূপ দেয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে প্রশিকার কলেবর আবারও সম্প্রসারণ হতে থাকে। এ বিভাগ মানবসম্পদের উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করছে। নতুন কর্মী নিয়োগ, বিদ্যমান কর্মীর বদলি, পদোন্নতি, প্রণোদনা প্রদান, অপসারণ, পারফরমেন্স বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন কাজ করছে।

উদ্দেশ্য

- প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও কার্যকর জনশক্তি গড়ে তোলা;
- প্রতিটি পদে যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ দেয়া অর্থাৎ পদ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ এবং সঠিক স্থানে সঠিক ব্যক্তিকে পদায়ন;
- প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করা;
- কর্মীর পারফরমেন্সের ভিত্তিতে সুষ্ঠু বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মী নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- কর্মী-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে কর্মীদের মনোবল ও আনুগত্য বৃদ্ধি করা;
- প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আচরণ বিধি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ এবং
- সংস্থার স্বার্থের সঙ্গে কর্মীর স্বার্থের সমন্বয় করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮ - ২০২৩)

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	মন্তব্য
কম্পিউটার ক্রয়	১	১	০	০	২	কর্মের পরিধি বৃদ্ধি সাপেক্ষে
ফাইল কেবিনেট ও আলমিরা	১	২	০	১	১	ব্যক্তিগত নথি ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি সাপেক্ষে

এ বিভাগে বর্তমানে ২টি কম্পিউটার আছে। তবে পর্যায়ক্রমে নতুন উন্নয়ন এলাকা বৃদ্ধির ফলে কর্মী সংখ্যা ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং সে মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১টি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২টিসহ নতুন ২টি কম্পিউটার ক্রয় করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি কম্পিউটারের আনুমানিক মূল্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

বর্তমানে ২টি আলমিরা বিদ্যমান। তবে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন এলাকা বৃদ্ধির ফলে কর্মী সংখ্যা ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে সে মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১টি ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১টি সহ নতুন ২টি ফাইল কেবিনেট/আলমিরা ক্রয় করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি কেবিনেট/আলমিরার আনুমানিক মূল্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা।

কম্পিউটার, ফাইল কেবিনেট/আলমিরা ও লজিস্টিক সাপোর্টের বাজেট (টাকায়)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	মন্তব্য
কম্পিউটার, ফাইল কেবিনেট/আলমিরা লজিস্টিক সাপোর্ট	৩০,০০০	৮৫,০০০	১,৮০,০০০	২,৬০,০০০	৩,৮০,০০০	কর্মের পরিধি বৃদ্ধি সাপেক্ষে

৬.২ অর্থ, হিসাব ও কর্মী কল্যাণ তহবিল এবং আর্থিক সেবা বিভাগ

বিগত সময়ে কেন্দ্রীয় হিসাব ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড ছিল। কাজের ব্যপ্তি ও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় অফিসে এ বিভাগে প্রায় ৫৫ জন কর্মী সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পরবর্তী পরিস্থিতিতে অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে স্বল্পসংখ্যক কর্মী নিয়ে এ বিভাগের কাজ শুরু হয়। উল্লেখ্য, এ বিভাগের কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য লজিস্টিক সার্ভিস যোগান ও দক্ষ মানবসম্পদ নিয়োগ করা দরকার।

উদ্দেশ্য

বিভাগ/কোষগুলোর কাজ কর্মীদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করে যত সম্ভব কম ব্যবস্থাপক অর্থাৎ দক্ষ ও যোগ্য কর্মী নিয়োগ দিয়ে আধুনিক কম্পিউটারইজড হিসাব ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা।

অর্জন

- ব্যাংক হিসাব চালু করার মাধ্যমে লেনদেন শুরু করা;
- ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদান;
- উন্নয়ন এলাকাসহ কেন্দ্রীয় অফিসের সকল কর্মীর বেতন সীট প্রস্তুতকরণ এবং প্রতিমাসে উন্নয়ন এলাকায় প্রেরণ;
- বিগত তিন বছরের বকেয়া হিসাব প্রস্তুত করে হিসাব ব্যবস্থা হালনাগাদ এবং অডিট কাজ সম্পন্ন করা;
- এমআরএ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, সিডিএফ প্রভৃতি সংস্থায় পেশকৃত প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান;
- বছরের বকেয়া এবং কর্মীদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মী কল্যাণ তহবিলের হিসাব হালনাগাদ করা; এবং
- মাসিক প্রতিবেদন তৈরি ও বিভিন্ন সভায় উপস্থাপন প্রক্রিয়া চালুকরণ।

ব্যবস্থাপনা কৌশল

এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল পাঁচ বছর শেষে সমগ্র হিসাব এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল করা। অর্থাৎ সমগ্র হিসাব ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনা করা। ফলে কম সংখ্যক কর্মী দিয়ে অধিক সেবা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে। এ কাজ বাস্তবায়নে যেসব বিভাগ/কোষগুলোকে পুনরায় বিন্যাস করতে হবে সেগুলো হলো- হিসাব বিভাগ, আর্থিক সেবা বিভাগ, কর্মী কল্যাণ তহবিল, বেতন বিভাগ ও আয়কর বিভাগ।

প্রতিটি বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, শিক্ষিত এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা। প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম দুইজন কর্মী নিয়োজিত করতে হবে এবং ২ জন উপ-পরিচালক নিয়োগ দিতে হবে। উক্ত বিভাগগুলি একজন সিএফও/ পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

পরিকল্পনা

প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম ২জন কর্মী হিসাবে ৫টি বিভাগে কমপক্ষে ১০জন কর্মী প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ২ জন উপ-পরিচালক ও একজন সিএফও/ পরিচালকসহ মোট ১৩ জন লোকবলের প্রয়োজন হবে।

বাজেট

বর্ণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে ১৩টি কম্পিউটার এবং ৩টি প্রিন্টার প্রয়োজন হবে। বর্তমানে ৩টি কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার রয়েছে। তাই আগামী পাঁচ বছরে ১০টি আধুনিক কম্পিউটার এবং দুটি প্রিন্টার দরকার হবে। তাছাড়া সফটওয়্যার আধুনিকায়ন করতে হবে। সফটওয়্যার আধুনিকায়নের বাজেট আইটি বিভাগের বাজেটে সংযুক্ত করা আছে।
বৎসর ভিত্তিক কম্পিউটার ক্রয়ের বাজেট নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো-

বছর	কম্পিউটার		প্রিন্টার	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
২০১৮-১৯	১	৪৫,০০০	১	২৫,০০০
২০১৯-২০	২	৯০,০০০	০	০
২০২০-২১	৩	১,৩৫,০০০	০	০
২০২১-২২	২	৯০,০০০	১	২৫,০০০
২০২২-২৩	২	৯০,০০০	০	০
মোট	**১০**	**৪,৫০,০০০**	**২**	**৫০,০০০**

কর্মীদের গড় মাসিক বেতন ৩৫,০০০ টাকা, উপ-পরিচালক-এর মাসিক গড় বেতন ৪৫,০০০ টাকা এবং সিএফও/ পরিচালকের মাসিক গড় বেতন ৭০,০০০ টাকা হিসাবে ধরে বছরভিত্তিক মোট বাজেট নিম্নের সারণীতে প্রদত্ত হলো-

বিবরণ	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
কম্পিউটার	৪৫,০০০	৯০,০০০	১,৩৫,০০০	৯০,০০০	৯০,০০০
প্রিন্টার	২৫,০০০			২৫,০০০	
কর্মী বেতন	২৯,৪০,০০০	৩৭,৮০,০০০	৫১,৬০,০০০	৫৫,৮০,০০০	৬১,২০,০০০
মোট	**৩০,১০,০০০**	**৩৮,৭০,০০০**	**৫২,৯৫,০০০**	**৫৬,৯৫,০০০**	**৬২,১০,০০০**

৬.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার বিভাগ

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল কার্যক্রম আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম Online ব্যস্থাপনার আওতায় এসেছে। বর্তমানে প্রশিকার সার্বিক কার্যক্রম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রশিকার সফ্টওয়্যারগুলো এখন Online ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

- প্রশিকার সকল কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থা অনলাইন-এর আওতাভুক্ত করা;
- সকল কর্মসূচির ডাটা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়করণ করা;
- ঋণ ও সঞ্চয় লেনদেন কার্যক্রম অন-লাইন ডাটাবেজ প্রযুক্তির আওতাভুক্ত করা;
- তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং ব্যবস্থা সহজিকরণ করা;
- কেন্দ্র এবং মাঠ পর্যায়ের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি; এবং
- প্রশিকার কর্মকর্তাগণ যাতে নিজের কম্পিউটারে অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কর্মসূচির সব তথ্য পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

অর্জন

- প্রশিকার এমবিআরএস, সেভিংস এবং ইএসএসপি সফ্টওয়্যার এর মেম্বার কোড ছিল দুই ডিজিটের। বর্তমানে তা পরিবর্তন করে তিন ডিজিটে আপডেট করা হয়েছে;
- নতুন পলিসি অনুযায়ী পিএসএস ও ইএসএসপি-র ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন আপডেট করা হয়েছে;
- সেভিংস ও এমবিআরএস ব্যবহারকারীর চাহিদা মোতাবেক নতুন ৩টি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে;
- স্পেশাল সেভিংস নামে একটি নতুন সফ্টওয়্যার তৈরি করা হয়েছে;
- ১০টি উন্নয়ন এলাকা বিভাজন করে পূর্ণাঙ্গ নতুন উন্নয়ন এলাকা গঠন করা হয়েছে। এই ১০টি উন্নয়ন এলাকার ডাটা পৃথক করে এলাকাভিত্তিক ডাটা তৈরি করা হয়েছে;
- ঢাকা অফিস এবং উন্নয়ন এলাকার দৈনন্দিন সমস্যা যেমন– মাসিক বেতন, কর্মী কল্যাণ তহবিলের হিসাব, উন্নয়ন এলাকার ডাটার সমস্যা, কম্পিউটার এবং প্রিন্টারের সমস্যা, নেটওর্য়াক-এর সমস্যা, উন্নয়ন এলাকার ছুটি আপডেট করা ইত্যাদির তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া; এবং
- ডিসেম্বর ২০১৭ইং পর্যন্ত প্রশিকা কর্মী কল্যাণ তহবিলের হিসাব আপডেট করা হয়েছে।

পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)

প্রশিকার কার্যক্রম প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পাঁচ বছরে প্রশিকার সকল কর্মসূচি অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে প্রশিকার যে সফ্টওয়্যারগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে - Personnel Management System, Salary System, Account System, Savings System, Member Base Revolving Loan System -এগুলো অনলাইন/ওয়েব বেজ সফ্টওয়্যার এ ডেভেলপ করতে হবে। অনলাইন সিস্টেম চালু করার জন্য কম্পিউটার আপডেট এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া কর্মীদের জন্য ট্যাব ক্রয় এবং সিস্টেমগুলো ব্যবহার করার জন্য প্রত্যেক উন্নয়ন এলাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে একজন বা দুইজন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বাজেট (২০১৯ - ২০২০)

ক্র. নং	বিবরণ	উন্নয়ন এলাকা	দর	মাস	মোট টাকা
১.	সফ্টওয়্যার ক্রয় (রেজিস্ট্রেশন ফি)	২০	২০,০০০		৪,০০,০০০
২.	সফ্টওয়্যার মাসিক চার্জ	২০	২,০০০	১২	৪,৮০,০০০
৩.	কম্পিউটার ক্রয়	২০	৪০,০০০		৮,০০,০০০
৪.	সফ্টওয়্যার প্রশিক্ষণ (প্রতি উ/এ ২ জন × ২০= ৪০)	৪০	৩,০০০		১,২০,০০০
৫.	ট্যাব ক্রয় (প্রতি উ/এ ৬ টি × ২০ = ১২০)	১২০	১২,০০০		১৪,৪০,০০০
৬.	ইন্টারনেট সংযোগ/মডেম ক্রয়	২০	১,৮০০		৩৬,০০০
৭.	ইন্টারনেট মাসিক চার্জ	২০	৫০০	১২	১,২০,০০০
সর্বমোট খরচ					**৩৩,৯৬,০০০**

বাজেট (২০২০ - ২০২১)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উন্নয়ন এলাকা	দর	মাস	মোট টাকা
১.	সফ্টওয়্যার ক্রয় (রেজিস্ট্রেশন ফি)	৩০	২০,০০০		৬,০০,০০০
২.	সফ্টওয়্যার মাসিক চার্জ	৫০	২,০০০	১২	১২,০০,০০০
৩.	কম্পিউটার ক্রয়	৩০	৪০,০০০		১২,০০,০০০
৪.	সফ্টওয়্যার প্রশিক্ষণ (প্রতি উ/এ ২ জন × ৩০= ৬০)	৬০	৩,০০০		১,৮০,০০০
৫.	ট্যাব ক্রয় (প্রতি উ/এ ৬ টি × ৩০= ১৮০)	১৮০	১২,০০০		২১,৬০,০০০
৬.	ইন্টারনেট সংযোগ/মডেম ক্রয়	৩০	১,৮০০		৫৪,০০০
৭.	ইন্টারনেট মাসিক চার্জ	৫০	৫০০	১২	৫,০০,০০০
সর্বমোট খরচ					**৫৮,৯৪,০০০**

বাজেট (২০২১ - ২০২২)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উন্নয়ন এলাকা	দর	মাস	মোট টাকা
১.	সফ্টওয়্যার ক্রয় (রেজিস্ট্রেশন ফি)	৩০	২০,০০০		৬,০০,০০০
২.	সফ্টওয়্যার মাসিক চার্জ	৮০	২,০০০	১২	১৯,২০,০০০
৩.	কম্পিউটার ক্রয়	৩০	৪০,০০০		১২,০০,০০০
৪.	সফ্টওয়্যার প্রশিক্ষণ (প্রতি উ/এ ২ জন × ৩০= ৬০)	৬০	৩,০০০		১,৮০,০০০
৫.	ট্যাব ক্রয় (প্রতি উ/এ ৬ টি × ৩০= ১৮০)	১৮০	১২,০০০		২১,৬০,০০০
৬.	ইন্টারনেট সংযোগ/মডেম ক্রয়	৩০	১,৮০০		৫৪,০০০
৭.	ইন্টারনেট মাসিক চার্জ	৮০	৫০০	১২	৪,৮০,০০০
সর্বমোট খরচ					**৫৫,৭৪,০০০**

বাজেট (২০২২ - ২০২৩)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উন্নয়ন এলাকা	দর	মাস	মোট টাকা
১.	সফ্টওয়্যার ক্রয় (রেজিষ্টেশন ফি)	৩০	২০,০০০		৬০,০,০০০
২.	সফ্টওয়্যার মাসিক চার্জ	১১০	২,০০০	১২	২৬,৪০,০০০
৩.	কম্পিউটার ক্রয়	৩০	৪০,০০০		১২,০০,০০০
৪.	সফ্টওয়্যার প্রশিক্ষণ (প্রতি উ/এ ২ জন ৩০= ৬০)	৬০	৩০০০		১,৮০,০০০
৫.	ট্যাব ক্রয় (প্রতি উ/এ ৬ টি × ৩০= ১৮০)	১৮০	১২,০০০		২১,৬০,০০০
৬.	ইন্টারনেট সংযোগ/মডেম ক্রয়	৩০	১৮০০		৫৪,০০০
৭.	ইন্টারনেট মাসিক চার্জ	১১০	৫০০	১২	৬,৬০,০০০
সর্বমোট খরচ					**৭৪,৯৪,০০০**

বাস্তবায়ন কৌশল

- কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা;
- কেন্দ্রীয়ভাবে কমপক্ষে ৪ জন সফ্টওয়্যার/হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ দেয়া। এরা যেসব সহায়তা ও যে প্রক্রিয়ায় প্রদান করবে তার পদ্ধতি নির্ণয় করা;
- উন্নয়ন এলাকার কর্মীদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- এলাকা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের Online System সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষতা নিশ্চিত করা।

বাজেট (২০১৯-২০২০)

ক্রমিক নং	বিবরণ	মাসিক বেতন	মাস	মোট
১	সফ্টওয়্যার (বিএসসি) ইঞ্জিনিয়ার (১ জন)	৪৫,০০০	১২	৫,৪০,০০০
২	হার্ডওয়্যার (বিএসসি) ইঞ্জিনিয়ার (১ জন)	৩৫,০০০	১২	৪,২০,০০০
৩	কম্পিউটার অপারেটর (১ জন)	২৫,০০০	১২	৩,০০,০০০
মোট				**১২,৬০,০০০**

বাজেট (২০২২-২০২৩)

ক্রমিক নং	বিবরণ	মাসিক বেতন	মাস	মোট
১	সফ্টওয়্যার (বিএসসি) ইঞ্জিনিয়ার (১ জন)	৫০,০০০	১২	৬,০০,০০০
২	হার্ডওয়্যার (বিএসসি) ইঞ্জিনিয়ার (১ জন)	৪০,০০০	১২	৪,৮০,০০০
মোট				**১০,৮০,০০০**

এক নজরে বছরভিত্তিক বাজেট

ক্র. নং	বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	সফ্টওয়্যার ক্রয় (রেজিষ্ট্রেশন ফি)	০	৪,০০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০
২.	সফ্টওয়্যার মাসিক চার্জ	০	৪,৮০,০০০	১২,০০,০০০	১৯,২০,০০০	২৬,৪০,০০০
৩.	কম্পিউটার ক্রয়	০	৮,০০,০০০	১২,০০,০০০	১২,০০,০০০	১২,০০,০০০
৪.	সফ্টওয়্যার প্রশিক্ষণ (প্রতি উ/এ ২জন×২০= ৪০)	০	১,২০,০০০	১,৮০,০০০	১,৮০,০০০	১,৮০,০০০
৫.	ট্যাব ক্রয় (প্রতি উ/এ ৬টি × ২০=১২০)	০	১৪,৪০,০০০	২১,৬০,০০০	২১,৬০,০০০	২১,৬০,০০০
৬.	ইন্টারনেট সংযোগ/মডেম ক্রয়	০	৩৬,০০০	৫৪,০০০	৫৪,০০০	৫৪,০০০
৭.	ইন্টারনেট মাসিক চার্জ	০	১,২০,০০০	৫,০০,০০০	৪,৮০,০০০	৬,৬০,০০০
৮.	স্টাফ খরচ	০	২৯,৪০,০০০	২৯,৪০,০০০	৩৯,০০,০০০	৩৯,০০,০০০
সর্বমোট		০	**৬৩,৩৬,০০০**	**৮৮,৩৪,০০০**	**১০,৪৯,৪০০০**	**১,১৩,৯৪,০০০**

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে প্রযুক্তি ছাড়া কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজের জন্য প্রযুক্তি যেমন প্রয়োজন তেমনি এর ব্যয় সংকুলান করাও একটি বড় ব্যাপার। সেক্ষেত্রে প্রশিকার আয় এবং কাজের মাত্রার উপর নির্ভর করে অনলাইন ডাটাবেজ সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে। তা না হলে কাজ করতে গিয়ে মাঝ পথে সমস্যা দেখা দিলে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিকায় বর্তমানে কাজের পরিধি রয়েছে সে তুলনায় আর্থিক আয়ের সীমাবদ্ধতা বেশী। তাই অনলাইন ডাটাবেজ-এর কাজ চালু করার বিষয়টি অনেক ভেবেচিন্তে করতে হবে। সেক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ২য় অথবা ৩য় বছরে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রমটি চালু করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৬.৪ মনিটরিং বিভাগ

আর্থিক সেবা কর্মসূচির আওতায় প্রশিকার উন্নয়ন এলাকার সার্বিক কাজ বিশেষ করে ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং একটি অপরিহার্য বিষয়। কেননা কার্যকর মনিটরিংয়ের উপর কর্মসূচির সফলতা নির্ভর করে। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়ন এলাকার ব্যবস্থাপক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকগণ নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচি মনিটরিং করে থাকেন। বর্তমান বাস্তবতায় প্রশিকার উন্নয়ন এলাকার কর্মসূচিসমূহ এলাকার ব্যবস্থাপক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকগণ মনিটরিং করলেও এর পাশাপাশি প্রশিকার কেন্দ্রীয় মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কাজের মনিটরিংয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উদ্দেশ্য

- মনিটরিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ান্তর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা;
- পরামর্শ ও দিক-নিদের্শনা দিয়ে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি করা;
- সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সার্বিক কাজের অগ্রগতির মাত্রা ও কার্যকারিতা নির্ণয় করা।

অর্জন

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত ২১টি উন্নয়ন এলাকার কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)

২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	মোট
২৪	৩০	৪০	৪০	৪০	১৭৪

বাস্তবায়ন কৌশল

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের মধ্যে সকল উন্নয়ন এলাকা কমপক্ষে একবার মনিটরিং করা হবে। প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন এলাকায় একাধিকবার মনিটরিং করা হবে। যে সকল উন্নয়ন এলাকার কর্মসূচিতে দুর্বলতা দেখা গিয়েছে অথবা যাবে যেসব উন্নয়ন এলাকাকে ৬ মাসের মধ্যে পুনরায় মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হবে। আর এ মনিটরিংরের সময় সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হবে।

৬.৫ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

আর্থিক শৃংঙ্খলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই প্রশিকায় একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ বিদ্যমান ছিল। শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রশিকার কেন্দ্রীয় অফিসে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ কর্মীদের সমন্বয়ে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়।

উদ্দেশ্য

- কেন্দ্রীয় ও উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ে যে সকল হিসাব প্রস্তুত করা হয় তার সঠিকতা নিরূপন ও প্রত্যয়ন করা;
- যে সকল হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুসন্ধান করে দেখা, হিসাব লিখনে কিংবা অন্য কোথাও ভুল-ত্রুটি আছে কিনা তা উদ্‌ঘাটন করা;
- ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, তহবিল তছরুপ ও হিসাবের কারচুপি প্রতিরোধ করার উপায় নির্ণয়; এবং
- ভবিষ্যতে ভুল-ত্রুটি ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন করা।

অর্জন

০১ অক্টোবর ২০১৭ইং তারিখে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পুনঃগঠিত হওয়ার পর এ বিভাগ দু'ধরনের কার্য সম্পাদন করে আসছে।

- এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০টি উন্নয়ন এলাকা এবং প্রশিকা ময়মনসিংহ মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রশিকার ০৭টি উন্নয়ন এলাকার ১০ জন কর্মীর ও ব্যবস্থাপকের আর্থিক অনিয়ম তদন্ত করা হয়েছে। নিরীক্ষা করে যেসব অনিয়ম পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে কতিপয় কর্মী ও ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)

২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	মোট
৪০টি উন্নয়ন এলাকা	৪০টি উন্নয়ন এলাকা	৬০টি উন্নয়ন এলাকা	৬০টি উন্নয়ন এলাকা	১০০টি উন্নয়ন এলাকা	৩০০টি উন্নয়ন এলাকা

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

- ২ জনের একটি টিম গঠন করে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হবে;
- বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রত্যেক টিম প্রতিমাসে ২টি করে উন্নয়ন এলাকা নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করবে;
- উন্নয়ন এলাকায় অবস্থান করে তাৎক্ষণিক নগদ অর্থ ক্যাশ বইয়ের সাথে মিলকরণ;
- হিসাবের ক্যাশবই, লেজার ও অন্যান্য রেজিস্টার যাচাই করা;
- ভাউচার যথাযথভাবে লেখা ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা তা যাচাই করা;
- স্থায়ী মালামালের হালনাগাদ তালিকা যাচাই করা;
- উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ে হিসাব বিভাগের কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ঋণ বিতরণ যথাযথ নীতিমালা অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
- সমিতির হিসাব ও খাতাপত্র ইত্যাদি সরোজমিনে যাচাই করা;
- স্থানীয় ব্যবস্থাপক ও হিসাব বিভাগের সাথে মত বিনিময় করা;
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ফরমেট তৈরি; এবং
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান করা।

বাজেট

বিবরণ	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	মোট
কম্পিউটার	-	০১	০১	-	-	০২
প্রিন্টার	-	০১	-	-	-	০১
ফাইল কেবিনেট	-	০২	-	-	-	০২
চেয়ার ও টেবিল সেট	-	০৪	০৩	০৪	-	১১

৬.৬ সাধারণ প্রশাসন বিভাগ

নতুন প্রেক্ষাপটে প্রশিকার প্রশাসনিক অবকাঠামো প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে যায়। পরবর্তীতে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঠিক ও সাহসী দিক নির্দেশনার ফলে প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

- কেন্দ্রীয় অফিসের সকল বিভাগ / কর্মসূচিতে সার্বিক সেবা প্রদান; এবং
- সকল কর্মসূচির/বিভাগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অর্জন

- অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের জন্য ০২ (দুই)টি ফ্লোর ভাড়া করা;
- পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা;
- কেন্দ্রীয় অফিসের আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রি ও প্রজেক্টর, অফিস পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় ও বন্টন;
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা; এবং
- প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন ডেসপাচ, ডাইনিং ও ফটোকপি সেকশন পরিচালনা করা।

পরিকল্পনা (২০১৮ - ২০২৩)

ক্র.	বিবরণ	অর্থবছর				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১.	ফ্রিজ	--	১	--	--	--
২.	কর্মী হাজিরার পাঞ্চ মেশিন	--	১	--	--	--
৩.	অফিস টেবিল-চেয়ার	--	১০	--	--	--
৪.	সিসি ক্যামেরা	--	--	১	--	--
৫.	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	--	--	১	১	--
৬.	LED টেলিভিশন	--	--	--	১	--
৭.	ফ্র্যাংকিং মেশিন	--	--	--	১	--
৮.	ডিপ ফ্রিজ	--	--	--	--	১
৯.	মাইক্রোওভেন	--	--	--	--	১
১০.	এয়ারকুলার	--	--	--	--	১
১১.	মটরসাইকেল	--	--	--	--	১
১২.	ফটোকপি মেশিন	--	--	--	১	--
১৩.	পিএবিএক্স মেশিন	--	--	--	--	১
১৪.	সার্ভার	--	--	--	--	১

বাজেট

বিবরণ	অর্থবছর				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
অর্থের পরিমাণ	৪০,০০০	৪,৫০,০০০	৬,৫০,০০০	১৫,০০,০০০	৩০,০০,০০০

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতার আলোকে প্রশাসন বিভাগের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে সকল পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

৬.৭ এস্টেট বিভাগ

প্রশিকাতে বর্তমানে স্থায়ী সম্পদ হিসাবে জমি এবং স্থাপনা রয়েছে। ২০১২ সালে কাজী ফারুক আহম্মদ কেন্দ্রীয় অফিস দখল করার পর প্রশিকার জমি ও স্থাপনার মূল দলিলসমূহ নিজের হাতে রেখেছেন। এ বিষয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করা হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে জমির যে সকল তথ্য আছে তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক ও উন্নয়ন এলাকার ব্যবস্থাপকদের সহায়তায় জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৪২টি উন্নয়ন এলাকার কাগজপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ১১টি উন্নয়ন এলাকার সম্পদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রশিকার স্থায়ী সম্পদ হিসাবে স্থাপনাসহ জমির পরিমাণ

ক্র.	বিবরণ	জমির পরিমাণ
৮.	৬৫টি উন্নয়ন এলাকায় জমির পরিমাণ (৫৮টি উন্নয়ন এলাকায় স্থাপনা রয়েছে)	৫৫.৩৬ একর
৯.	কেন্দ্রীয় অফিসে জমির পরিমাণ	০.৪৬ একর
১০.	কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৈট্টা	৩২.০০ একর

ক্র.	বিবরণ	জমির পরিমাণ
১১.	রংপুর আইএএফ ও হ্যাচারী	৪৫.৯৮ একর
১২.	খুলনা ফার্মে জমির পরিমাণ	১১.৫২ একর
১৩.	সাতকানিয়া ফার্মে জমির পরিমাণ	১৯.০৬ একর
মোট জমির পরিমাণ		**১৬৪.৩৮ একর**

জমির প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংগ্রহের তথ্য

ক্র.	বিষয়	সংখ্যা
১.	উন্নয়ন এলাকার দলিল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে	৪২টি উ/এলাকা
২.	উন্নয়ন এলাকার দলিল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	১৩টি উ/এলাকা
৩.	উন্নয়ন এলাকার দলিল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয়নি	১০টি উ/এলাকা
৪.	কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৈট্টা	জমির তথ্য আছে। দলিল বা দলিলের কপি নেই
৫.	প্রশিকার বিভিন্ন ফার্মসমূহ	
	ক) সাতকানিয়া ফার্ম	প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করা হয়েছে
	খ) খুলনা ফার্ম ও হ্যাচারী	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি
	গ) রংপুর ফার্ম	প্রয়োজনীয় দলিলাদির আংশিক সংগ্রহ করা হয়েছে
৬.	কেন্দ্রীয় অফিস	দলিলাদির প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করা হয়েছে
৭.	খারিজের তথ্য : ক) জমির খারিজ ও ডিসিআর হয়েছে খ) খারিজ ও ডিসিআর আংশিক হয়েছে গ) খারিজ করার প্রক্রিয়া চলমান	৩১টি উন্নয়ন এলাকার ২৪টি উন্নয়ন এলাকার ১০টি উন্নয়ন এলাকার

 # এছাড়া জমি সংক্রান্ত ৫টি উন্নয়ন এলাকায় মামলা চলমান আছে ।

উদ্দেশ্য

- প্রশিকার সম্পদসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সম্পদসমূহ দখল ও অখন্ডতা বজায় রাখা, স্বত্ব এবং স্বার্থ নিশ্চিত করা;
- সম্পদসমূহ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করা;
- প্রশিকার স্বার্থ বজায় রেখে আইনি বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা ও সমস্যাসমূহ সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বাস্তবায়ন কৌশল

১. সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী জমি নাম খারিজ করতে হয়। এক্ষেত্রে এখন ১০টি এলাকার নাম খারিজ বাকী রয়েছে এবং কিছু এলাকায় আংশিক হয়েছে। এ ছাড়া অধিকাংশ এলাকায় এখন বিএস রেকর্ড প্রকাশ হয়নি। প্রকাশ হলে বিএস রেকর্ড অনুযায়ী নাম খারিজ করা হবে;

২. কিছু এলাকায় জমির দলিল, খারিজ, সীমানা নির্ধারণী ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা রয়েছে। সেখানে আইনি বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা এবং মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা;

৩. যে পরিমাণ জমি ক্রয় করা হয়েছে সে অনুযায়ী এখন সীমানা নির্ধারণ হয়নি এবং যে সকল এলাকায় সীমানা দেয়াল নেই সেখানে নকশা ও দলিল অনুযায়ী সরকারি সার্ভেয়ার দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা এবং সীমানা দেয়াল নির্মাণ করা;

৪. স্থাপনাসমূহে ১/২ বছর পর পর কিছু সংস্কার করা এবং ফাঁকা জমিসমূহ যদি নিচু হয়, তাহলে সেখানে মাটি ফেলে ব্যবহার উপযোগী; এবং

৫. নিয়মিত জমির খাজনা, পৌর/সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্স পরিশোধ করা।

উল্লেখিত কৌশল বাস্তবায়নের জন্য তথা স্থায়ী সম্পদসমূহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে এলাকা অফিসের যোগসূত্র স্থাপন করা একান্ত জরুরি।

পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)

ক্রম.	বিবরণ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা				
		২০১৮ - ১৯	২০১৯ - ২০	২০২০ - ২১	২০২১ - ২২	২০২২ - ২৩
১.	জমির নাম খারিজ সম্পাদন	২	১০	১০	১	০
২.	মামলা পরিচালনা	৫	৫	৮	৫	৩
৩.	জমির সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে সার্ভে করা	২	৫	৫	৫	৫
৪.	জমি ও স্থাপনা উন্নয়ন	০	২	২	২	২
৫.	স্থাপনা সংস্কার ও উন্নয়ন	৪০	১০	৪০	৪০	৪০
৬.	ভূমি উন্নয়ন	১০	৫	৫	১০	১০
৭.	জমির খাজনা ও সিটি ট্যাক্স	৫	৫	৫	৫	৫
৮.	জমির নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ				৬০	৬০
৯.	অন্যান্য	২	৫	৫	৫	৫

বাজেট

ক্র.	বিবরণ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা					পঞ্চবার্ষিক মোট
		১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	
১.	নাম খারিজ সম্পাদন	১,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	২,০০,০০০	০	১৩,০০,০০০
২.	মামলা পরিচালনা	৭,০০,০০০	৫,০০,০০০	৮,০০,০০০	৫,০০,০০০	৩,০০,০০০	২৮,০০,০০০
৩.	জমির সীমানা নির্ধারণী দেয়াল (সংস্কার ও নির্মাণ)	৫,০০,০০০	২০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	১,১৫,০০,০০০
৪.	জমি ও স্থাপনা বিষয়ে উন্নয়ন কর্মশালা	০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	৪,০০,০০০
৫.	জমির খাজনা ও পৌরকর/ সিটি ট্যাক্স	৫,০০,০০০	৭,০০,০০০	৭,০০,০০০	৭,০০,০০০	৬,৫০,০০০	৩২,৫০,০০০
৬.	সার্ভে কাজ	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	২,৫০,০০০
৭.	জমি ও স্থাপনা উন্নয়ন ও সংস্কার	৫,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	৪৫,০০,০০০
৮.	ভূমি উন্নয়ন	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	২৫,০০,০০০
৯.	অন্যান্য	১,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	১৬,০০,০০০
মোট		২৭,৫০,০০০	৫০,৫০,০০০	৬৪,৫০,০০০	৬০,৫০,০০০	৫৭,৫০,০০০	২,৬০,৫০,০০০

৬.৮ মিডিয়া ও গণসংযোগ বিভাগ

প্রশিকা শুরু থেকেই দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করে আসছে। এ সংগঠিত সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রশিকা আয় ও কর্মসংস্থান, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নারী উন্নয়ন কর্মসূচি, মৌচাষ কর্মসূচি, কৃষিতে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য পরিবেশসম্মত কৃষি, দরিদ্র মানুষ জমির মালিক না হয়েও উৎপাদিত ফসলের মালিকানার জন্য সেচ কর্মসূচি, পরিবেশ রক্ষা ও আয়বৃদ্ধির জন্য সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য আরও অনেক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

উপরোল্লিখিত উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মকৌশল এবং এর প্রভাব সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অবহিত করা এবং দরিদ্র মানুষকে এ প্রক্রিয়ায় আরও সংশ্লিষ্ট করার জন্য তা প্রচার ও প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এরই প্রেক্ষিতে প্রশিকা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রশিকার কর্মকান্ড সর্ম্পকে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রশিকার মিডিয়া ও গণ সংযোগ বিভাগের সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

- প্রশিকার বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ;
- সকল কর্মসূচির সাফল্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকচিত্র (স্থির চিত্র) ও চলচ্চিত্র তৈরি করা ও তা প্রকাশ করা;

- অভীষ্ঠজনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপরোক্ত চিত্রসমূহ প্রদর্শন করা;
- প্রশিকার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিসমূহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা এবং জনগণের মাঝে প্রচার করা;
- বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- প্রশিকার কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।

অর্জন

- বিগত কয়েক বছর যাবৎ নানাবিধ সমস্যার কারণে এ বিভাগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। তারপরও এ বিভাগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশিকার কাজ এবং সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকগুলো প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- এছাড়াও উন্নয়ন এলাকাগুলোও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদের কার্যক্রম মিডিয়াতে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপকগণ এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু এলাকা তাদের কার্যক্রম মিডিয়াতে প্রকাশ করেছে।

বাস্তবায়ন কৌশল

- লিফলেট, পুস্তিকা ও কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা;
- সভা, সমাবেশ ও র‍্যালির মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির সাফল্য উপস্থাপন করা;
- গণগান-গণনাটকের মাধ্যমে সাফল্যের চিত্র উপস্থাপন করা;
- ভিডিও চিত্রের মধ্যেমে কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা; এবং
- বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যেমে প্রকাশ করা।

পরিকল্পনা (কেন্দ্রীয়)

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	মোট
কর্মসূচির প্রোফাইল তৈরি করা ও তা মিডিয়াতে প্রকাশের ব্যবস্থা করা	০	১	১	২	১	৫
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মিডিয়াতে প্রকাশের ব্যবস্থা করা	২	৬	৬	৬	৬	২৬
প্রশিকার কর্মসূচি সম্পর্কিত বুকলেট তৈরি করা	-	-	১	-	-	১
বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি	১	১	১	১	১	৫
সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা	১	-	১	-	১	৩

বাজেট

বিষয়	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	মোট
কর্মসূচির প্রোফাইল তৈরি করা ও তা মিডিয়াতে প্রকাশ	-	৫,০০০	৫,০০০	১০,০০০	৫,০০০	২৫,০০০
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মিডিয়াতে প্রকাশ	৪,০০০	১২,০০০	১২,০০০	১২,০০০	১২,০০০	৫২,০০০
প্রশিকার কর্মসূচি নিয়ে বুকলেট তৈরি করা	০	০	১০,০০০	০	০	১০,০০০
প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন	১০,০০০	০	১০,০০০	০	১০,০০০	৩০,০০০
ক্যামেরা ক্রয় ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয়	-	২০,০০০	-	-	-	২০,০০০
সর্বমোট	**১৪,০০০**	**৩৭,০০০**	**৩৭,০০০**	**২২,০০০**	**২৭,০০০**	**১,৩৭,০০০**

৬.৯ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা

ক্রমিক	বিভাগ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	মানবসম্পদ বিভাগ	৫	-	১	১	-
২	তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ	৪	-	২	-	-
৩	সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	১২	-	-	১	-
৪	অর্থ, হিসাব, কর্মী কল্যাণ তহবিল ও আর্থিক সেবা বিভাগ	৭	১	১	১	৩
৫	মিডিয়া ও গণসংযোগ বিভাগ	২	-	-	-	-
৬	মনিটরিং বিভাগ	৬	-	-	-	-
৭	অডিট বিভাগ	৪	২	১	-	-
৮	এস্টেট বিভাগ	৫	-	-	-	-
মোট		৪৫	৩	৫	২	০

প্রশিকার স্থাবর সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১. সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর

২. সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

৩. মধু উৎপাদন ও বিপণন

৪. জমি এবং স্থাপনা

৫. আঞ্চলিক মানবসম্পদ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

৬. চিংড়ি হ্যাচারী, শিরোমনি, খুলনা

৭. কেন্দ্রীয় কার্যালয়, প্রশিকা ভবন

৮. মানবসম্পদ কেন্দ্র, কৈট্টা, মানিকগঞ্জ

৯. কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন

৭. প্রশিকার স্থাবর সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রশিকার নিজস্ব অনেক জমি, স্থাপনা রয়েছে। এ জমি ও স্থাপনা আয়মূলক কাজে ব্যবহার করে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায়। এ লক্ষ্যে ফার্মসমূহকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার, বড় বড় স্থাপনা যেমন–প্রশিকা ভবন, এইচআরডিসি-কৈট্টা-মানিকগঞ্জ, আরএইচআরডিসি-ময়মনসিংহ, উন্নয়ন এলাকার স্থাপনা ও জমি আয় বৃদ্ধিকল্পে ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। মধু উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেও সংস্থার আয়বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। সে লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন স্থাপনা ও উৎপাদনমূলক কর্মসূচির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো ঃ

৭.১ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর

প্রশিকার আর্থিক স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার জন্য রংপুরে কৃষি খামারটি স্থাপন করা হয়। এটি একটি বহুমুখী উৎপাদনশীল কৃষি খামার। এ খামারে কৃষি, মৎস্য, পোলট্রি, বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মতো পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ খামারটি স্থাপিত হয়েছিল তার ব্যবস্থাপনা বিগত সময়ে চরম দুর্নীতি, খামখেয়ালীপনা, দুর্বল ও অদক্ষ পরিচালনা নীতির কারণে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি বরং উল্টো খামারটি একটি অলাভজনক এন্টারপ্রাইজে পরিণত হয়ে পড়ে।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ খামারটিকে উৎপাদনশীল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অর্থ বিনিয়োগ শুরু করেছে।

উদ্দেশ্য

খামারের আয় ও প্রশিকার আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খামারকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

খামারের কার্যক্রমসমূহ

আলু বীজ ও ধান বীজ উৎপাদন, সবজি উৎপাদন, কার্প, তেলাপিয়া ও শিং মাছের চাষ; ভুট্টা উৎপাদন এবং পোলট্রি ও বনায়ন।

বাস্তবায়ন কৌশল

কৃষকের সাথে চুক্তি করা; উৎপাদিত পণ্যের নিয়মিত বাজার দর যাচাই ও মনিটরিং করা; উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নত করা ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও সেগুলো দূরীকরণে কার্যকর কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়ন করা; কর্মীদের কাজের নিয়মিত মনিটরিং করা এবং খামারের সাফল্য-ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা।

পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩) ঃ কার্প হ্যাচারি

ক্র. নং	মাছের বিবরণ	অর্থবৎসর (উৎপাদন পরিকল্পনা)				
		২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩
১.	কার্প	৬,৩৪৫ কেজি	৭,৯১০ কেজি	৭,৯১০ কেজি	৭,৯১০ কেজি	৭,৯১০ কেজি
২.	তেলাপিয়া	০	২,০০০ কেজি	৪০০০ কেজি	৪,০০০ কেজি	৪,০০০ কেজি
৩.	শিং	০	০	০	১,০৫০ কেজি	১,০৫০ কেজি
৪.	কার্পের পোনা	৪০০ কেজি	৬০০ কেজি	৬০০ কেজি	৪০০ কেজি	৪০০ কেজি
৫.	সবজি ও পেঁপে চাষ					
	মোট	**৬,৭৪৫ কেজি**	**১০,৫১০ কেজি**	**১২,৫১০ কেজি**	**১৩,৩৬০ কেজি**	**১৩,৩৬০ কেজি**

বিঃদ্রঃ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আয়-ব্যয় বিবরণী পরিবর্তন কিংবা সংশোধিত হতে পারে।

সমন্বিত কৃষি খামার

ক্র. নং	বিবরণ/কর্মসূচি	বছরভিত্তিক (উৎপাদন পরিকল্পনা)									
		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১		২০২১-২০২২		২০২২-২০২৩	
		জমির আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ	জমির আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ	জমির আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ	জমির আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ	জমির আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ
০১	বীজ আলু উৎপাদন	৫.৭৫ একর	৪৮.২ মে. টন	১৯.০০ একর	১৫২ মে. টন	২৪.০০ একর ২০.০০ (চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে)	১৯২ মে. টন ১২৮ মে. টন	২৪.০০ একর ৪০.০০ একর (চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে)	১৯২ মে. টন ২৫৬ মে. টন	২.০০ একর মিনি টিউবার, ২২.০০ একর ভিত্তি বীজ, ৬০.০০ একর (চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে)	৭ মে. টন ১৬৫ মে. টন ৩৮৪ মে. টন
০২	বীজ ধান উৎপাদন (চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে)	১৮.০০ একর	৩২.৪ মে. টন	৩০.০০ একর	৫৪ মে. টন	৫০ একর	৯০ মে. টন	৭৫ একর	১৩৫ মে. টন	১০০ একর	১৮০ মে. টন
০৩	সবজি বীজ উৎপাদন	-	-	-	-	৫ একর	৫ মে. টন	১০ একর	১০ মে. টন	২০ একর	২০ মে. টন
০৪	ভূট্টা উৎপাদন	১২.০০ একর	৩০.০০ মে. টন	১৯.০০ একর	৫৩.০০ মে. টন	২৪ একর	৬৭ মে. টন	২৪ একর	৬৮ মে. টন	-	-
০৫	পাট ও সবজি চাষ	-	-	-	-	-	-	-	-	২২ একর	-
০৬	পোলট্রি	৫০০ টাইগার স্বপ্ননীল গ্রুপের সাথে যৌথভাবে প্রতিপালন করা হয়।	-	৪টি সেড ভাড়া ২টি সেডে কক/ সোনালি মুরগী পালন করা হবে	- ৪০০০ কক/ সোনালী পালন করা হবে	৪টি সেড ভাড়া ২টি সেডে কক/ সোনালি পালন করা হবে	- ৬০০০ কক/ সোনালী	৪টি সেড ভাড়া ২টি সেডে কক/সোনালি পালন করা হবে, হ্যাচিং মেশিন মেরামত করা হবে	- ৬০০০ কক/ সোনালি মুরগি পালন করা হবে -	৪টি সেড ভাড়া ২টি সেডে কক/ সোনালি এবং ১টি সেডে সেডে লেয়ার পালন করা হবে	- ৮০০০ কক/সোনালি এবং ৪০০০ লেয়ার পালন করা হবে
০৭	বনায়ন	-	-	২০০টি ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হবে		৪০০টি ফলজ, বনজ এবং ঔষধি চারা রোপন করা হবে		৫০০টি ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হবে		৫০০টি ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হবে	

বি. দ্র : বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে।

আয়-ব্যয় এবং বাজেট

ক্র. নং	বিবরণ/কর্মসূচি	বছরভিত্তিক (আয়-ব্যয় বিবরণী)														
		২০১৮-২০১৯			২০১৯-২০২০			২০২০-২০২১			২০২১-২০২২			২০২২-২০২৩		
		ব্যয়	আয়	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	ব্যয়	আয়	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	ব্যয়	আয়	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	ব্যয়	আয়	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	ব্যয়	আয়	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি
১.	কার্প জাতীয় মাছ	৩,৭১,৫১৫	৬,৯৭,৯৫০	৩,২৬,৪৩৫	৭,৪৭,০০০	১০,৬৭,৮৫০	৩,২০,৮৫০	৮,৪০,৩৪৫	১০,৬৭,৮৫০	২,২৭,৫০৫	১০,৬৩,৬২৫	১০,৬৭,৮৫০	৪,২২৫	১০,৬৩,৬২৫	১০,৬৭,৮৫০	৪,২২৫
২.	তেলাপিয়া	০	০	০	০	২২০০০০	২২০০০০	০	৪,৪০,০০০	৪,৪০,০০০	০	৪,৪০,০০০	৪,৪০,০০০	০	৪,৪০,০০০	৪,৪০,০০০
৩.	শিং	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৩,১৫,০০০	৩,১৫,০০০	০	৩,১৫,০০০	৩,১৫,০০০
৪.	চাপের পোনা	০	৪৬,৮০০	৪৬,৮০০	০	৭২,০০০	৭২,০০০	০	৭২,০০০	৭২,০০০		৪৮,০০০	৪৮,০০০	০	৪৮,০০০	৪৮,০০০
৫.	সবজী ও পেঁপে চাষ	২২,০০০	২৪,০০০	২,০০০	৩০০০০	৩৬০০০	৬০০০	৩৫,০০০	৪২,০০০	৭,০০০	৩৮৫০০	৪৬,৯০০	৮,৪০০	৪০,৪২৫	৪৮,৫০০	৮,০৭৫
৬.	বেতন-ভাতা ও যাতায়াত	৩,১৭,০৫৩	০	০	৪১৫০০০	০	০	৪,৫৬,৫০০	০	০	৫০২১৫০	০	০	৫,৫২,৩৬৫	০	০
৭.	সীমানা বরাবর কাঁটা তারের বেড়া পুন:নির্মাণ	১০,০০০	০	০	২০০০০	০	০	৩০,০০০	০	০	৪০০০০	০	০	৫০,০০০	০	০
৮.	প্রশাসনিক ও অফিস পরিচালনা	১২,০০০	০	০	১৮০০০	০	০	২৪,০০০	০	০	৩০০০০	০	০	৩৬,০০০	০	০
মোট		৭,৩২,৫৬৮	৭,৬৮,৭৫০	৩,৭৫,২৩৫	১,২৩,০০০০	১৩,৯৫,৮৫০	৬,১৮,৮৫০	১৩,৮৫,৮৪৫	১৬,২১,৮৫০	৭,৪৬,৫০৫	১৬,৭৪,২৭৫	১৯,১৭,৭৫০	৮,১৫,৬২৫	১৭,৪২,৪১৫	১৯,১৯,৩৫০	৮,১৫,৩০০

অর্থবৎসর : ২০১৮-২০২৩

মোট ব্যয়: ৬৭৬৫১০৩.০০
মোট আয়: ৭৬২৩৫৫০.০০
উদ্বৃত্ত : (৭৬২৩৫৫০ – ৬৭৬৫১০৩) = ৮৫৮৪৪৭.০০ টাকা

বি:দ্রঃ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আয়-ব্যয় বিবরণী পরিবর্তন/সংশোধিত হতে পারে।

উৎপাদন পরিকল্পনা

ক্র. নং	বিবরণ/কর্মসূচি	বছরভিত্তিক (আয়-ব্যয় বিবরণী)														
		২০১৮-২০১৯			২০১৯-২০২০			২০২০-২০২১			২০২১-২০২২			২০২২-২০২৩		
		আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি
১.	বীজ আলু উৎপাদন ও বিপণন (নিজস্ব)	১৮৩৫০০০	১৩৭০০০০	৪৬৫০০০	৪৮৪৬১৮৮	৩০৭৬৮৩০	১৭৬৯৩৫৮	৬০৫১৫০০	৪০৮০৯০০	১৯৭০৬০০	৬২৮৬৫৫০	৪২৮৫০০০	২০০১৫৫০	৭২১৬৫০০	৪৯৮৯৫০০	২২২৭০০০
	চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে উৎপাদন	০	০	০	০	০	০	৪০৪৩২০০	২৩৬৭৩৬০	১৬৭৫৮৪০	৮১০৮২৮৮	৫১৪১৯২০	২৯৬৬৩৬৮	১২৭৪১১৬০	৭৬৯৩৮৪০	৫০৪৭৩২০
২.	বীজ ধান উৎপাদন ও বিপণন	১৬৭২০০০	১২৭৬০০০	৩৯৫২০০	২৮২১৫০০	২২১০৬০০	৬১০৯০০	৪৭০২৫০০	৩৭০০০০০	১০০২৫০০	৭০৪৭০০০	৫৬২৫০০০	১৪২২০০০	৯৪৫৬০০০	৫৫৫৬০০০	৩৯০০০০০
৩.	সবজী বীজ উৎপাদন ও বিপণন	০	০	০	০	০	০	২৫০০০০০	১৫০০০০০	১০০০০০০	৫০০০০০০	৩০০০০০০	২০০০০০০	১০০০০০০০	৬০০০০০০	৪০০০০০০
৪.	ভূট্টা উৎপাদন ও বিপণন	৩৪৫৬০০	২৪০০০০	১০৫৬০০	৪৮০০০০	৩১২০০০	১৬৮০০০	৬৩৬০০০	৪২৬০০০	২১০০০০	৮৬৪০০০	৬০০০০০	২৬৪০০০	০	০	০
৫.	পাট ও সবজী উৎপাদন ও বিপনন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৪০০০০	৩৫০০০০	১৯০০০০
৬.	পোল্ট্রী (৪টি সেড ভাড়া)	৪০৮০০০	৩২৫০০০	৮৩০০০	৬৩৩৬০০		৬৩৩৬০০	৬৯৬৯৬০	০	৬৯৬৯৬০	৭৬৬৬৫৬	০	৭৬৬৬৫৬	৮৪৩৩০০	০	৮৪৩৩০০
	২টি সেডে কক / সোনালী মুরগী পালন		০	০	৩৯৯০০০০	৩৬২০০০০	৩৭০০০০	৪১৮৯৫০০	৩৮০১০০০	৩৮৮৫০০	৪৩৯৮৯৭৫	৩৯৯১০০০	৪০৭৯২৫	৪৬১৮৯২৪	৪১৯০৬০২	৪২৮৩২২
৭.	পোল্ট্রী খামার ও অফিস চত্বরেরও সীমানা বরাবর কাঁটা তারের বেড়া পুন:নির্মাণ	০	০	০	০	২০০০০০	০	০	৩০০০০০	০	০	৫০০০০০	০	০	৭০০০০০	০
৮.	ষ্টাফ বেতন-ভাতা ও যাতায়াত	০	১০৭৮০০০	০	০	১৩০৮০০০	০	০	২১৭০০০০	০	০	২৬৪০০০০	০	০	২৯৬৪০০০	০
৯.	প্রশাসনিক ও অফিস পরিচালনা	০	০	০	০	৬০০০০	০	০	৭২০০০	০	০	৯৬০০০	০	০	১০৮০০০	০
মোট		৪২৬০৬০০	৪২৮৯০০০	১০৪৮৮০০	১২৭৭১২৮৮	১০৭৮৭৪৩০	৩৫৫১৮৫৮	২২৮১৯৬৬০	১৮৪১৭২৬০	৬৯৪৪৪০০	৩২৪৭১৪৬৯	২৫৮৭৮৯২০	৯৮২৮৪৯৯	৪৫৪১৫৮৮৪	৩২৫৫১৯৪২	১৬৬৩৫৯৪২

অর্থবৎসর : ২০১৮-২০২৩

মোট ব্যয়: ৯১৯২৪৫৫২.০০

মোট আয়: ১১৭৭৩৮৯০১.০০

উদ্বৃত্ত : (১১৭৭৩৮৯০১ – ৯১৯২৪৫৫২) = ২৫৮১৪৩৪৯

৭.২ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

এটি প্রশিকার অন্যতম বহুমুখী কৃষি খামার। প্রশিকার আর্থিক স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনের জন্য এ খামারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ খামারে যেসব উৎপাদনমূলক খাত রয়েছে সেগুলো হচ্ছে মুরগি পালন, বৃক্ষরোপন ও সবজি চাষ। এ খামারের মোট আয়তন ১৯.০৬ একর। সে লক্ষ্যে খামারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা, অদক্ষ কর্মী এবং কার্যকর পরিকল্পনার অভাবের কারণে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। খামারটিকে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনশীল করার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উদ্দেশ্য

খামারটির সম্পদের সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করা; কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা; খামারের উৎপাদনশীলতা ও প্রশিকার আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধি করা।

বাস্তবায়ন কৌশল

- এ খামারের কার্যক্রমসমূহ একটি দক্ষ বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করা;
- নিয়মিত উৎপাদিত পণ্যের বাজার দর যাচাই করা;
- নিয়মিত বিপণন প্রক্রিয়া মনিটরিং করা;
- খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- নিয়মিত ঝুঁকি চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা /উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট তৈরি করা; এবং
- উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ও পরামর্শ নেওয়া।

কার্যক্রম

এ খামারের নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন-

- মুরগি প্রতিপালন; ডিম উৎপাদন; খামারের বাগানে বৃক্ষরোপণ ও সবজি চাষ।

উপরোক্ত কার্যক্রমগুলো সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পরিকল্পনা ২০১৮-২০২৩ বর্ষের এ পরিকল্পনায় বিস্তারিত খাতওয়ারি দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা (২০১৮ - ২০১৯)

আয়ের খাতসমূহ			ব্যয়ের খাতসমূহ		
ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	ডিম বিক্রি	১,৪৬১,০০০	১	বাচ্চা ক্রয় বাবদ ১৪,০০০ হাজার	৪৯০,০০০
২	গাছ বিক্রি	৩২৫,০০০	২	খাদ্য ক্রয় বাবদ	৩,২৯৬,১৫৬
৩	সবজি বিক্রি	১,০০০	৩	ভ্যাকসিন ক্রয় বাবদ	৩১০,০০০
৪	১ম ব্যাচের ৬৯৩৫টি মুরগির মূল্য	২,৭৪৬,২৬০	৪	ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয়	১৩৫,০০০
৫	২য় ব্যাচের ৬৯০০টি মুরগির মূল্য	১,৬৪২,০০০	৫	বেতন বাবদ	১,২৫০,৯২১
			৬	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	৪১২,৮৯৫
			৭	ডিজেল ক্রয় বাবদ	১৮১,০০০
			৮	যাতায়াত খরচ	৩৯,৩৮৫
			৯	লেবার খরচ বাবদ	২২,১০০
			১০	পরিবহণ	৭৮,১৯০
			১১	আপ্যায়ন	৫০,০০০
			১২	মেরামতসহ অন্যান্য	৩২০,০০০
মোট		৬,১৭৫,২৬০	মোট		৬,৫৮৫,৬৪৭

পরিকল্পনা (২০১৯ - ২০২০)

আয়ের খাতসমূহ			ব্যয়ের খাতসমূহ		
ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	ডিম বিক্রি	৪০,৭৭১,৯০০	১	বাচ্চা ক্রয় ২০০০০×৪৫	৯০০,০০০
২	গাছ বিক্রি	০	২	খাদ্য ক্রয় বাবদ	৩৩,৩১৮,৬২০
৩	সবজি বিক্রি	০	৩	ভ্যাকসিন ক্রয় বাবদ	৭৩৬,৯৪২
৪	মুরগি মজুত হবে ১৯৪০০×১.৯ কেজি ৩৬৮৬০×১৮০	৬,৬৩৪,৮০০	৪	ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয়	২৫৭,৮২৮
			৫	বেতন বাবদ	৫,১৮৪,০০০
			৬	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	১,০০৫,০০০
			৭	ডিজেল ক্রয় বাবদ	০
			৮	যাতায়াত খরচ	৬০,০০০
			৯	লেবার খরচ বাবদ	২০,০০০
			১০	পরিবহণ	৮৫,০০০
			১১	আপ্যায়ন	০
			১২	মেরামতসহ অন্যান্য	৩০০,০০০
মোট		৪৭,৪০৬,৭০০	মোট		৪১,৮৬৭,৩৯০

পরিকল্পনা (২০২০ - ২০২১)

আয়ের খাতসমূহ			ব্যয়ের খাতসমূহ		
ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	ডিম বিক্রি	২০,৩৮৫,৯৫০	১	বাচ্চা ক্রয় ১০০০০×৪৫	৪৫০,০০০
২	গাছ বিক্রি	০	২	খাদ্য ক্রয় বাবদ	১৬,৬৫৯,৩১০
৩	সবজি বিক্রি	৫,০০০	৩	ভ্যাকসিন ক্রয় বাবদ	৩৬৮,৪৭১
৪	মুরগি বিক্রি	৩,৩১৭,৪০০	৪	ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয়	১২৮,৯১৪
৫	অন্যান্য	১০,০০০	৫	বেতন বাবদ	২,০৯২,০০০
			৬	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	৭৮০,০০০
			৭	ডিজেল ক্রয় বাবদ	০
			৮	যাতায়াত খরচ	০
			৯	লেবার খরচ বাবদ	০
			১০	পরিবহণ	৮২,৫০০
			১১	আপ্যায়ন	৫,০০০
			১২	মেরামতসহ অন্যান্য	১০০,০০০
মোট		২৩,৭১৮,৩৫০	মোট		২০,৬৬৬,১৯৫

পরিকল্পনা (২০২১ - ২০২২)

আয়ের খাতসমূহ			ব্যয়ের খাতসমূহ		
ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	ডিম বিক্রি	২৮,৩৪৫,২০০	১	বাচ্চা ক্রয় ১৪০০০×৪৭	৬৫৮,০০০
২	গাছ বিক্রি	০	২	খাদ্য ক্রয় বাবদ	২৩,৩০০,০০০
৩	সবজি বিক্রি	৫,০০০	৩	ভ্যাকসিন ক্রয় বাবদ	৫০০,০০০
৪	মুরগি বিক্রি	৪,৬৪৪,৩৬০	৪	ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয়	১৮০,০০০
৫	অন্যান্য	১০,০০০	৫	বেতন বাবদ	৪,২১২,০০০
			৬	বিদ্যুৎ বিল ও ডিজেল	৯৯০,০০০
			৭	যাতায়াত খরচ	৫০,০০০
			৮	লেবার খরচ বাবদ	২০,০০০
			৯	পরিবহণ	১১৫,০০০
			১০	আপ্যায়ন	০
			১১	মেরামতসহ অন্যান্য	২০০,০০০
মোট		৩৩,০০৪,৫৬০	মোট		৩০,২২৫,০০০

পরিকল্পনা (২০২২ - ২০২৩)

আয়ের খাতসমূহ			ব্যয়ের খাতসমূহ		
ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	ডিম বিক্রি	৫০,৯৬৪,৮৭৫	১	বাচ্চা ক্রয় ২৫০০০×৪৭	১,১৭৫,০০০
২	গাছ বিক্রি	০	২	খাদ্য ক্রয় বাবদ	৪১,৬৪৮,২৭৫
৩	সবজি বিক্রি	১০,০০০	৩	ভ্যাকসিন ক্রয় বাবদ	৯২১,৫০০
৪	মুরগি বিক্রি	৮,২৯৩,৫০০	৪	ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয়	৩২২,৫০০
৫	অন্যান্য	২০,০০০	৫	বেতন বাবদ	৫,৭২৪,০০০
			৬	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	১,১০০,০০০
			৭	ডিজেল ক্রয় বাবদ	০
			৮	যাতায়াত খরচ	১০০,০০০
			৯	লেবার খরচ বাবদ	১০০,০০০
			১০	পরিবহণ	২০০,০০০
			১১	আপ্যায়ন	৫,০০০
			১২	মেরামতসহ অন্যান্য	৩০০,০০০
মোট		৫৯,২৮৮,৩৭৫	মোট		৫১,৫৯৬,২৭৫

এক নজরে বছরভিত্তিক আয় ও ব্যয়

আয়ের খাতসমূহ			ব্যয়ের খাতসমূহ		
ক্র.	অর্থ বছর	টাকার পরিমাণ	ক্র.	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	১ম বছর : ২০১৮-২০১৯	৬,১৭৫,২৬০	১	১ম বছর : ২০১৮-২০১৯	৬,৫৮৫,৬৪৭
২	২য় বছর : ২০১৯-২০২০	৪৭,৪০৬,৭০০	২	২য় বছর : ২০১৯-২০২০	৪১,৮৬৭,৩৯০
৩	৩য় বছর : ২০২০-২০২১	২৩,৭১৮,৩৫০	৩	৩য় বছর : ২০২০-২০২১	২০,৬৬৬,১৯৫
৪	৪র্থ বছর : ২০২১-২০২২	৩৩,০০৪,৫৬০	৪	৪র্থ বছর : ২০২১-২০২২	৩০,২২৫,০০০
৫	৫ম বছর : ২০২২-২০২৩	৫৯,২৮৮,৩৭৫	৫	৫ম বছর : ২০২২-২০২৩	৫১,৫৯৬,২৭৫
মোট		১৬৯,৫৯৩,২৪৫	মোট		১৫০,৯৪০,৫০৭

*** নীট লাভ (১৬৯,৫৯৩,২৪৫ – ১৫০,৯৪০,৫০৭) = ১৮,৬৫২,৭৩৮ টাকা।**

৭.৩ মধু উৎপাদন ও বিপণন

বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৌচাষের মাধ্যমে মধু উৎপাদনের পাশাপাশি ফুলের সফল পরাগায়ন ঘটিয়ে কৃষিজাত শস্য/ফলের উৎপাদনসহ গুণগতমান উন্নয়ন হচ্ছে।এছাড়াও মৌমাছি পালন করে এদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে মৌচাষ অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে মধুর বহুবিধ ঔষধি গুণ রয়েছে যা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন রোগবালাই থেকে রক্ষা পেতে পারে।

প্রশিকার ২৬টি উন্নয়ন এলাকায় মৌচাষ কর্মসূচি চালু ছিল। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় মৌচাষ কর্মসূচির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

মৌচাষ কর্মসূচি মানুষের কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম কর্মসূচি। আর্থিক সম্ভাবনা বিবেচনা করে প্রশিকার বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মৌচাষ কর্মসূচি পুনরায় বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উদ্দেশ্য

- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ মাত্রায় মধু উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- মানুষের কাছে মধুর ঔষধি গুণ প্রচার ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বেঁচে থাকার পথ তৈরি এবং
- প্রশিকার আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসূচির সম্প্রসারণ ঘটানো।

বাস্তবায়ন কৌশল

- মৌখামার পরিচালনার ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোক নিয়োগ করা;
- প্রয়োজনমাফিক মৌ কলোনী তৈরি করা;
- মৌমাছির আনুপাতিক হারে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খাবার নির্ধারণ করা;
- ফুলের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে মৌ কলোনী সময়মত স্থানান্তর করা;
- গুণগত মানের মধু উৎপাদন করা;
- মধু বাজারজাতকরণের আধুনিক কৌশল নির্ধারণ করা;
- নিয়মিত মনিটরিং করে রোগবালাই চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- অধিক মধু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৌশল নির্ধারণ করা;
- কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি এবং
- কর্মসূচি/কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরিকল্পনা (২০১৮ - ২০২৩)

মৌকলোনী :

ক্র. নং	বিবরণ	১৮-১৯	১৯-২০	২০-২১	২১-২২	২২-২৩
		বিদ্যমান	মোট	মোট	মোট	মোট
১.	মৌ খামার	১	১	২	৩	৪
২.	মৌমাছিসহ বক্স	৫৫	৮০	১৬০	২৪০	৩২০
৩.	মৌমাছিসহ ফ্রেম	২৯০	৪৪০	৯২০	১৪০০	১৮৮০

উৎপাদিত মধু ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের তথ্য

অর্থ বছর	সরিষা			কালোজিরা			লিচু			মোট		মৌমাছিসহ ফ্রেম বিক্রয়			মোম থেকে আয়			সর্বমোট আয়
	কেজি	দর	টাকা	কেজি	দর	টাকা	কেজি	দর	টাকা	কেজি	টাকা	সংখ্যা	দর	টাকা	কেজি	দর	টাকা	টাকা
২০১৮-১৯	১৬২৬.৫	৩০০	৪৮৭৯৫০	১৪১	৫০০	৭০৫০০	৩৪১	৩৫০	১১৯৩৫০	২১০৮.৫	৬৭৭৮০০	০	০	০	০	০	০	৬৭৭৮০০
২০১৯-২০	২০০০	৩০০	৬০০০০০	৪৫০	৫০০	২২৫০০০	১০৫০	৩৫০	৩৬৭৫০০	৩৫০০	১১৯২৫০০	৫০	৪০০	২০০০০	১০	৪০০	৪০০০	১২১৬৫০০
২০২০-২১	৩৫০০	৩০০	১০৫০০০০	১৫০০	৫০০	৭৫০০০০	২৫৮০	৩৫০	৯০৩০০০	৭৫৮০	২৭০৩০০০	১০০	৪০০	৪০০০০	২০	৪০০	৮০০০	২৭৫১০০০
২০২১-২২	৫৫০০	৩০০	১৬৫০০০০	২০০০	৫০০	১০০০০০০	৩৫০০	৩৫০	১২২৫০০০	১১০০০	৩৮৭৫০০০	১৫০	৪০০	৬০০০০	৩০	৪০০	১২০০০	৩৯৪৭০০০
২০২২-২৩	৯৫০০	৩০০	২৮৫০০০০	৩৫০০	৫০০	১৭৫০০০০	৫০০০	৩৫০	১৭৫০০০০	১৮০০০	৬৩৫০০০০	২০০	৪০০	৮০০০০	৫০	৪০০	২০০০০	৬৪৫০০০০
মোট	২২১২৬.৫	৩০০	৬৬৩৭৯৫০	৭৫৯১	৫০০	৩৭৯৫৫০০	১২৪৭১	৩৫০	৪৩৬৪৮৫০	৪২১৮৮.৫	১৪৭৯৮৩০০	৫০০	৪০০	২০০০০০	১১০	৪০০	৪৪০০০	১৫০৪২৩০০

* প্রতি ফ্রেমে গড় মধু উৎপাদন ৮ কেজি হিসাবে।

সর্বমোট আয়

ক্রমিক	বিবরণ	টাকা
১.	মধু বিক্রয় থেকে আয়	১৪৭৯৮৩০০
২.	মৌ ফ্রেম বিক্রয় থেকে আয়	২০০০০০
৩.	মোম বিক্রয় থেকে আয়	৪৪০০০
মোট আয়		১৫০৪২৩০০

৫ বছরে (২০১৮ - ২০২৩) কর্মীর বেতন ভাতা, যাতায়াত ও উৎসব ভাতা এবং আন্যান্য খরচ

বিবরণ	২০১৮-১৯ বিদ্যমান		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১- ২২		২০২২-২৩		সর্বমোট	
	কর্মী সংখ্যা	বেতন ও উৎসব	কর্মী সংখ্যা	বেতন ও উৎসব	কর্মী সংখ্যা	বেতন ও উৎসব	কর্মী সংখ্যা	বেতন ও উৎসব	কর্মী সংখ্যা	বেতন ও উৎসব	মোট কর্মী	মোট বেতন ও উৎসব ভাতা
ব্যবস্থাপক	২	৩২০৪০০	২	৩২০৪০০	৩	৫২৮৬৬০	৪	৭৭৫৩৬৮	৫	১০৬৬১৩১	৫	৩০১০৯৫৯
সহকারী	০	০	০	০	১	১০৬৮০০	২	২৩৪৯৬০	৩	৩৮৭৬৮৪	৪	৭২৯৪৪৪
মৌ বক্স তৈরি	০	০	৮০	৬৪০০০	৮০	৬৮০০০	৮০	৮০	৩২০	৭২০০০	৩২০	২০৪০৮০
মাঠ যাচাই ও মৌ খামার মাইগ্রেশন	০	০	০	৩৫০০০	০	৪০০০০	০	৪৫০০০	০	৫০০০০	০	১৭০০০০
মেরামত ও অন্যান্য	০	৫০০০	০	৫০০০	০	৭০০০	০	৮০০০	০	০	০	২৫০০০
মনিটরিং	০	১০০০০	০	২০০০০	০	২৫০০০	০	২৫০০০	০	২৫০০০	০	১০৫০০০
মোট	২	৩৩৫৪০০		৪৪৪৪০০		৭৭৫৪৬০		১০৮৮৪০৮		১৬০০৮১৫		৪২৪৪৪৮৩

- ম্যানেজারদের মাসিক বেতন ধরা হয়েছে ১২,০০০ টাকা। প্রতিবছর মূল বেতনের ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে, উৎসব ভাতা পাবে মূল বেতনের ৫০% এবং বাংলা নববর্ষে (১লা বৈশাখে) ৩৫% পাবে।
- সহকারীদের মাসিক বেতন ৮০০০ টাকা হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতিবছর মূল বেতনের ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে, উৎসব ভাতা পাবে মূল বেতনের ৫০% এবং বাংলা নববর্ষে (১লা বৈশাখে) ৩৫% পাবে।
- সরিষা, লিচু ও কালোজিরা, ধনিয়া ও সুন্দরবন এলাকার মাঠ যাচাই ও মাইগ্রেশন।

অর্থ বছর অনুসারে মোট চিনি/খাবারের পরিমাণ ও টাকা

অর্থ বছর	চিনি/খাবারের পরিমাণ (কেজি)	দর (টাকা)	মোট টাকা
২০১৮ - ২০১৯	৭২০	৫০	৩৬০০০
২০১৯ - ২০২০	১১০০	৫০	৫৫০০০
২০২০ - ২০২১	৩৪৪০	৫০	১৭২০০০
২০২১ - ২০২২	৬৭৫০	৫০	৩৩৭৫০০
২০২২ - ২০২৩	৭৫০০	৫০	৩৭৫০০০
মোট	১৯৫১০	৫০	৯৭৫৫০০

- চিনির প্রতি কেজির গড় মূল্য ৫০/- টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে।
- প্রতি ফ্রেম মৌমাছির জন্য গড় খাবার ০.৯৫ গ্রাম হিসাবে প্রতিবারে এবং মাসে ৪-৬ বার।

*** মৌমাছি হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে খাবার পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।**

মৌখামারের সর্বমোট ব্যয়

ক্রমিক	বিবরণ	মোট খরচ
১.	ব্যবস্থাপকের বেতন ও উৎসব ভাতা	৩০১০৯৫৯
২.	সহকারী কর্মীর বেতন ও উৎসব ভাতা	৭২৯৪৪৪
৩.	মৌবক্স তৈরি	২০৪০৮০
৪.	মাঠ যাচাই ও মৌ খামার মাইগ্রেশন	১৭০০০০
৫.	মেরামত ও অন্যান্য	২৫০০০
৬.	মনিটরিং	১০৫০০০
৭.	মৌমাছির খাবার খরচ	৯৭৫৫০০
মোট		৫২১৯৯৮৩

*** সর্বসাকুল্যে আয়----------১,৫০,৪২,৩০০**

*** সর্বসাকুল্যে ব্যয় ----------৫২,১৯,৯৮৩**

নীট আয়---------- ৯৮,২২,৩১৭

৭.৪ জমি এবং স্থাপনা ব্যবস্থাপনা

প্রশিকার ৬৫টি উন্নয়ন এলাকায় নিজস্ব জমি রয়েছে। এরমধ্যে ৫৮টি এলাকায় স্থাপনাসহ জমি এবং ৭টি এলাকায় শুধুমাত্র জমি রয়েছে। প্রশিকার জমি এবং স্থাপনা রক্ষার্থে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, প্রশিকার যে সকল উন্নয়ন এলাকায় জমি এবং স্থাপনা রয়েছে তা থেকে কিভাবে আয় করা যায় তার একটি পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নির্ণয় করা। এরই প্রেক্ষিতে ২০১৮-২০১৯ সাল মেয়াদে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উদ্দেশ্য

১. জমি এবং স্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাসহ সংস্থার আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

২. অফিস ভাড়া দিয়ে ও স্থাপনার সংস্কার করে অফিস ব্যবস্থাপনা করা;

৩. সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং

৪. স্থাপনাসমূহের গুণগত মান ভাল রাখা এবং স্থায়ীত্ব মজবুত করা।

স্থাপনা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

- স্থাপনা বা অফিস বিল্ডিং আবাসিক, সরকারি-বেসরকারি অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, প্রশিক্ষণ ভেন্যু ইত্যাদি হিসাবে ভাড়া দেয়া;
- যেখানে দোকানের চাহিদা রয়েছে সেখানে দোকানঘর নির্মাণ করে ভাড়া দেয়া। এক্ষেত্রে দোকানের চাহিদা নিরূপণ করে প্রয়োজনে অর্থ অগ্রিম গ্রহণ করে দোকানঘর নির্মাণ শুরু করা;
- অফিস চত্বরে ফাঁকা জায়গায় ফলের গাছ লাগানো এবং সবজি চাষ করা;
- যে সকল এলাকায় পুকুর রয়েছে, সেখানে মৎস্য চাষ অথবা লীজ এবং
- যেখানে ফসলি জমি /আবাদী জমি রয়েছে, সেখানে প্রশিকার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে চাষ করা অথবা লীজ দেয়া।

অর্জন

ক্র.	বিবরণ	জুলাই-ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত ৬ মাসের পরিকল্পনা	জুলাই-ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত ৬ মাসের অর্জন
১.	অফিস ভাড়া	১৬,৩৮,২৫০	১৩,২২,৬৩০
২.	পুকুর লীজ	১,০৭,৮০০	১,১৪,২০০
৩.	গাছ বিক্রয়	৮১,০০০	৬৩,৮০০
৪.	জমি লীজ	৩৮,০০০	৫৮,০০০
৫.	ফল বিক্রয়	৪০,০০০	৫০,৮২৩
৬.	দোকান ভাড়া	৩৪,০০০	৬,২২,৫০০
৭.	অন্যান্য	২১,৫০০	৩৬,৮৭৮
মোট		**১৯,৬০,৫৫০**	**২২,৬৮,৮৩১**

পরিকল্পনা

ক্র.	বিবরণ	২০১৫ থেকে জুন '১৮ পর্যন্ত অর্জন	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা					পঞ্চবার্ষিক মোট
			২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	
১০.	অফিস ভাড়া	১০৮০৭৯০	৩৩৬৫৮০০	৩৬৯৫৮০০	৩৯৯৫৮০০	৪২০০০০০	৪৬২০০০০	১৯৮৭৭৪০০
১১.	পুকুর লীজ/মাছ চাষ	১৬৭৬০০	৪০৭৮০০	৪৪৭৮০০	৪৮৭৮০০	৫০০৮০০	৫২০৮০০	২৩৬৫০০০
১২.	গাছ বিক্রয়	২২০০০	৫৩৮০০০	৫২০০০০	৫০০০০০	৪৮০০০০	৪৪০০০০	২৪৭৮০০০
১৩.	জমি লীজ	৩৭১০০	৭৬০০০	৮৩০০০	৯১০০০	১০০০০০	১১০০০০	৪৬০০০০
১৪.	ফল বিক্রয়	১৬৪৭৪৯	১৪৭০০০	১৫০০০০	১৫৫০০০	১৫৫০০০	১৫৫০০০	৭৬২০০০
১৫.	সবজি বিক্রয়	০	১৩৭০০	১৩৭০০	১৩৭০০	১৩৭০০	১৩৭০০	৬৮৫০০
১৬.	দোকান ভাড়া	০	২০১২০০	২২১২০০	২৪১২০০	২৬৪৪০০	২৯২৬০০	১২২০৬০০
১৭.	হাঁস-মুরগি প্রতিপালন	০	৭০০০০	৭০০০০	৭০০০০	৭০০০০	৭০০০০	৩৫০০০০
১৮.	অন্যান্য	৩৩৩০০	৭৫৫০০	৭৫৫০০	৭৫৫০০	৭৫৫০০	৭৫৫০০	৩৭৭৫০০
মোট		**১৫০৫৫৪১**	**৪৮৯৫০০১**	**৫২৭৭০০৩**	**৫৬৩০০০২**	**৫৮৫৯৪০১**	**৬২৯৭৬০১**	**২৭৯৫৯০০৮**

৭.৫ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

প্রশিকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে প্রশিক্ষণ (মানবিক ও দক্ষতা) কর্মসূচি সেগুলিকে বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে প্রশিকার কর্মএলাকা ও কর্মসূচি বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মীর সংখ্যা ও প্রশিক্ষণ চাহিদা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র মাঠ পর্যায়ে কর্মী ও সমিতির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের (HRDC) মাধ্যমে বিভিন্ন আয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এটি ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নামে পরিচিত ও ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত। উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, সেমিনার, বিভিন্ন রকমের সভার (জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক) আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এ কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্যসমূহ

- আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করা।

অর্জন

- ২০০৪ সালের মার্চ থেকে এ কেন্দ্রটি প্রশিকার নিজস্ব প্রশিক্ষণ পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভেন্যু ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করে আসছে। জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ বিপণনসহ ভেন্যু ভাড়া দিয়ে মোট ৩১,৬৩৪,৩৩১.০০ (তিন কোটি ষোল লক্ষ্য চৌত্রিশ হাজার তিনশত একত্রিশ) টাকা আয় হয়েছে।

পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রশিকার নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ বিপণন ও সেবা বিপণনের মাধ্যমে আয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে অত্র কেন্দ্রের সুবিধাদি বাড়ানোর পরিকল্পনাও লক্ষ্যমাত্রায় ধরা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ক্র.	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা					মোট
		২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩	
১.	প্রশিক্ষণ বিপণন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেবা বিপণন থেকে আয় (টাকায়)	৫,৮০২,৮৫০	৫,৯৭৫,৬৫০	৬,১৫৫,৬৫০	৬,২১৬,৪০০	৬,৩২৪,৭০০	৩০,৪৭৫,২৫০
২.	পুরোনো কেন্দ্রের সুবিধা বাড়ানো। একটি ইউনিট/৫টি গেস্ট রুম বাড়ানো। (অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে)	০	০১	০	০	০	০১

একটি ইউনিট নতুন করে বাড়ানো হলে ১০টি সিঙ্গেল খাট, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও তৈজষপত্র ক্রয় দরকার হবে। নতুন পাঁচটি গেস্টরুমের জন্য ৫টি এসি ও পুরানো গেস্টরুমের জন্য অতিরিক্ত ৪টি এসি ক্রয়সহ পুরাতন এসিগুলি সার্ভিসিং করার প্রয়োজন হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহের বর্তমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির যেসব কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে তা নিচে দেয়া হলো ঃ

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেবা বিপণন আরো জোরদার করার জন্য গত ১০ বছরে সেবাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা অনুযায়ী সরাসরি সাক্ষাৎ ও ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ বাড়ানো;
- সম্ভাব্য নতুন প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করে ঐসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা;
- সেবার মান অধিকতর উন্নত করা, খাবার মেন্যুতে বৈচিত্র আনার মাধ্যমে সেবাগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি বাড়ানো;

- প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও কেন্দ্রের সেবা বিপণনের কৌশল হিসাবে বিভিন্ন সময়ে যেমন, বাংলা নববর্ষ, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, বড়দিন ইত্যাদি দিবসে সেবা গ্রহণকারীদের শুভেচ্ছাস্বরূপ কার্ড ও টোকেন উপহার দেয়া;
- সেবাগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রের বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় সেবা দেয়া;
- কেন্দ্রের সেবা ব্যবহারকারী এবং সম্ভাব্য ব্যবহারকারী এন,জি,ও/কর্পোরেট সেক্টরের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করা;
- সেবাগ্রহণকারী, সম্ভাব্য ব্যবহারকারী, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও জনপ্রতিনিধিগণদেরকে কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা;
- GO-NGO সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন দিবস উদযাপন (যেমন- নারী দিবস,স্বাধীনতা দিবস, সাক্ষরতা দিবস, বিজয় দিবস, ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস) ইত্যাদিতে সরাসরি অংশগ্রহণ;
- প্রশিকায় ইতোপূর্বে নিয়মিত ব্যবহারকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেট অফিস যদি কোন কারণে পরবর্তীতে প্রোগ্রাম না করে, সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও ফিডব্যাক নেয়া। অতঃপর বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে ফিডব্যাক অনুযায়ী সীমাবদ্ধতা নিরসন করে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া।

বাজেট

আয় :

ক্রম.	বিবরণ	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা/পরিকল্পনা					
		১ম বছর (২০১৮-১৯)	২য় বছর (২০১৯-২০)	৩য় বছর (২০২০-২১)	৪র্থ বছর (২০২১-২২)	৫ম বছর (২০২২-২৩)	মোট
ক.	**আয়ের খাতসমূহ**						
১	আবাসন	২১,৪৭,৮৫০	২২,১৭,১৫০	২২,৭৫,৬৫০	২৩,০৪,৯০০	২৩,৫১,৭০০	১,১২,৯৭,২৫০
২	হলরুম	৭১৫,০০০	৭৪৬,৫০০	৭৭৮,০০০	৮০৯,৫০০	৮৪১,০০০	৩,৮৯০,০০০
৩	খাবার	২,৭৮৪,০০০	২,৮৫৬,০০০	২,৯৫৮,০০০	২,৯৫৮,০০০	২,৯৮৮,০০০	১৪,৫৪৪,০০০
৪	অন্যান্য	১৫৬,০০০	১৫৬,০০০	১৪৪,০০০	১৪৪,০০০	১৪৪,০০০	৭৪৪,০০০
	মোট আয়	৫,৮০২,৮৫০	৫,৯৭৫,৬৫০	৬,১৫৫,৬৫০	৬,২১৬,৪০০	৬,৩২৪,৭০০	৩০,৪৭৫,২৫০

ব্যয় :

ক্রম.	বিবরণ	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা/পরিকল্পনা					
		১ম বছর (২০১৮-১৯)	**২য় বছর (২০১৯-২০)**	**৩য় বছর (২০২০-২১)**	**৪র্থ বছর (২০২১-২২)**	**৫ম বছর (২০২২-২৩)**	মোট
খ.	**ব্যয়ের খাতসমূহ**						
১	পার্সোন্যাল ব্যয়	১,৮১০,০০০	১,৯২৪,১৬০	২,০১১,০০০	২,১০২,০০০	২,২৬৫,০০০	১০,১১২,১৬০
২	প্রশাসনিক ব্যয়	১,৭৭৮,৩৪০	১,৭৫৪,৭৪০	১,৮৩৬,১০০	১,৯০৯,১০০	১,৯২৯,১০০	৯,২০৭,৩৮০
৩	খাবার খরচ	১,৪৮২,০০০	১,৩৫০,০০০	১,৪২২,০০০	১,৪২২,০০০	১,৪২২,০০০	৭,০৯৮,০০০
৪	**মোট খরচ**	৫,০৭০,৩৪০	৫,০২৮,৯০০	৫,২৬৯,১০০	৫,৪৩৩,১০০	৫,৬১৬,১০০	২৬,৪১৭,৫৪০
৫	বিনিয়োগ	৯২,৪৫০	৫০,০০০	৫৮,০০০	৬০,০০০	৬৫,০০০	৩২৫,৪৫০
৬	মোট খরচ বিনিয়োগসহ	৫,১৬২,৭৯০	৫,০৭৮,৯০০	৫,৩২৭,১০০	৫,৪৯৩,১০০	৫,৬৮১,১০০	২৬,৭৪২,৯৯০
গ.	**নীট লাভ (ক - খ)**	**৬৪০,০৬০**	**৮৯৬,৭৫০**	**৮২৮,৫৫০**	**৭২৩,৩০০**	**৬৪৩,৬০০**	**৩,৭৩২,২৬০**

এছাড়া আরও একটি ইউনিট ভাড়া নেয়া, ০৫টি গেস্ট রুমের জন্য ১০টি খাট, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র, ৫টি এসি ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ প্রয়োজন হবে যা অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে বিনিয়োগ করা হবে।

সেবা বিপণন ও প্রশিক্ষণ বিপণনের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট সেক্টরে এইচআরডিসি ময়মনসিংহের ব্যবস্থাপক ও কেন্দ্রীয় অফিসের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণ নিয়মিত যোগাযোগ ও কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

৭.৬ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি, শিরোমনি, খুলনা

লবণ পানিযুক্ত জলাশয় দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র খুলনা। খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপক এলাকার মৎস চাষ প্রধানতঃ লবণ পানি ভিত্তিক। দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি মূলতঃ লবণ পানির মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল। এরমধ্যে অন্যতম হলো চিংড়ি চাষ। চিংড়ি (প্রধানতঃ গলদা চিংড়ি) চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ আয় হয়। প্রচুর মৎস্য খামার বা ঘের থাকা সত্ত্বেও ভাল মানের চিংড়ি পোনার অভাবে যে পরিমাণে চিংড়ি উৎপাদন হওয়ার সুযোগ রয়েছে সে মাত্রায় উৎপাদিত হচ্ছে না। সে প্রেক্ষিতে মানসম্মত গলদা চিংড়ি পোনা উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে সহজলভ্যে সরবরাহের লক্ষ্যে প্রশিকা খুলনার শিরোমনিতে সর্বাধুনিক এই গলদা চিংড়ি হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দেশ্য

- মানসম্মত গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন;
- সহজলভ্যে চাষীদের কাছে পোনা বিক্রয় করা;
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং
- মৎস রপ্তানিতে সহায়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিকা ও জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।

অর্জন

এ হ্যাচারিটি প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ও দ্বিতীয় বছর মানসম্মত চিংড়ি পোনা উৎপাদনের কারণে অত্র অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয় এবং আর্থিকভাবেও বেশ লাভবান হয়। কিন্তু ৩য় বছরে এসে প্রোটোজোয়ার আক্রমণে চিংড়ি পোনা নষ্ট হওয়ার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে প্রশিকার অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে এর কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এই হ্যাচারি বন্ধ আছে।

পরিকল্পনা (২০১৯-২০২৩)

দীর্ঘদিন যাবত হ্যাচারি বন্ধ থাকায় ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে নিম্নে পঞ্চবার্ষিক (২০১৮-২০২৩) বছরভিত্তিক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা নিম্নে দেয়া হলো-

আর্থিক বছর	পরিকল্পনা
২০১৮-২০১৯	ব্যবস্থাপনাগত পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার।
২০১৯-২০২০	কর্মী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ এবং উৎপাদন ও বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজার তৈরি।
২০২০-২০২১	পোনা উৎপাদন ও বিপণন।
২০২১-২০২২	পোনা উৎপাদন ও বিপণন।
২০২২-২০২৩	পোনা উৎপাদন ও বিপণন।

বাস্তবায়ন কৌশল

- প্রশিকার বর্তমান অভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রভাব এবং প্রতিকূলতা খুলনা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশি থাকায় গলদা চিংড়ি হ্যাচারি, শিরোমনি, খুলনার কার্যক্রম শুরু করতে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।
- বর্তমানে যিনি হ্যাচারিটি তত্ত্বাবধান করছেন তাকে মূল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রেখে কার্যক্রমসমূহ ধীরে ধীরে শুরু করতে হবে। তাছাড়া হ্যাচারির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কাছাকাছি আরও অনেকগুলো গলদা চিংড়ি হ্যাচারি তৈরি হওয়ার ফলে উৎপাদিত চিংড়ি পোনা বিপণনে ব্যাপক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। যার ফলে প্রশিকার অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পোনা উৎপাদনে না যেয়ে হ্যাচারি ইউনিট ২টি ভাড়া দেয়া এবং পুকুরে মৎস চাষ ও জমিতে ঋতুভিত্তিক ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে।

বাজেট

আর্থিক বছর	সম্ভাব্য বাজেট	ব্যয়	আয়
২০১৯-২০	১ জন ব্যবস্থাপক, ১ জন টেকনিশিয়ান, ১ জন সহকারী, ১ জন মার্কেটিং কর্মী, একজন কেয়ারটেকার এবং ১ জন রাত্রিকালীন পাহারাদার-এর বেতন এবং পরিচালনা খরচ বাবদ ব্যয়	৩,০০,০০০	
২০২০-২১	৭৫,০০,০০০ পোনা উৎপাদন বাবদ এবং পোনা বিক্রয় বাবদ আয় (১,৫০,০০০,০০×২.০০)	৭৫,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০
২০২১-২২	১,৫০,০০,০০০ পোনা উৎপাদন বাবদ ব্যয় এবং পোনা বিক্রয় বাবদ আয় (১,৫০,০০০,০০× ২.০০)	১,৫০,০০,০০০	৩০০,০০,০০০
২০২২-২৩	১,৫০,০০,০০০ পোনা উৎপাদন বাবদ ব্যয় এবং পোনা বিক্রয় বাবদ আয় (১,৫০,০০০,০০×২.০০)	১,৫০,০০,০০০	৩০০,০০,০০০
মোট		৩,৭৮,০০,০০০	৭,৫০,০০,০০০

পরিকল্পনানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হলে এ হ্যাচারিটি আয়মূলক লাভজনক খাতে পরিণত হবে। তাছাড়া এটি প্রশিকার একটি নিজস্ব বড় সম্পদ ও স্থাপনা। তাই এই হ্যাচারির সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন।

৭.৭ কেন্দ্রীয় কার্যালয়, প্রশিকা ভবন

প্রশিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয় ০.৪৬ একর জমির উপর অবস্থিত। এ কার্যালয়টি চৌদ্দতলা বিশিষ্ট ভবন। এখানে প্রতি তলায় প্রায় ৫ হাজার বর্গফুট হিসেবে মোট ৭০ হাজার বর্গফুট জায়গা রয়েছে। এ ভবনটি বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। ভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির লাইন বিচ্ছিন্ন আছে। বিগত মে, ২০১২ থেকে সাবেক চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহম্মদ অবৈধভাবে এ ভবনটি দখল করে রেখেছেন। সর্বোচ্চ আদালতের রায় অমান্য করার জন্য তার বিরুদ্ধে প্রশিকা চেয়ারম্যান জনাব অ্যাড. এম. এ ওয়াদুদ-এর করা ১৩/১৬(ভায়ো) মামলায় ইতোমধ্যে দুইবার মহামান্য হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে সাজা প্রদান করেছেন। সর্বশেষ হাইকোর্টের রায়ে তাকে ১ (এক) মাসের সিভিল জেল প্রদান করেছেন। এই মামলাটি বর্তমানে আপীল বিভাগে চূড়ান্ত শুনানির জন্য কার্যতালিকায় অপেক্ষমান আছে।

অচিরেই এ মামলায় আপীলেট ডিভিশন থেকে চূড়ান্ত রায় পাওয়া যাবে। এই ভবনটি নিয়ন্ত্রণে আসার পর কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। প্রশিকার নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ভবনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেয়া যাবে। কেননা প্রশিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের খরচ নির্বাহ, প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাওয়া কর্মীদের পাওনা পরিশোধ করার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে প্রশিকা ভবনের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। সে লক্ষ্যে এই ভবনটি ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল

- ভবনটি আইনি বৈধতার ভিত্তিতে বুঝে পাওয়ার পর প্রথমেই উক্ত ভবনের গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ পুনঃস্থাপন করা এবং প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।
- ভবনটির নিচ তলায় ৫ - ১০ জনের একটি কর্মীদল প্রতিদিনের ভবন সংক্রান্ত সকল দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়োগ প্রদান করা। এই দলের প্রধান থাকবেন ভবন মেরামত, প্রশাসনিক দক্ষতা, ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম এমন একজন ব্যক্তি যিনি হবেন পরিচালক পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা। এছাড়া ভবন রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ দেয়া হবে।
- এই টিমের কাজ হবে ভবনের নিরাপত্তা বিধান করা, বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, যোগাযোগ রক্ষা করা, ভাড়া প্রদান ও আদায় করা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্রশাসনিক টিম নিজেরা কোনো আর্থিক লেনদেন করবে না। সমস্ত ধরনের আর্থিক লেনদেন "প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র" শিরোনামে উল্লেখিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে Account payee চেক-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকলনা (আয়)

ক্র.	বিবরণ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা				
		২০১৮- '১৯	২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
১.	বেইজমেন্ট ভাড়া	০	৮৪০০০০	৮৪০০০০	৯০০০০০	৯৬০০০০
২.	গ্রাউন্ড ফ্লোর	০	০	০	০	০
৩.	২য় তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
৪.	৩য় তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
৫.	৪র্থ তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
৬.	৫ম তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
৭.	৬ষ্ঠ তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
৮.	৭ম তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
৯.	৮ম তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
১০.	৯ম তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
১১.	১০ম তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
১২.	১১তম তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
১৩.	১২তম তলা	০	১২০০০০০	১২০০০০০	১৩২০০০০	১৩২০০০০
মোট		০	১৪০৪০০০০	১৪০৪০০০০	১৫৪২০০০০	১৫৪৮০০০০

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (ব্যয়)

ক্র.	বিবরণ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা				
		২০১৮ - '১৯	২০১৯ - '২০	২০২০ - '২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
১.	১০ জন কর্মীর বেতন	০	৩৬০০০০	৩৭৫০০০	৩৯০০০০	৪২০০০০
২.	ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	০	৫০০০০০	২৫০০০০০	১০০০০০০	৫০০০০০
৩.	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ	০	২৫০০০০০	১০০০০০০	৫০০০০০	০
৪.	অন্যান্য খরচ	০	৫০০০০০	৭০০০০০	৩০০০০০	৪০০০০০
মোট			৩৮৬০০০০	৪৫৭৫০০০	২১৯০০০০	১৩২০০০০

নীট লাভ :

বিবরণ	২০১৮ - '১৯	২০১৯ - '২০	২০২০ - '২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩
আয়	১৪০৪০০০০	১৪০৪০০০০	১৫৪২০০০০	১৫৪৮০০০০	৫৮৯৮০০০০
ব্যয়	৩৮৬০০০০	৪৫৭৫০০০	২১৯০০০০	১৩২০০০০	১১৯৪৫০০০
মোট	১০১৮০০০০	৯৪৬৫০০০	১৩২৩০০০০	১৪১৬০০০০	৪৭০৩৫০০০

৭.৮ প্রশিকা মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, কৈট্টা

মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, কর্মী ও সমিতির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। কর্মী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি একই সাথে উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, সেমিনার, বিভিন্ন রকমের সভার (জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক) আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও এ কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাকেও প্রশিক্ষণ সহযোগীতা প্রদান করা হয়। বিগত দু'দশক যাবত বাস্তব পরিস্থিতির কারণে প্রশিকার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কমে আসে। এই অবস্থায় প্রশিকা ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০৪ থেকে প্রশিক্ষণ বিপণনসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো ব্যবহার করে যেমন- ভেন্যু, আবাসন ভাড়ার কার্যক্রম শুরু করে আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়।

উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণকে অধিকতর গতিশীল ও ফলপ্রসূ করা;
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দের বহুমুখী ব্যবহার করে কেন্দ্রের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

বাস্তবায়ন কৌশল

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিকা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, কৈট্টার বর্তমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যেসব কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে তা নিচে দেয়া হলোঃ

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেবা বিপণন আরো জোরদার করা। গত ১০ বছরে, HRDC কৈট্টার সেবাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা অনুযায়ী সরাসরি ও ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন;
- সম্ভাব্য নতুন প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করে ঐসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা;
- সেবা বিপণন আরো জোরদার করার জন্য ২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট ৩ (তিন)টি বিপণন টিম তৈরি করা হবে। এ টিম ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্পোরেট অফিসের সাথে যোগাযোগ করে কেন্দ্রের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে আলোচনা করবে এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রের সেবা ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে;
- সেবাগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো, সেবার মান আরো উন্নত করা, খাবার মেন্যুতে বৈচিত্র আনার মাধ্যমে সেবাগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ানো;
- প্রশিক্ষণ ও কেন্দ্রের সেবা বিপণনের জন্য বিভিন্ন সময়ে যেমন, বাংলা নববর্ষ, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, বড়দিন ইত্যাদি দিবসে সেবাগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছাস্বরুপ উপহার বা কার্ড বিতরণ করা;
- সেবাগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রের বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় সেবা দেয়া;
- এ কেন্দ্রের বিদ্যমান সেবাব্যবহারকারী এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবহারকারী এনজিও/কর্পোরেট সেক্টরের স্থানীয়-কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মিটিং এ অংশগ্রহণ করা;
- কেন্দ্রের পূর্ব অংশে ২/৩টি পিকনিক স্পট তৈরি করে শীতকালীন এই কর্মসূচিকে আরো জোরদার করা। যেখানে পিকনিকে এসে লোকজন নিজেরা রান্না করে খেতে পারেন এবং মূল অংশে যেসব পিকনিক-এর কর্মসূচি চলবে সেগুলো কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে তার খাবার রান্না করা হবে;
- কেন্দ্রে ইতোপূর্বে নিয়মিত ব্যবহারকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেট অফিস যদি কোন কারণে পরবর্তীতে প্রশিকায় প্রোগ্রাম না করে, সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও ফিডব্যাক নেয়া। অতঃপর বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে ফিডব্যাক অনুযায়ী উন্নয়নযোগ্য দিকগুলো উন্নয়ন করে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া;
- সাঁতারের জন্য নতুন দুটি সাঁতার পুকুর (Swiming pool) নির্মাণ করে আয় বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্যমাত্রা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রশিকার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। অত্র পরিকল্পনায় কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের কোন পরিকল্পনা করা হয়নি, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের সেবা বিপণন সাপেক্ষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা

ক্রম	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই-জুন)				মোট
		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১.	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেবা বিপণন, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ বিপণন থেকে আয় (টাকায়)	৬৮,৩৯৫,১৫৮	৭৫,৫১৮,৮৪৭	৮০,৩৮৭,০৫৭	৯৫,৮৩৫,৪৮৬	৩২০,১৩৬,৫৪৭

বর্তমানে ৫৬ জন কর্মী বিদ্যমান আছে। আরও ৩ জন নতুন কর্মী যুক্ত করে মোট ৫৯ জন কর্মী দ্বারা কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হবে।

বাজেট

আয় :

ক্রম.	বিবরণ	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা/পরিকল্পনা				
		২য় বছর (২০১৯-২০)	৩য় বছর (২০২০-২১)	৪র্থ বছর (২০২১-২২)	৫ম বছর (২০২২-২৩)	মোট
ক.	**আয়ের খাতসমূহ**					
১	আবাসন	২৩,৪৫০,০০০	২৬,১৮৬,০০০	২৭,৮০৭,৬০০	৩৮,৮২৯,৬০০	১১৬,২৭৩,২০০
২	হলরুম	৬,৯৭৯,০০০	৮,৪৮৪,০০০	৯,৩৫৪,৬০০	১০,৪৬৫,৪০০	৩৫,২৮৩,০০০
৩	খাবার	২৩,২৩৬,৫০০	২৪,৫৪৬,৮৭৫	২৫,৯০৩,০৬৩	২৫,৯৯১,৫৫০	৯৯,৬৭৭,৯৮৮
	সাব-মোট	৫৩,৬৬৫,৫০০	৫৯,২১৬,৮৭৫	৬৩,০৬৫,২৬৩	৭৫,২৮৬,৫৫০	২৫১,২৩৪,১৮৮
	সার্ভিস চার্জ (১০%)	৫,৩৬৬,৫৫০	৫,৯২১,৬৮৮	৬,৩০৬,৫২৬	৭,৫২৮,৬৫৫	২৫,১২৩,৪১৯
	সার্ভিস চার্জসহ মোট:	৫৯,০৩২,০৫০	৬৫,১৩৮,৫৬৩	৬৯,৩৭১,৭৮৯	৮২,৮১৫,২০৫	২৭৬,৩৫৭,৬০৬
৪	অন্যান্য	৪৪২,০০০	৫৩০,০০০	৫৩০,০০০	৫২০,০০০	২,০২২,০০০
	মোট আয়	৫৯,৪৭৪,০৫০	৬৫,৬৬৮,৫৬৩	৬৯,৯০১,৭৮৯	৮৩,৩৩৫,২০৫	২৭৮,৩৭৯,৬০৬
	মোট আয়ের উপর ভ্যাট ১৫%	৮,৯২১,১০৮	৯,৮৫০,২৮৪	১০,৪৮৫,২৬৮	১২,৫০০,২৮১	৪১,৭৫৬,৯৪১
	সর্বমোট আয়	**৬৮,৩৯৫,১৫৮**	**৭৫,৫১৮,৮৪৭**	**৮০,৩৮৭,০৫৭**	**৯৫,৮৩৫,৪৮৬**	**৩২০,১৩৬,৫৪৭**

ব্যয় :

ক্রম.	বিবরণ	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা/পরিকল্পনা				
		২য় বছর (২০১৯-২০)	৩য় বছর (২০২০-২১)	৪র্থ বছর (২০২১-২২)	৫ম বছর (২০২২-২৩)	মোট
খ.	**ব্যয়ের খাতসমূহ**					
১	প্রশাসনিক ও পার্সোন্যাল ব্যয়	৩৮,৭৭০,৫৬২	৩৯,৩৫৩,৬০৮	৪০,১৮৪,৫৯২	৪০,৬৩৬,২৩৩	১৫৮,৯৪৪,৯৯৫
২	খাবার খরচ	১৭,৭৫৭,৮৫০	১৩,৭৫৫,৭৫০	১৫,০০৮,৫৫০	১৫,৫৭১,০৩০	৬২,০৯৩,১৮০
	মোট খরচ	৫৬,৫২৮,৪১২	৫৩,১০৯,৩৫৮	৫৫,১৯৩,১৪২	৫৬,২০৭,২৬৩	২২১,০৩৮,১৭৫
৩	অন্যান্য খরচ	২৭৫,০০০	২৭৫,০০০	২৭৫,০০০	২৭৫,০০০	১,১০০,০০০
	সর্বমোট খরচ	৫৬,৮০৩,৪১২	৫৩,৩৮৪,৩৫৮	৫৫,৪৬৮,১৪২	৫৬,৪৮২,২৬৩	২২২,১৩৮,১৭৫
গ.	**নীট লাভ (ক - খ)**	**১১,৫৯১,৭৪৬**	**২২,১৩৪,৪৮৯**	**২৪,৯১৮,৯১৫**	**৩৯,৩৫৩,২২৩**	**৯৭,৯৯৮,৩৭২**
৪	বিনিয়োগ	৭,২৬৮,৬১০	৬,৫৯৭,৬১০	৬,৪৫২,১১০	৬,৮২৮,৬১০	২৭,১৪৬,৯৪০
	বিনিয়োগ বাদে নীট লাভ	৪,৩২৩,১৩৬	১৫,৫৩৬,৮৭৯	১৮,৪৬৬,৮০৫	৩২,৫২৪,৬১৩	৭০,৮৫১,৪৩২

মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের (এইচআরডিসি) সেবা বিপণন ও প্রশিক্ষণ বিপণনের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট সেক্টরে এইচআরডিসি কৈট্টার ব্যবস্থাপক ও কেন্দ্রীয় অফিসের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণ নিয়মিত যোগাযোগ ও কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধি করে আগামি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়াও প্রশিকা এইচআরডিসি কৈট্টার কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও কেন্দ্রীয় অফিসের সহযোগীতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৭.৯ কর্মী নিয়োগ ও প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা

ক্রমিক	আয়ের খাতসমূহ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩)				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর	১২	-	-	-	-
২	কার্প হ্যাচারি, মিঠাপুকুর, রংপুর	৩	-	-	-	-
৩	সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	৭	-	-	১	-
৪	মধু উৎপাদন ও বিপণন	৩	-	১	-	-
৫	জমি এবং স্থাপনা থেকে আয় কর্মসূচি	০	১	-	-	-
৬	আঞ্চলিক মানবসম্পদ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	৫	-	-	১	-
৭	গলদা চিংড়ি হ্যাচারি, শিরোমনি, খুলনা	০	-	৩	-	-
৮	কেন্দ্রীয় কার্যালয়, প্রশিকা ভবন	০	৫	৫	-	-
৯	মানবসম্পদ কেন্দ্র, কৈট্টা	৫৩	-	৬	-	-
মোট		৮৩	৬	১৫	২	০

৮. সামগ্রিক বাজেট (সংযুক্তি)

Taka In Crore

ProshikaManobik Unnayan Kendra

Consolidated Budget

Sl No	Discription	Note	Total	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Uses of Fund								
1.	Loan Disbursement to Group		4590.14	440.16	628.20	895.25	1177.06	1449.47
2.	Savings Refund	2	408.76	60.38	69.44	80.07	92.35	106.52
3.	Payment to Staff Welfare Fund		10.11	1.10	1.90	2.15	2.17	2.79
4.	Fixed Assets Purchase		0.60	0.05	0.08	0.12	0.15	0.20
5.	Integrated Agricultural Farm (IAF) Cost	3	28.75	1.16	5.42	4.80	7.28	10.09
6.	Training Centre Cost	4	27.61	0.52	6.92	6.53	6.74	6.90
7.	Social Forestry		0.27	0	0.05	0.05	0.07	0.10
8.	Other programme cost		0.89	0.70	0.05	0.07	0.04	0.03
9.	Honey production & Marketing		0.52	0.04	0.05	0.09	0.14	0.20
10.	Operating Expenditure	1	477.04	55.64	70.45	90.90	115.00	145.05
11.	**Total**		**5544.69**	**559.75**	**782.56**	**1080.03**	**1401.00**	**1721.35**
Source of Fund								
12.	Savings Collection	5	549.66	97.82	104.81	109.27	114.64	123.12
13.	Loan Realisation		4315.02	405.77	579.51	836.96	1111.83	1380.95
14.	Income From Integrated Agricultural Farm (IAF)	6	37.00	1.12	6.16	6.32	9.74	13.66
15.	Income From Training Centre	7	35.06	0.58	7.43	8.16	8.66	10.22
16.	Income From Social Forestry		0.55	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
17.	Income from Honey production & Marketing		1.51	0.07	0.12	0.28	0.39	0.65
18.	Operating Income	1	606.25	54.64	84.39	118.95	155.61	192.66
19.	**Total**		**5545.05**	**560.11**	**782.53**	**1080.05**	**1400.98**	**1721.37**
20.	***Excess/(Short)***		***0.36***	***0.36***	***-0.03***	***0.02***	***-0.02***	***0.02***

Taka In Crore

ProshikaManobik Unnayan Kendra

Budgeted Cash Flow Statement

Sl No	Discription	Total	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Cash inflow							
1.	***Opening Cash Balance***	***0.47***	***0.47***	***3.58***	***7.21***	***12.21***	***18.55***
2.	Savings Collection	549.66	97.82	104.81	109.27	114.64	123.12
3.	Loan Realisation-Principal	4315.02	405.77	579.51	836.96	1111.83	1380.95
4.	Service Charge Income	560.95	52.75	75.34	108.80	144.54	179.52
5.	Other Income	10.51	1.40	1.68	2.06	2.45	2.92
6.	Income From Central Office Rent	32.02	0	6.84	7.55	8.04	9.59
7.	Income from Establishment in ADC	2.77	0.49	0.53	0.54	0.58	0.63
8.	Income From Interated Agricultural Farm (IAF)	37.00	1.12	6.16	6.32	9.74	13.66
9.	Income From Training Centre	35.05	0.58	7.43	8.16	8.66	10.22
10.	Income From Social Forestry	0.55	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
11.	Income from Honey production & Marketing	1.51	0.07	0.12	0.28	0.39	0.65
	Total Inflow	**5545.51**	**560.58**	**786.11**	**1087.26**	**1413.19**	**1739.92**
Cash Outflow							
12.	Loan Disbursement to Group	4590.14	440.16	628.20	895.25	1177.06	1449.47
13.	Savings Refund	408.76	60.38	69.44	80.07	92.35	106.52
14.	Payment to Staff Welfare Fund	10.11	1.10	1.90	2.15	2.17	2.79
15.	Fixed Assets Purchase	0.60	0.05	0.08	0.12	0.15	0.20
16.	Integrated Agricultural Farm (IAF) Cost	28.75	1.16	5.42	4.80	7.28	10.09
17.	Training Centre C ost	27.66	0.52	6.92	6.53	6.74	6.90
18.	Social Forestry	0.27	0	0.05	0.05	0.07	0.10
19.	Honey production & Marketing	0.52	0.04	0.05	0.09	0.14	0.20
20.	MicroCredit Operational Cost	439.49	52.56	65.13	82.66	105.22	133.92
21.	Other Programme Cost	12.99	1.03	1.71	3.33	3.46	3.46
22.	**Total Outflow**	**5519.29**	**557.00**	**778.90**	**1075.05**	**1394.64**	**1713.65**
23.	***Closing Cash Balance***	**26.22**	**3.58**	**7.21**	**12.21**	**18.55**	**26.27**

Note-1 **Taka In Crore**

Sl No	Discription	Total	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	Income From Microcredit Programme	571.46	54.15	77.02	110.86	146.99	182.44
2.	Income From Central Office Rent	32.02	0	6.84	7.55	8.04	9.59
3.	Income from Establishment in ADC	2.77	0.49	0.53	0.54	0.58	0.63
Total Income		**606.25**	**54.64**	**84.39**	**118.95**	**155.61**	**192.66**
4.	Micro Credit Operation Expenditure	464.94	55.31	68.79	87.64	111.58	141.62
5.	Central Office	0	0	0	0	0	0
6.	Establishment in ADC	2.63	0.28	0.51	0.65	0.61	0.58
7.	Trainng Cost	0.49	0.02	0.05	0.11	0.14	0.17
8.	Drug Controll	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9.	Disabled Programme	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
10	Disaster Management	0.70	0	0.10	0.20	0.20	0.20
11	Peoples Cultural Programme	0.25	0	0.05	0.05	0.07	0.08
12	Legal Aid Support	0.08	0	0.02	0.02	0.02	0.02
13	Health Education & Safe Water	7.80	0	0.90	2.20	2.35	2.35
14	Media & Mass comunication	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15	**Total Expenditure**	**477.03**	***55.63***	***70.45***	***90.9***	***115***	***145.05***
16	***profit/(Loss)***	***129.22***	***-0.99***	***13.94***	***28.05***	***40.61***	***47.61***

ProshikaManobik Unnayan Kendra

Note to the Financial Projection For next Five Years

Note No	Discription	Total	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
2	***Savings Refund***						
	PSS	319.92	47.45	54.57	62.75	72.16	82.99
	ESSP	61.30	9.09	10.45	12.03	13.83	15.90
	DBSS	13.37	1.86	2.15	2.57	3.09	3.70
	Special Savings	14.17	1.98	2.27	2.72	3.27	3.93
	Total Savings Refund	**408.76**	***60.38***	***69.44***	***80.07***	***92.35***	***106.52***
3	**Integrated Agricultural Farm (IAF) Cost**						
	Satkania	15.10	0.66	4.19	2.07	3.02	5.16
	Carp Hatchery-Rangpur	0.65	0.07	0.12	0.13	0.16	0.17
	Agriculture Farm-Rangpur	9.21	0.43	1.08	1.84	2.60	3.26
	Shirmp Hatchary-Shiromony, Khulna	3.79	0	0.03	0.76	1.50	1.50
	Total	**28.75**	***1.16***	***5.42***	***4.80***	***7.28***	***10.09***
4	**Training Cost**						
	Mymensing	2.68	0.52	0.51	0.53	0.55	0.57
	Koitta-Manikgonj	24.93	0	6.41	6.00	6.19	6.33
	Total	**27.61**	***0.52***	***6.92***	***6.53***	***6.74***	***6.90***
5	**Savings Collection**						
	PSS	329.63	57.44	62.04	65.14	69.05	75.96
	ESSP	113.61	20.56	21.59	22.67	23.80	24.99
	DBSS	36.39	7.44	7.80	7.42	7.04	6.69
	Special Savings	70.03	12.38	13.38	14.04	14.75	15.48
	Total	**549.66**	***97.82***	***104.81***	***109.27***	***114.64***	***123.12***
6	**Income From Integrated Agricultural Farm (IAF)**						
	Satkania	16.96	0.62	4.74	2.37	3.30	5.93
	Carp Hatchery-Rangpur	0.76	0.08	0.14	0.16	0.19	0.19
	Agriculture Farm-Rangpur	11.78	0.42	1.28	2.29	3.25	4.54
	Shirmp Hatchary-Shiromony, Khulna	7.50	0	0	1.50	3.00	3.00
	Total	**37.00**	***1.12***	***6.16***	***6.32***	***9.74***	***13.66***
7	**Income From Training Centre**						
	Mymensing	3.05	0.58	0.60	0.62	0.62	0.63
	Koitta-Manikgonj	32.00	0	6.83	7.54	8.04	9.59
	Total	**35.05**	***0.58***	***7.43***	***8.16***	***8.66***	***10.22***